উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গম্ভীরকে খুনের হুমকি দিয়ে ধৃত পড়ুয়া » ১২

পহলগাম হত্যার তদন্তে এনআইএ

পহলগামে জঙ্গিহানার ঘটনায় তদন্ত শুরু করল এনআইএ। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তদন্তকারীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অনুসন্ধান চালাবেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন

পিওকে পুনরুদ্ধার করার দাবি অভিষেকের » ৫

শিলিগুড়ি ১৪ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 28 April 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 338

সময়ের কথা

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই রুখছে বিভেদের আগুন

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

১৯৪৭-এর আগে অবিভক্ত ভারতবর্ষ, এবং স্বাধীনতার পর থেকে খণ্ডিত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দাঙ্গাও সময়ের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও তার মধ্য দিয়ে ভারত, পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের সৃষ্টি বা ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এক সকরুণ স্থায়ী ছাপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম রেখে গিয়েছে। দাঙ্গার রক্তক্ষরণ থেকে এই উপমহাদেশের যেন রেহাই নেই! লাখো-লাখো সাধারণ মানুষের মৃত্যু, হাজার-হাজার অসহায় নারীর ইজ্জত লুট, খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, বল্গাহীন সন্ত্রাস ভারতের আর্থসামাজিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে যেন মুক্তি নেই!

অবিভক্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় কারণে দাঙ্গা ঠিক কত সালে সর্বপ্রথম হয়েছিল তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ১৯১৭ সালে বিহারের শাহাবাদে এবং ১৯২১ সালে কেরলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভারতের দাঙ্গার ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে আছে। ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির দাঙ্গা, বিহার শরিফের দাঙ্গা, জব্বলপুরের দাঙ্গা- একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে। আর্ত মানুষের কান্না, হাহাকার দেখেও সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে বারবার রক্তের হোলিতে স্নাত হয়েছে। সেই ১৯৮৩-র অসমের নেলি'র গণহত্যার ঘটনায় আজও শিউরে উঠতে হয়। তাও বারবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাটি দাঙ্গার রক্তে সিক্ত হয়েছে।

দেশের সংবিধান, তাতে বর্ণিত বিভিন্ন ধারা, উপধারা, অধিকার, আইনসভা, কত আইন,

এরপর দশের পাতায়

বাঁধ মানে না চোখের জল...

মন খারাপের সময়।। পাকিস্তানে ফেরার সময় মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারায় কান্না হিন্দু তরুণীর (বাঁয়ে)। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পাকিস্তানে যেতে না পারায় ভেঙে পড়েছেন ভারতীয় প্রৌঢ়া। রবিবার আটারি-ওয়াঘা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে। -পিটিআই

যুদ্ধং দেহি

ভারতীয়দের রক্ত ফুটছে, পদক্ষেপের বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : যুদ্ধ নয়, তবে রণহুংকার। দু'দেশেরই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করেননি। কিন্তু কঠোরতম পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন রবিবারের তাঁর 'মন কি বাতে।' নরেন্দ্র মোদি বুঝিয়েছেন, তাঁর সরকার তো বটেই, দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপের মনোভাবের সঙ্গে তিনি সহমত।

কাশ্মীরের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিতে পর্যটকদের ওপর পহলগামে হামলা চালানো হয়েছে মন্তব্য করে বলেন, 'দোষী ও ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোরতম সাজা দেওয়া হবে।' পাকিস্তানের নাম না করে চড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও। তিনি বলেন, 'আমরা কখনও প্রতিবেশী দেশকে অপমান করিনি বা তাদের ক্ষতি করিনি। কিন্তু কোনও দেশ শয়তানে পরিণত হলে আর কি রাস্তা খোলা থাকতে পারে!'

হুংকার দিচ্ছে পাকিস্তানও। সেদেশের রেলমন্ত্রী হানিফ আব্বাসি আরও সুর চড়িয়ে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের অস্ত্রাগারে ঘোরি, শাহিন এবং গজনাভি ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ১৩০টি পারমাণবিক অস্ত্র শুধুমাত্র ভারতের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে।' আস্ফালন করে তিনি বলেন, 'ভারত পাকিস্তানকে জল দেওয়া বন্ধ করলে, তাদের পুরোদস্তুর যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকা উচিত।'

আব্বাসির ভাষায়, 'আমাদের হাতে অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি শুধু প্রদর্শনের জন্য রাখা নেই। আমরা আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রগুলি কোথায় কোথায় রেখেছি, সেটা কিন্তু কেউ জানেন না। আমি আবার বলছি, এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভারতের দিকেই তাক করে রাখা আছে।' তাঁর এই হুমকির পর রবিবার নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে পাক সেনা।

এই পরিস্থিতিতে আরএসএস প্রধান যেন প্রধানমন্ত্রীকে রাজধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভাগবতের কথায়, 'রাজার কর্তব্য মানুষকে রক্ষা করা। সেই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করা উচিত রাজার। গুন্ডাদের শিক্ষা দেওয়া তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।' এই মন্তব্যের আগেই রবিবার আকাশবাণীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে মোদি বলেছিলেন, 'আমি বুঝতে পারছি, জঙ্গি হামলার ছবি দেখে প্রত্যেক ভারতীয়র রক্ত ফুটছে। পহলগামের হামলায় সন্ত্রাসবাদীদের কাপুরুষ মানসিকতা ফুটে উঠেছে।'

এরপর দশের পাতায়

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা পাক-কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : সিন্ধু জল চুক্তি রদ হতেই তার প্রভাব পড়ল পাকিস্তান অধিকৃত ভূখণ্ডে। চুক্তি স্থগিত থাকায় কোনও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির খবর পাকিস্তানকে আগাম জানানো বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। তারই ফল ভোগ করল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। ঝিলম নদীর জলে ভেসে গেল ওই এলাকা। হতাহতের খবর না থাকলেও কয়েকশো বাড়ি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধে ওষুধ সংকট

কার্যত বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। তাতে সমস্যায় পড়ে ঘটনাটিকে ভারতের 'জল সন্ত্রাস' বলে হইচই শুরু করেছে পাকিস্তান। সিন্ধু চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু সহ ৬ নদীর জলপ্রবাহের তথ্য পাকিস্তানকে সরবরাহ করার দায় ছিল ভারতের। চুক্তি স্থগিত হওয়ায় সেই তথ্য আর না দেওয়ায় সমস্যা শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। ভারত অবশ্য পাকিস্তানের অভিযোগের জবাব দেয়নি।

অন্যদিকে, সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করায় ভারতকে পালটা চাপ দিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে সংকট ডেকে এনেছে শাহবাজ শরিফের সরকার। ওষুধের জন্য ভারতের ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীলতা ছিল পাকিস্তানের। ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ছাড়াও ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি করে পাকিস্তান।

এরপর দশের পাতায়

চালকদের লাইসেন্স নিয়ে প্রশ্ন

ই-অটো, ই-রিকশা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : প্রশ্ন উঠতেই পারে, সত্যিই কি শিলিগুড়িতে প্রশাসনের নজরদারি রয়েছে? শহরে বাইক, স্কুটি, চারচাকার গাড়ির চালকদের লাইসেন্স রয়েছে কি না তা যাচাই করতে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতা আলাদা করেই চোখে পড়ে। কিন্তু শহরে দাপিয়ে বেড়ানো ই-অটো বা ই-রিকশা চালকদের যে লাইসেন্স প্রয়োজন তা পুলিশের কার্যত জানাই নেই। পরিবহণ দপ্তরের তরফে সেই লাইসেন্স ইস্যু করার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ বা তৎপরতা নেই।

শহরের রাস্তায় যাঁরা ই-অটো কিংবা ই-রিকশা চালাচ্ছেন তাঁদের অনেকের নিয়ম ভাঙার ঘটনা হামেশাই চোখে পড়ে। শহরের রাস্তায় ই-রিকশা কিংবা ই-অটো সবই টোটো নামেই পরিচিত। কিন্তু সেই টোটো চালানোর ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা সিংহভাগের নেই। রাস্তায় যাত্রীদের জীবনের দায়িত্ব নিয়ে যাঁদের চলতে হয়, তাঁদের সকলকে লাইসেন্সের আওতায় কেন আনা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন প্রশাসনের কর্তাদের দিকে স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। যানবাহন চালাতে গেলে যে লাইসেন্স প্রয়োজন তা পরিবহণ দপ্তর বলছে। কিন্তু কতজন ই-অটো কিংবা ই-রিকশা চালকের লাইসেন্স রয়েছে সেই তথ্য ওই দপ্তরের কাছে নেই। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাস বলেন, 'ই-রিকশ বা ই-অটো চালাতে গেলে লাইসেন্স প্রয়োজন। আমাদের কাছে লাইসেন্স-এর আবেদন করতে হয়। এখনও পর্যন্ত লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে কি না সেই তথ্য দেখে বলতে হবে।'

টোটো চালাতে গেলে যে লাইসেন্স প্রয়োজন তা পুলিশেরও কার্যত জানা নেই। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'লাইসেন্সের বিষয়টি নিয়ে আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলব। কতজনের লাইসেন্স রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। যেসব ই-অটো কিংবা ই-রিকশা নথিভুক্ত রয়েছে সেগুলি কীসের ভিত্তিতে হয়েছে, তা নিয়ে পরিবহণ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।'

নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি যে টোটোগুলি শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেগুলির গতি বেশি। বিশেষ করে চারচাকার গাড়ি প্রস্তুতকারী কয়েকটি সংস্থা যেসব ই-অটো বাজারে এনেছে সেগুলি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে চলতে পারে। বিভিন্ন জায়গাতে হামেশাই টোটো দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনার দায় যে প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারে না, সেই দাবি শহরবাসীর অনেকেই করছেন।

শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা রেশমি সরকার হামেশাই টোটোতে চেপে কলেজে যান। তাঁর কথায়, 'টোটোচালকের যে সিংহভাগের লাইসেন্স নেই, সেটা জানা ছিল না। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টোটোচালকদের লাইসেন্সের আওতায় আনা হোক।' মহাকালপল্লির বাসিন্দা সম্রাট দাস, শুভঙ্কর সাহাদের কথায়, অনেক নাবালক রয়েছে যারা টোটো চালাচ্ছে। শহরের বাইরের থেকে টোটো নিয়ে ঢুকে পড়ছে। আদৌ তারা টোটো চালাতে সক্ষম কি না সেটা দেখার কেউ নেই। রাস্তায় নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্স জরুরি।

তথ্য অমিল

- শহরের রাস্তায় যেসব ই-রিকশা কিংবা ই-অটো চলে সবই টোটো নামে পরিচিত
- এই ই-রিকশা বা ই-অটো চালাতে গেলে চালকের লাইসেন্স অবশ্যই প্রয়োজন
- এই যান চালানোর জন্য ন্যূনতম প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন, কিন্তু তা সকলের নেই
- কতজন ই-অটো কিংবা ই-রিকশা চালকের লাইসেন্স রয়েছে সেই তথ্যও অমিল

ই-রিকশাচালকদের লাইসেন্স আছে কি না জানে না প্রশাসন।

রঞ্জনের হুমকি

ব্যবস্থা না হওয়ায় হতাশ চেয়ারম্যান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : শিলিগুড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতিকে সরাসরি তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন শাসকদলের কাউন্সিলার। কিন্তু ঘটনার সাতদিন পরেও তৃণমূল কাউন্সিলারের 'দাদাগিরি' নিয়ে চুপ দলীয় নেতৃত্ব। আর এতেই হতাশ সংসদ সভাপতি দিলীপ রায়। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়া মুশকিল বলে নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'আমি সর্বস্তরে সেদিনের ঘটনা জানিয়েছি। কিন্তু তারপর থেকে কোনও পদক্ষেপ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' অবশ্য তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'বিষয়টি রাজ্য স্তর পর্যন্ত সবাই জানেন। দুজনকে নিয়ে বসেই সমস্যা মেটাতে হবে।'

ঘটনার পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা বা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতির পদে থাকা দলীয় নেতা দিলীপ রায়কে ডেকে ঘটনা শোনার প্রয়োজনও বোধ করেনি নেতৃত্ব। ঘটনার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, দল অন্তত অভিযুক্তকে শোকজ করবে। কিন্তু রাজ্য বা জেলা কোনও তরফেই তেমন পদক্ষেপ না করায় তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে।

এক প্রাথমিক শিক্ষকের বদলির বিরোধিতা করে গত ২১ এপ্রিল দলবল নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতির অফিসে গিয়েছিলেন রঞ্জন। সেখানে গিয়ে তিনি এই বদলির কারণ জানতে চান। অন্যায়ভাবে একজন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। সংসদ সভাপতিও নিজের যুক্তি দিয়ে রঞ্জন সহ অন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। ঠিক সেই সময় দু'পক্ষের কথা কাটাকাটি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং রঞ্জন আঙুল উঁচিয়ে, টেবিল চাপড়ে সংসদ সভাপতিকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন। রাজ্যের শাসকদলের এক নেতার এভাবে সরকারি অফিসে গিয়ে টেবিল চাপড়ানো এবং আঙুল উঁচিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। রাজ্য তৃণমূলের কোনও নেতা-নেত্রী বিষয়টি জানেন না, তা নয়। পরের দিন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং

এরপর দশের পাতায়

ইস্যু দাদাগিরি

- এক শিক্ষকের বদলির ঘটনা নিয়ে দিলীপের সঙ্গে রঞ্জনের বিরোধ
- ২১ এপ্রিল প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতিকে হুমকি দেন রঞ্জন
- ঘটনার সাতদিন পরেও দলীয় স্তরে রঞ্জনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি

নারী নিগ্রহ, খুনে জেরবার উত্তরবঙ্গ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গত এক বছরে খুন-ধর্ষণের মতো ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে উত্তরবঙ্গে। সেইসঙ্গে পকসো মামলার সংখ্যাও বেড়েছে। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২২-'২৩-এ খুন-ধর্ষণের ৩৮০০ ঘটনার নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে এসেছিল। ২০২৩-'২৪-এ সেই সংখ্যাটা ৬০০০ ছুঁয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে নারী নিগ্রহ এবং খুনের মতো অপরাধের সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ মহল। কী জন্য 'শান্ত' উত্তরবঙ্গ এমন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে, তার হদিস করতে চাইছে প্রশাসন।

জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবের অধীনে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত আটটি জেলা রয়েছে। ফরেন্সিক ল্যাব সূত্রেই জানা গিয়েছে, এখানে বায়োলজি, টক্সিকোলজি এবং সেরোলজিক্যাল নমুনা পরীক্ষা চালু হয়েছে। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে আসা খুন, ধর্ষণ, পকসো মামলার নমুনা ছাড়াও অন্যান্য নমুনার পরীক্ষা করা হয়। রক্তের গ্রুপ ও অন্য নমুনা, খুন করা অস্ত্রে লেগে থাকা রক্ত, সিরাম, ভিসেরা, মানুষের শরীরের চামড়া, চোখের জল, সিমেন, বিষক্রিয়ার নমুনা, অগ্নিকাণ্ডে ঘটনাস্থলের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এখানকার ল্যাবরেটরিতে।

গবেষণাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, বায়োলজি, সেরোলজি ও টক্সিকোলজি বিভাগ মিলিয়ে ২০২২ সালে বছরে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ৩০০০-এর মতো। ২০২৩ সালে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮০০। আর ২০২৪-এ সেই সংখ্যা ছুঁয়েছে ৬০০০। চলতি বছরের পরিসংখ্যানও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে খুন, ধর্ষণ সহ অন্য মামলার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০০টির মতো। তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ নমুনাই খুন ও ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনার। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে পকসো মামলার নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। দুই-তিন বছর আগে পকসো মামলার নমুনা মাসে একটি, বড়জোর দুটি করে আসত। গত এক বছরে প্রতি মাসেই পকসো মামলার নমুনা আসছে মাসে ৫ থেকে ৬টি করে।

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির সহকারী অধিকর্তা ও ইনচার্জ ডাঃ মৌসুমি রক্ষিত জানান, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা এভাবে বেড়ে যাওয়ায় কাজের চাপও মারাত্মক বেড়েছে। এমনিতেই ল্যাবরেটরিতে এক-তৃতীয়াংশ কর্মী কম। তার উপর ভারতীয় ন্যায়সংহিতার নতুন আইনে কোনও মামলায় সাত বছরের ওপর সাজা হওয়ার ধারা থাকলে সেই মামলার ক্রাইম সিন সরেজমিনে পরিদর্শন করা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

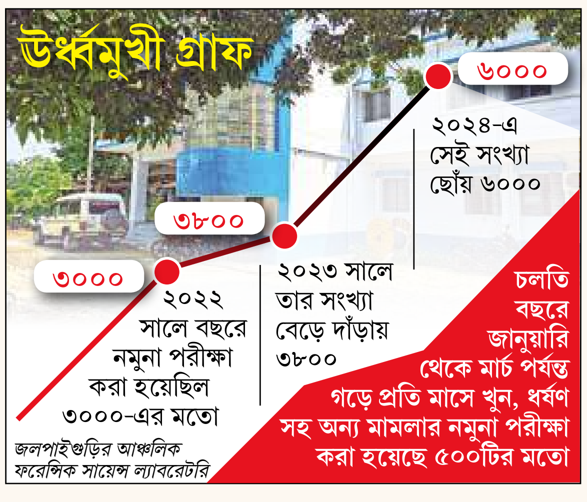

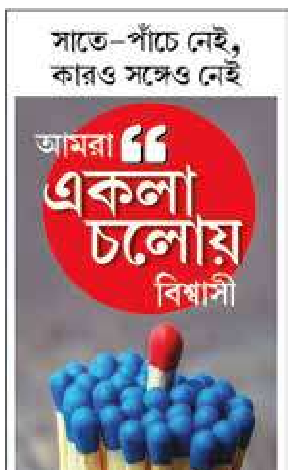

বাইপাসে বিকল্প জীবিকা, কমছে পরিযায়ী

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : দুয়ারে সরকার নয়, দুয়ারে র‍্যাশনও নয়। এ হল দুয়ারে কাজ। তবে তার সঙ্গে সরকারি উদ্যোগের কোনও সম্পর্ক নেই। আর ঘরের কাছে কাজ মেলায় বদলে যাচ্ছে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের জীবনযাপনের ছবিটাই। কাজের খোঁজে আর বারমুখী হতে হচ্ছে না। সেইসঙ্গে কাজ পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা, আর সেই অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগও কমেছে।

কিন্তু হঠাৎ এই বদল এল কীভাবে? ইস্টার্ন বাইপাসের ব্যবসায়িক অগ্রগতিই বদলে দিয়েছে আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের কাজের মানচিত্র। মূলত শ্রমিক শ্রেণির বসবাস বাইপাস সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। একসময় এখানকার বাসিন্দাদের কাজের খোঁজে কখনও ভিনজেলায় আবার কখনও বাইরের রাজ্যে যেতে হত। তবে গত কয়েক বছরে ইস্টার্ন বাইপাসজুড়ে গড়ে ওঠা কাঠ ও স্টিলের ব্যবসা পালটে দিচ্ছে সেই ছবিটা। বাইপাস এবং তার আশপাশের এলাকায় এইসব সামগ্রীর কারখানা ও দোকানেই এখন এলাকার বাসিন্দাদের কাজের সুযোগ জুটে যাচ্ছে। আর বাইরে ছুটতে হচ্ছে না। বাড়ির কাছাকাছি থেকেই কাজ করে উপার্জন হচ্ছে ভালোই।

এলাকার ব্যবসায়ী বুবাই রায় বলছিলেন, 'ফাটাপুকুর, তালমা, হলদিবাড়ি সহ নানা জায়গা থেকে দোকানে কাঠ আসে। তারপর আমরা কাজের বরাত দিয়ে দিই। প্রায় ৮০ শতাংশ কাজই করেন স্থানীয়রা। এতে তাঁরাও লাভবান হন আর আমাদেরও বাইরে কাজের বরাত দিতে হয় না।'

বিশেষ করে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি এলাকার বাসিন্দারা খুব উপকৃত হয়েছেন। এখানকার কাঠ ও স্টিলের দোকানগুলির কাজের বরাত পাচ্ছেন ফকদইবাড়ি, মাঝাবাড়ি ও হাতিয়াডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দারা। এই তিন এলাকার কয়েকশো বাসিন্দার কর্মসংস্থান হয়েছে এলাকায়। আশপাশের লোকজনও কাজের সুযোগ পাচ্ছেন।

কোভিডের সময় দিল্লি থেকে ফিরে এসেছিলেন ফকদইবাড়ির যতীন রায়। বদলে যাওয়া বাইপাস তাঁর ভাগ্যটাও বদলে দিয়েছে। যতীনের কথায়, 'ফিরে এসে ভাবছিলাম সব বুঝি শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ বছর চারেক আগে বাইপাসের একটি দোকান থেকে কাজের বরাত পাই। নির্দেশমতো স্টিলের নানা জিনিস তৈরি করে দিই। এখন তো প্রায় সারাবছরই কাজ থাকে। ধীরে ধীরে আরও কাজ পাচ্ছি।'

এঁদের মধ্যে অনেকেই আগে কাজের জন্য বাইরে ঘোরাঘুরি করতেন। কেউ বা কবে কাজ মিলবে সেই আশায় বসে থাকতেন।

এরপর দশের পাতায়

ইস্টার্ন বাইপাসে কাঠের কাজে আয়ের নতুন পথ খুঁজে নিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। ছবি : সূত্রধর

তরমুজ উৎসবের আয়োজন মেখলিগঞ্জে

শুভজিৎ বিশ্বাস

তিস্তার ধারে তরমুজ উৎসব। রবিবার।

মেখলিগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : গ্রীষ্মে আম উৎসব, বর্ষায় ইলিশ উৎসব থেকে শুরু করে শীতকালে খাদ্য উৎসবের কথা অহরহ শোনা যায়। কিন্তু এবারে মেখলিগঞ্জে এক অভিনব তরমুজ উৎসবের সাক্ষী থাকল। রবিবার রাজ্যের দীর্ঘতম জয়ী সেতুর পাশের ছটপুজোর ঘাটে এই তরমুজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডলের উদ্যোগে এই প্রথম এমন উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হল। মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভা যৌথভাবে ওই উৎসব পরিচালনা করেছে। মেখলিগঞ্জে তিস্তা নদীর চরে প্রতি বছর উৎপাদিত তরমুজ স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি অসম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। মেখলিগঞ্জের তরমুজ চাষকে জনপ্রিয় করতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনু এদিন বললেন, 'তরমুজের প্রচার, চাষিদের ভালো দাম পাওয়ার বিষয়, সেইসঙ্গে তরমুজের বিভিন্নরকম উপকারিতা নিয়ে যাতে মানুষ জানতে পারেন সেজন্যই তরমুজ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এবারই প্রথম। সকলের সহযোগিতা পেলে আগামীদিনে আরও বড় করে উৎসবের আয়োজন করা হবে।'

এদিন মেখলিগঞ্জ পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তরমুজের টুকরো সহ তরমুজের রস বিনামূল্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেন। জয়ী সেতুতে বেড়াতে আসা মানুষও উৎসবে যোগ দেন। এমনকি ময়নাগুড়ির শিল্পী এসে সুন্দর সংগীত অনুষ্ঠানও করেছেন। প্রশাসনের তরফে তরমুজ খাওয়ার উপকারিতা, কৃষকরা কীভাবে আরও উন্নত উপায়ে তরমুজ উৎপাদন করতে পারবেন ইত্যাদি বিষয়গুলি ফ্লেক্স-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এক এলাকাবাসী মৈনাক সরকার বলেন, 'এলাকার তরমুজকে রাজ্যের দরবারে তুলে ধরার জন্য এতদিন তেমন কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তরমুজ উৎসব এক অভিনব চিন্তা। তিস্তা নদী ও জয়ী সেতুর সৌন্দর্যের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া ও গান শোনার আনন্দ নিলাম।'

আরেক বাসিন্দা তমা ভট্টাচার্যের কথায়, 'তরমুজ উৎসবে এসে ভীষণ ভালো লেগেছে। তবে এই উৎসবের প্রচার আরও বেশি হলে মেখলিগঞ্জের পাশাপাশি হলদিবাড়ির মানুষও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।' তাঁর কথায় প্রায় একমত এলাকার তরমুজ বিক্রেতারাও। এক বিক্রেতা জাবেদ আলির বক্তব্য, 'তরমুজ উৎসবের আরও প্রচার হলে প্রচুর মানুষ আসতে পারতেন।' এদিনের তরমুজ উৎসবে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার, মেখলিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জীব ঘোষ, এসডিআইসিও প্রজ্ঞা সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যাতায়াত বন্ধে পুলিশের সঙ্গে বচসা, পরে বাইক-টোটো চলাচল

তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে চরম বিশৃঙ্খলা

অনুপ সাহা ও রামপ্রসাদ মোদক

তিস্তা ব্যারেজ সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হতেই বন্ধ যানবাহন চলাচল।

ওদলাবাড়ি ও রাজগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : প্রশাসনিক ঘোষণা মতোই সংস্কারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে সমস্তরকম যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল রবিবার। এদিন দুপুরে সেতুর সংস্কারের সূচনার পর সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু, হঠাৎ রাস্তা বন্ধে যাতায়াতকারীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে তীব্র বচসা বেধে যায় তাঁদের। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষে পুলিশ বাইক এবং টোটো যেতে দিতে বাধ্য হয়।

রাজগঞ্জের দিক থেকে ক্রান্তির দিকে যাওয়ার এই রাস্তা বন্ধে প্রচুর মানুষ এদিন সমস্যায় পড়েন। ভুক্তভোগীদের বক্তব্য, সকালে তাঁরা যখন যান তখন পুলিশ আটকায়নি। ফেরার পথে দেখেন পুলিশ রাস্তা আটকে দিয়েছে। কুরান চৌধুরীর গুল মহম্মদ বলেন, 'আমার আত্মীয় শিলিগুড়িতে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম সকালে। ফেরার পথে দেখি এই অবস্থা।' চালতলার সুবর্ণচন্দ্র দাস বলেন, 'যাওয়ার বেলা পুলিশ আমাদের আটকায়নি। ফেরার পথে এখন এখানে কয়েক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।' সেখানে কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, প্রচুর মানুষ উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছেন, যেতে না দিলে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে তাই কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এদিন দুপুরে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, মাল ও রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির দুই সভাপতি, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস মৌলিক প্রমুখের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতু সংস্কার শুরু হয়। সেতুর মাঝে মঞ্চ বেঁধে কাজ শুরুর আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই সেতুর দু'ধারে ব্যারিকেড করে যানবাহন চলাচল আটকে দেওয়া হয়। যদিও এদিন সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে না দিয়ে একদিক খোলা রেখে সংস্কারের কাজ করার দাবি জানিয়েছেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় ধরে সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে আটকে থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়েছেন অনেকে। তপন বাইন নামে গজলডোবার এক দুধ বিক্রেতা বলেন, 'প্রতিদিন সকালে সেতু পেরিয়ে টোটোয় চেপে দুধ নিয়ে শিলিগুড়ি যাই। যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলে দুধ বিক্রি করব কোথায়?' একই অবস্থা অনিল রায়, সুনীল সরকারের মতো কৃষকদেরও।

গজলডোবার বাসিন্দা চিন্ময় বিশ্বাস বলেন, 'টাকিমারি, মিলনপল্লির বহু ছেলেমেয়ে গজলডোবা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের বেশিরভাগই বাস, টোটো, সাইকেলে চড়ে স্কুলে আসে। সেতুর একপাশে পৌঁছে সেখান থেকে হেঁটে এক কিমি সেতু পেরিয়ে আবার গাড়িতে চেপে স্কুলে পৌঁছাতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হবে।' তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগী, স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই যে সমস্যায় পড়বেন তা একপ্রকার নিশ্চিত।

এদিকে সাধারণ মানুষ যে সত্যিই সমস্যায় পড়ছেন তা স্বীকার করেছেন মহুয়া গোপ। এদিন অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড়িয়ে মহুয়া বলেন, 'ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। আজ থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।'

যদিও তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের এক পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক দশক তিস্তা ব্যারেজ সেতুর সংস্কার হয়নি। দুর্ঘটনা এড়াতেই সেতুর সংস্কার জরুরি। আগামী ১৪০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা হবে।'

> ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রবিবার থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।
>
> **-মহুয়া গোপ**
> জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ

বিড়ি বাঁধতে না জানলে পাত্র জুটবে না

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ২৭ এপ্রিল : 'ও মা, একটু হেঁটে দেখাও তো।' আগেকার দিনে পাত্রী দেখতে গিয়ে কমবেশি সব মেয়েই এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে। খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে তাঁদের চুল, চালচলন। এছাড়া রান্না জানে কি না, চাকরি করে কি না, ইত্যাদি জিজ্ঞাস করা হয়।

তবে, কখনও শুনেছেন, হবু পাত্রীকে কেউ জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি বিড়ি বাঁধতে জানো'? শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। এই চিত্র উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার আলতাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর সহ একাধিক গ্রামের। যেখানে মেয়েদের বিড়ি বাঁধার কাজটাই স্থানীয় সমাজে মর্যাদাব্যঞ্জক। এমনকি এই কাজটা না জানলে জোটে না বিয়ের জন্য ভালো পাত্রও!

এক বিড়ি শ্রমিক সাবানা খাতুনের কথায়, 'আগে যখন স্কুলে যেতাম, বাবা-মা গোমড়া মুখে বসে থাকতেন। এখন তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। কারণ, এখন আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। মা বলেছেন, করণদিঘি থানার আলতাপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর গ্রামের এক গ্যারেজ মালিকের সঙ্গে তোর নিকাহর পাকা কথা চলছে। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। বাধ্য হয়ে পেটের ভাত জোটাতে কাজ শিখতে হয়েছে।'

তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মুর্শিদাবাদের এইসব গ্রামে মেয়েদের পড়াশোনার চাইতে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বিড়ি বাঁধার কাজকে। যে যত বেশি বিড়ি বাঁধবে, তার তত ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে।

এর উলটো ছবিটাও আছে। স্নাতক হয়েও বিড়ি বাঁধার কাজ না শেখায় বিয়ে হচ্ছে না বছর তিরিশের শাকিলা পারভিনের। তিনি এখন বিহারের কিশনগঞ্জে ইংরেজি মাধ্যমস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। তিনি বলেন, 'আমি শিক্ষা জগতের সঙ্গেই থাকতে চাই। তবে কিছুদিন বাধ্য হয়ে আমাকেও বিড়ি বাঁধতে হয়েছিল।'

গ্রামের এক বয়স্ক বিড়ি শ্রমিক রাশেদা বেগম বলেন, 'এখানকার মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি বিড়ি বাঁধার কাজ শিখে ফেলবে তত মঙ্গল।'

তবে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষও। এক হাজার বিড়ি বেঁধে কারও রোজগার ১৭০ টাকা আবার কেউ ২০০ টাকা পান। যেখানে মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকরা হাজার বিড়ি বাঁধলে প্রায় ২৫০ টাকা পান। এই বৈষম্য দূর করার দাবি তাঁদের।

শনিবার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল শিশুদের কোলে নিয়ে মায়েরা বিড়ি বাঁধতে ব্যস্ত। করণদিঘি ব্লকের বিলাসপুর সহ তিন-চারটি গ্রামের একই ছবি। সহজপাঠ বা অঙ্ক বই নয়, তামাক আর কেন্দুপাতার ডালা নিয়ে মগ্ন গ্রামের খুদেরা।

কিন্তু এভাবে ছোট বয়স থেকে বিড়ির সংস্পর্শে আসলে ক্ষতিও তো হতে পারে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের মতে, 'ফুসফুসের একাধিক সমস্যা হতে পারে, রক্তনালীর সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও প্রতিদিন তামাকের ঘ্রাণ এর জন্য খাদ্যতন্ত্রের অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও বিড়িতে আসক্তিও তৈরি হতে পারে।'

এপ্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালের বক্তব্য, 'করণদিঘি ব্লকের মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে একাধিক প্রকল্পের কাজ করার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেছেন। বিড়ি বাঁধতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

তবে আপাতত উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এইসব অঞ্চলে তামাকের উগ্রতা আর কেন্দুপাতার যুগলবন্দিই ভবিতব্য। এর মাঝে নারীর পড়াশোনার অধিকার, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা প্রতিদিন একটু একটু করে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

> আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর আমি সংসারের সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম।
>
> **সাবানা খাতুন** বিড়ি শ্রমিক

গবেষণার জন্য সুইডেনে সুযোগ তরুণের

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : গুগল বলছে, কোচবিহার থেকে সুইডেনের দূরত্ব ৬৪৩৩ কিলোমিটার। কিন্তু কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাটের বাসিন্দা ডঃ দ্বীপ চন্দ সেই দূরত্ব পাড়ি দেবেন। তিনি সুইডেনের উমিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি সম্পর্কিত গবেষণায় যোগ দেবেন। আগামী ৬ মে তিনি সুইডেনের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বরাবরই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত দ্বীপ। ২০১০ সালে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। এরপর এবিএন শীল কলেজ থেকে জুলজিতে অনার্স এবং পরবর্তীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। তারপর সর্বভারতীয় সিএসআইআরের (নেট) পরীক্ষায় ৬৪ র‍্যাংক করে জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসেবে এনআইটি দুর্গাপুর থেকে বায়োটেকনলজি বিভাগে মাইক্রোবায়োম ও ওবেসিটি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করেন। ২০২৪ সালে তাঁর গবেষণাপত্র গাট-মাইক্রোপস জার্নালে প্রকাশিত হয়।

তারপর এবার একেবারে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ তাঁর মুকুটে নতুন পালক যোগ করল।

তাঁর বাবা দুলাল চন্দ পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। দাদা অঙ্কুশ চন্দ ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে অঙ্কের অধ্যাপক। ছেলের সাফল্যের খুশিতে বাবা-মায়ের চোখে জল। এদিন বাড়িতে বসেই দুলাল বলেন, 'বড় ছেলে বাইরে থাকে। এবার ছোট ছেলেও বিদেশে যাচ্ছে। গর্বে বুক ভরে গেলেও ওদের জন্য চিন্তা হয়।'

২০২০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগ থেকে ডঃ ইমান্যুয়েল শার্পেনটেয়ার 'ক্রিসপার- ক্যাস ৯' সম্পর্কিত আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই এবার উচ্চতর গবেষণায় যাচ্ছেন কোচবিহারের এই তরুণ।

কিডনি চাই

কিডনি চাই B+, পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক ও ID Proof সহ যোগাযোগ করুন। (M) : 80161-40555. (C/116233)

বিক্রয়

কোচবিহার R. R. N. রোড সংলগ্ন 3.5 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - 94346-13312. (C/115903)

•

বিক্রয় 1000 Sq.Ft. ফ্ল্যাট, শিলিগুড়ির রাজীব মোড়ে। কেবলমাত্র ক্রেতারাই ফোন করবেন (M) : 96099-70044. (C/116083)

অ্যাফিডেভিট

আমি দীপশিখা দাশগুপ্ত চক্রবর্তী 24-04-25 তারিখে APO E.M. কোর্টে দীপশিখা দাশগুপ্ত হইলাম। (U/D)

•

আমার আধার কার্ড নং. 589183272461, পাসপোর্ট নং. B7637293 এবং প্যান কার্ড নং. AXRPA176-7A DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA), DALIA CHAKRABORTY ACHARYA আমার নাম লিপিবদ্ধ আছে। গত 24.4.25, সদর কোচবিহার, J.M. 2nd Court (ফর্ম নং. 94AB 161860) অ্যাফিডেভিট বলে DALIA CHAKRABORTY, DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA) এবং DALIA CHAKRABORTY ACHARYA এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এখন থেকে সর্বত্র এবং তথ্যাদিতে আমি DALIA CHAKRABORTY হিসেবে পরিচিত হব। 194 চিত্রকরপাড়া, ওয়ার্ড নং. 14, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/115904)

কর্মখালি

সোনার দোকানের জন্য Sales Girls এবং Sales Boy প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ- 9832046176

•

জলপাইগুড়িতে ঔষধের দোকানে কাজ জানা স্থানীয় কর্মচারী চাই। যোগাযোগ (M) 90022-48132. (C/115830)

•

শিলিগুড়ি সুকান্তনগরে স্কুল দেখাশোনা করার জন্য লোক চাই এবং প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। (M) 70016-48258. (C/116085)

•

সিকিমের গ্যাংটকে হোটেল ও FMCG ডিস্ট্রিবিউশন কোং-এর জন্য ফ্রেশারদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করছি। কোম্পানির সুবিধা এবং বাসস্থান প্রদান। (M) :- 94341-17292. (C/116083)

•

শপিং মল-এর জন্য গার্ড লাগবে, ডাইরেক্ট জয়েন। শিলিগুড়ি সেভক রোড, 8th পাশ, বয়স 20-45। বেতন - হাতে 10,800/-. 99331-19446. (C/116228)

•

PGTs required for SCG English Academy, Mathabhanga. Sub-Hindi, Chemistry, Biology, Math. Date of interview-30/04/25 at 11 AM. (M) 9474380440, 7027420995(116086)

আজ টিভিতে

উইয়ার্ড ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড
রাত ৮.০৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ রূপবান কন্যা, ১০.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.১৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.১৫ যুদ্ধ, ১.০০ গেট টুগেদার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.৪০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৫৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.০০ শতরূপা, ১২.৩০ প্রেম আমার-টু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.২২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১৪ সিধু দ্য ওয়ারিয়র, সন্ধে ৬.০৩ সর্দার গব্বর সিং, রাত ৮.৩০ মার্কেট রাজ এমবিবিএস, ১১.৩০ রাজা সাহেব কা কমরা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.১৮ স্যামি-টু, দুপুর ২.০৯ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৫ পুলিশ পাওয়ার, রাত ৮.০০ বিজয়-দ্য মাস্টার, ১১.২০ কমান্ডো-টু

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২২ ছত্রিওয়ালি, বিকেল ৩.২১ শুভ মঙ্গল সাবধান, ৫.০৪ এনএইচ ১০, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ তমাশা, ১১.২৩ দোনো

রমেডি নাউ : সকাল ১০.৫১ ফার্স্ট ডটার, দুপুর ২.২০ বুকস্মার্ট, বিকেল ৫.৩৫ ম্যাক্স, রাত ১০.৩৪ ডেট মুভি, ১১.৪৯ মিউন

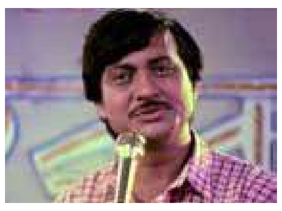

শ্রীমান ভূতনাথ
বিকেল ৪.৪৫ জলসা মুভিজ

সর্দার গব্বর সিং
সন্ধে ৬.০৩ জি সিনেমা এইচডি

আই, রোবট
বিকেল ৪.৫০ মুভিজ নাউ

তমাশা রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

৩০ বছরে একগুচ্ছ উদ্যোগ রুবির

নিউজ ব্যুরো

২৭ এপ্রিল : গত ২৫ এপ্রিল রুবি জেনারেল হসপিটাল তার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যারমধ্যে রয়েছে- মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিনামূল্যে মানসিক সুস্থতা ক্লিনিক চালু করা হচ্ছে, যেখানে রুবি ২৪X৭ অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা যাবে। এছাড়া ৩০ বছরকে স্মরণীয় রাখতে আদ্যাপীঠ আশ্রমের ৮৫০ জন অনাথ এবং অসহায় শিশুর সমস্তরকম চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে রুবির তত্ত্বাবধানে। সেইসঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সঙ্গে মিলে ক্যানসার শনাক্তকরণ, নির্ণয় এবং প্রতিরোধের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

এছাড়াও রুবি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডায়াবিটিস শনাক্তকরণে ৩০০০০ প্রতিরোধমূলক পরীক্ষা চালানোর। ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তরফে সিস্টার মিচেল, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের বিবেক মহারাজ এবং মিসেস রুবি দত্ত। তাঁরা ভারিয়ান ট্রুবিম লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর মেশিনেন ৩.০ সংস্করণ উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠান থেকেই জানানো হয়, খুব শীঘ্রই রুবি কলকাতায় প্রথম ডিজিটাল পেট স্ক্যান চালু করবে, যেখানে ৩০ মিনিটের বদলে ৫ মিনিটে পেট স্ক্যান হবে।

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। নতুন সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য বাধা আসতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। **মিথুন :** বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা। **কর্কট :** দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **কন্যা :** সৎ কোনও বন্ধুর পরামর্শে লাভবান হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **তুলা :** পরিবারের দিক থেকে সামান্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষায় সাফল্য। **বৃশ্চিক :** সৎ কাজে ব্যয় করে আনন্দ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। **ধনু :** অন্যের উপকার করতে পেরে মানসিক শান্তি। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **মকর :** হিসেবের বাইরে খরচ করে সমস্যায়। ছেলের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা পাকা হবে। **কুম্ভ :** বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদের অবসান। কোমরের ব্যথা ভোগাবে। **মীন :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫, ১৪ বহাগ, সংবৎ ১ বৈশাখ সুদি, ২৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৫।৫৯। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ১০।৪৬। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১১।১৮ আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৯।৪৩। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১১।৫৯ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৪৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১১।১৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।৪৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।৪৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৪৭ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রতিবাদ করলেই মালিককে দেখে নেওয়ার হুমকি

দোকান, বাড়িভাড়া দিয়ে ফাঁপরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় দোকানভাড়া, বাড়িভাড়াকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে জটিলতা। অভিযোগ, চুক্তি শেষ হওয়ার পর ভাড়াটিয়া সেই দোকান কিংবা ঘর আর ছাড়তে চাইছেন না। এমনকি এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলেই চলে আসছে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট স্থানীয় কিছু ছেলে, বাড়ির মালিক কিংবা দোকান মালিককে দিয়ে যাচ্ছে দেখে নেওয়ার হুমকি।

গত এক মাসে এই ধরনের অভিযোগ নিয়ে মেডিকেল ফাঁড়িতে হাজির হয়েছেন বাড়ি, দোকান মালিকরা। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য অবশ্য বলছেন, 'অভিযোগ জমা পড়তেই পারে। তবে এটা মূলত আদালতের বিষয়। তাই ভাড়া সংক্রান্ত জটের ক্ষেত্রে আমরা কিছু করতে পারি না।'

এদিকে, বাড়ি মালিকদের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৃষ্ণ সরকার। তাঁর কথায়, 'কয়েক বছর আগে এলাকায় একটি মৃত্যুর ঘটনার পর থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কেউ ভাড়াটিয়া রাখলে সেই সংক্রান্ত তথ্য পুলিশ ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেবে। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে আসার পর তিন বছরে এ সংক্রান্ত একটা তথ্যও পাইনি। এরপর যদি কোনও ঘটনা ঘটে, তবে সেটার দায়িত্ব বাড়ির মালিককেই নিতে হবে।' গত শুক্রবারই এই ধরনের একটি অভিযোগ জমা পড়েছে মেডিকেল ফাঁড়িতে। কঙ্কা মণ্ডল সাহা নামে এক দোকান মালকিন অভিযোগ করেছেন, তিনি দোকানে একটি ল্যাবরেটরি ভাড়া দিয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী সেই ভাড়ার সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এরপরেও ভাড়াটিয়া দোকান ছাড়তে চাইছেন না। এমনকি সম্প্রতি ভাড়াটিয়াকে ওই দোকান ছাড়তে বললে ভাড়াটিয়া ও তাঁর দাদা কিছু তরুণকে নিয়ে এসে তাঁকে শারীরিক হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। বাড়ির বাইরে দেখলে তুলে নিয়ে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ।

শুধু ওই দোকানই নয়, এলাকায় আরও কয়েকটি দোকান, বাড়িতেও ভাড়াটিয়ারা আর জায়গা ছাড়তে চাইছেন না বলে অভিযোগ। এমন ফাঁদে পড়েছেন বিমল দাস নামের এক বাড়ির মালিকও। তাঁর অভিযোগ, 'আমার ভাড়া দেওয়া ঘর ওরা চার মাস বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। কিছু বলতে গেলেই ওই ছেলেরা দলবেঁধে চলে আসছে। ছেলেগুলো সব স্থানীয় হওয়ায় ওদের কিছু বলতেও পারি না।'

পরিস্থিতি এমনই যে নতুন করে ভাড়া দিতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা অজিত দাস। তিনি বলছেন, 'যেভাবে এলাকায় ভাড়া নিয়ে ঝামেলা বাড়ছে, তাতে করে এখন নতুন কাউকে ভাড়া দিতেই আমরা ভয় পাচ্ছি। পুলিশও এ ব্যাপারে কিছু করতে পারছে না।'

কী অভিযোগ

- চুক্তি শেষ হওয়ার পর ভাড়াটিয়া সেই দোকান কিংবা ঘর আর ছাড়তে চাইছেন না
- প্রতিবাদ করলেই চলে আসছে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট কিছু ছেলে
- দিয়ে যাচ্ছে দেখে নেওয়ার হুমকি
- পরিস্থিতি এমনই যে নতুন করে ভাড়া দিতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন মালিকরা

ছবি : এআই

আজমাবাদ চা বাগানে রাস্তা নিয়ে কোন্দল

পদ্মের আসনে উন্নয়ন, গোসা তৃণমূলের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : প্রায়ই বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধীদের জেতা আসনে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে বঞ্চনার অভিযোগ ওঠে শাসকের বিরুদ্ধে। কিন্তু নকশালবাড়িতে যেন উলটো চিত্র। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের আজমাবাদ চা বাগানের আসনটিতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল। কিন্তু উন্নয়ন থমকে যায়নি। রাস্তাঘাট থেকে জল সবেরই কাজ হচ্ছে। ভোটে যেই জিতুক, আমজনতা সুষ্ঠু পরিষেবা পাক, এমনটাই তো হওয়া কাম্য। কিন্তু ওই এলাকায় তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড, মহকুমা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নাকি গোসা হয়েছে দলেরই একাংশ পঞ্চায়েত সদস্যর। কেন বিরোধীর এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প? এমন প্রশ্নও নাকি তুলছেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে ঘাসফুল শিবিরে শুরু হয়েছে চর্চা।

এবিষয়ে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'আজমাবাদ চা বাগান অনেকটাই পিছিয়ে পড়া এলাকা। সাংসদ, বিধায়ককে একাধিকবার বলা হলেও এই গ্রামের জন্য এক টাকাও বরাদ্দ করেননি। তাই রাস্তার কাজ যাতে মহকুমা পরিষদ থেকে করা হয়, সেজন্য আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম। বাকি সংসদের সমস্যাগুলিও আমরা ওপরমহলে জানাব।'

জঙ্গল লাইন, ফ্যাক্টরি লাইন, প্রেমনগর নিয়ে গঠিত আজমাবাদ চা বাগান। জনসংখ্যা প্রায় ছ'শো। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্যাক্টরি লাইন থেকে প্রেমনগর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার একটি রাস্তার কাজ হচ্ছে এখানে। মাসখানেক আগে কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। যা নিয়ে দলের অন্দরে কোন্দল শুরু হয়েছে। এছাড়া এই এলাকাকে দু'মাস আগে সজল গ্রামও ঘোষণা করা হয়েছে। নকশালবাড়ির বেশ কয়েকজন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের অভিযোগ, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৬টি সংসদের মধ্যে ১৮টিতে তৃণমূল জয়লাভ করে। কিন্তু এই ১৮টিতে নিকাশিনালা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পথবাতির সমস্যা রয়েছে। অথচ তাঁদের এলাকায় কাজ হচ্ছে না। উলটে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের এলাকায় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা, পানীয় জলপ্রকল্প এবং পথবাতির কাজ করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের ব্লক সভাপতির দ্বারস্থ হয়েছেন দলের কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য।

বিজেপির স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আশারু চিকবড়াইকের বক্তব্য, 'কাজগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে হয়েছে। রাজ্য সরকারের ফান্ডে কোনও কাজ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় রাস্তার কাজ হয়েছে। সাংসদ তহবিল থেকে পথবাতি বসানো হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ কাজই তো তৃণমূলের সংসদেই করা হয়।'

নকশালবাড়ির তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জগবন্ধু বর্মন বলেছেন, 'আমাদের এলাকায় চারটি রাস্তা বেহাল। কৃষিনালাগুলির অবস্থাও তথৈবচ। রয়েছে পানীয় জলের হাহাকার। এসব সমস্যা আমরা মৌখিকভাবে প্রধান, সভাধিপতিকে জানিয়েছি।' একই কথা জানালেন গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ত সঞ্চালক মহম্মদ কালামও।

এদিকে, দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের ক্ষোভের আঁচ পেয়েছেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়। তিনি বলেছেন, 'তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের এলাকাগুলিতে যাতে দ্রুতগতিতে কাজ হয় তা নিয়ে আমরা খুব শীঘ্রই সভাধিপতির সঙ্গে আলোচনায় বসব।'

আজমাবাদ বাগানে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। -সংবাদচিত্র

> আজমাবাদ চা বাগান অনেকটাই পিছিয়ে পড়া এলাকা। সাংসদ, বিধায়ককে একাধিকবার বলা হলেও এই গ্রামের জন্য এক টাকাও বরাদ্দ করেননি। তাই রাস্তার কাজ যাতে মহকুমা পরিষদ থেকে করা হয়, সেজন্য আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম। বাকি সংসদের সমস্যাগুলিও আমরা ওপরমহলে জানাব।
>
> **বিশ্বজিৎ ঘোষ,** *উপপ্রধান, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

মহিলা ক্যারাটে প্রশিক্ষককে কটূক্তি

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : মহিলা ক্যারাটে প্রশিক্ষককে কটূক্তির অভিযোগ উঠল একদল তরুণের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করায় পালটা চড়াও হল অভিযুক্তরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘা যতীন কলোনির পার্বতী ঘাট লাগোয়া এলাকায়। ওই ক্যারাটে প্রশিক্ষকের কথায়, 'স্থানীয় ক্লাবে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় আমি প্রতি রবিবার এক ঘণ্টা ঘাট এলাকার একপাশে ছোটদের প্রশিক্ষণ দিই। কয়েকদিন ধরে কিছু ছেলে আমাদের কটূক্তি করে যাচ্ছে।' এদিন কটূক্তির প্রতিবাদ করলে ওই তরুণরা পালটা চড়াও হয় বলে অভিযোগ প্রশিক্ষকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় পরে প্রধাননগর থানার পুলিশ সেখানে আসে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিকে, ওই ঘাট এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ ক্রমে বেড়ে চলেছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কাউন্সিলার মুন্সী নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা এখানে পুলিশের নজরদারির জন্য ঘর করেছিলাম। যদিও এখন পর্যন্ত কোনও পুলিশকর্মী দেওয়া হল না। পুরনিগমে বলেও কোনও কাজ হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'এই ঘাট এলাকায় ব্রাউন সুগারের রমরমা। স্কুল পড়ুয়ারাও অনেকসময় চলে আসছে। পুরনিগমকে এব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার কথা বলা হলেও কারও কোনও হেলদোল নেই।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'উনি নিজেও তো পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আমরা এব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি। উনিও বলুন।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'ওখানে স্থায়ীভাবে পুলিশকর্মী মোতায়েন না করা হলেও নিয়মিত আমাদের নজরদারি চলে।'

অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা পার্বতী ঘাটে

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ওই প্রশিক্ষক আসার আগেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু করে তরুণরা। এরপর প্রশিক্ষক এসে প্রতিবাদ জানালে তরুণরা তাঁর ওপর চড়াও হয়। গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে শুরু করলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা পুলিশে ফোন করেন। প্রধাননগর থানার পুলিশ সেখানে আসে। অর্চনা দাস নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'যেভাবে এখানে প্রশিক্ষণে বাধা দেওয়া হচ্ছে, ঝামেলা পাকানো হচ্ছে তা উদ্বেগের। এরপর আর এখানে ছেলেকে নিয়ে আসব কি না, তা ভাবতে হবে।'

বাজেয়াপ্ত

দার্জিলিং, ২৭ এপ্রিল : শনিবার মধ্যরাতে সোনাদা রেলস্টেশনের কাছে একটি ভাড়ার গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। দুজনকে গ্রেপ্তারও করে। পুলিশ জানিয়েছে, কার্সিয়াংয়ের দিক থেকে দার্জিলিংগামী একটি গাড়িকে স্টেশনের কাছে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালানো হলে প্রচুর নিষিদ্ধ ট্যাবলেট ও নগদ ২০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের রবিবার আদালতে তুলে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পেটের তাগিদে

বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ির পথে। রবিবার ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

বাগজান নদীতে স্নানে নেমে মৃত্যু ছাত্রের

ময়নাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জ্যাঠতুতো দাদার সঙ্গে বাগজান নদীতে স্নানে নেমে মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। আগামী বছর ঋত্বিক রায় নামে বছর আঠারোর ওই পড়ুয়ার উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ময়নাগুড়ির আনন্দনগরপাড়ায়। বাগজান নদীতে তলিয়ে মৃত্যুর ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। বছর দুয়েক আগে বাগজান নদীতে শুভাশিস দে নামে আনন্দনগরপাড়ারই নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছিল। একের পর এক দুর্ঘটনার জেরে বিপজ্জনক নদীঘাট চিহ্নিত করে স্নান করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ময়নাগুড়ি পুরসভার তরফে বোর্ড লাগানো হয়। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই এদিন স্নানে নেমেছিল দুই ভাই। বিপজ্জনক নদীঘাটে নজরদারির অভাবে বারবার দুর্ঘটনা ঘটায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুরসভার ভূমিকা। শুধু নিষেধাজ্ঞার বোর্ড লাগিয়েই পুরসভা দায় এড়াচ্ছে বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গত দশ বছরে বাগজান ও জরদা নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। পুরসভার তরফে বাগজানের ঘাটটিকে বিপজ্জনক নদীঘাট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কর ফাঁকি দিয়ে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা

শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : কর ফাঁকি দিয়ে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা চালানোর অভিযোগে রবিবার এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করলেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা। ধৃত শ্যামবাবু প্রসাদ মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের বাসিন্দা। অভিযোগ, নেপাল হয়ে চোরাপথে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা শ্যামবাবুর কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। শনিবার গোয়েন্দারা তাঁর তুম্বাজোতের বাড়ি ও হিলকার্ট রোডের দুটি দোকানে অভিযান চালান। তিন জায়গা থেকে বাজেয়াপ্ত করা মুদ্রার মোট মূল্য ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৬২ টাকা। এদিন সকালে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃতের বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের পাশাপাশি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসেরও ব্যবসা রয়েছে। অভিযোগ, শ্যামবাবু বিভিন্ন দেশের মুদ্রা 'রিসিভ' করতেন। এরপর তার দাম বাড়িয়ে বিক্রি করতেন তিনি। অভিযুক্তের বাড়ি থেকে ভারতীয় মুদ্রায় ৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি ১ হাজার ৪৩টি বিদেশি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে থাইল্যান্ড, হংকং, ইউনাইটেড কিংডম, সৌদি আরব, কাতার, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কানাডা, আমেরিকা, বাংলাদেশের মুদ্রাও রয়েছে। এর বাজারমূল্য ২২ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৩৪ টাকা। তাঁর হিলকার্ট রোডের একটি দোকান থেকে ৬০৫টি বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে। বাজারমূল্য ৫১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৬৪ টাকা। একই সঙ্গে ২৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ২০০ টাকাও মিলেছে। অন্য একটি দোকান থেকে মিলেছে ১২ লক্ষ ৫০০ টাকা। অভিযুক্তকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক ধৃতের তিনদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফে লাইসেন্স দেওয়া হয়। লাইসেন্স দেওয়ার প্রধান শর্ত হল, প্রতিদিনের লেনদেনের হিসেব কেন্দ্র সরকারের নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে হবে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আইনজীবী রতন বণিক বলেন, 'ওই ব্যবসায়ী গত শুক্রবার পোর্টালে হিসেব আপলোড করেছিলেন। কিন্তু শনিবার যখন গোয়েন্দারা ব্যবসায়ীর বাড়ি ও দুই অফিসে হানা দেন তখন দেখা যায়, পোর্টালে আপলোড করা হিসেবের বাইরে বিপুল বিদেশি মুদ্রা তাঁর কাছে মজুত রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে শ্যামবাবু স্বীকার করেছেন, নেপাল হয়ে বিদেশি মুদ্রা নিয়ে আসা হত। এই কারবারে নেপালের কয়েকজনের নাম বলেছেন তিনি। ৩০ এপ্রিল অভিযুক্তকে ফের আদালতে তোলা হবে।'

> শ্যামবাবু স্বীকার করেছেন, নেপাল হয়ে বিদেশি মুদ্রা নিয়ে আসা হত। এই কারবারে নেপালের কয়েকজনের নাম বলেছেন তিনি। ৩০ এপ্রিল অভিযুক্তকে ফের আদালতে তোলা হবে।
>
> **রতন বণিক,** *আইনজীবী*

পর্যটক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের রবিবার উদ্ধার করা হল। এদিন গুরুদোংমার, ডোংখা পাস হয়ে পর্যটকদের পৌঁছে দেওয়া হয় চুংথাংয়ে। সেখান থেকে সাংকালান হয়ে মংগন পৌঁছায় পর্যটকদের ১২৮টি ছোট গাড়ি। মংগন জেলা প্রশাসনের তরফে প্রায় ছ'শো পর্যটককে এদিন গ্যাংটক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের জেরে চুংথাং-লাচুং এবং চুংথাং-লাচেন সড়কের বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামে। পাশাপাশি কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। লাচেন এবং লাচুং মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার পর্যটক আটকে পড়েন। শেষ পর্যন্ত উত্তর সিকিমে বেড়াতে যাওয়া সমস্ত পর্যটককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে সিকিম প্রশাসন। এদিকে, এখনও সড়কের পরিস্থিতি অনুকূল নয়। তাই পারমিট ইস্যু বন্ধ রাখা হয়েছে। সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী টিটি ভুটিয়া জানান, 'রাস্তার মেরামত শেষ হলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। তার পর পারমিট ইস্যুর বিষয়টি নিয়ে ভাবা হবে।'

দুরন্ত শৈশব।। মাল নদীতে অ্যানি মিত্রের ক্যামেরায় তোলা। রবিবার।

ধৃত আরও এক

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ এপ্রিল : বিএসএফের ওপর হামলা চালানোর ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তকে চটহাট থেকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসিদেওয়া থানা। ধৃত মহম্মদ কামরুল (৩২) মুড়িখাওয়ার বাসিন্দা। ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। এদিন তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিমলের সঙ্গে স্থানীয়দের বিরোধ

দখলের অভিযোগে আজ তদন্ত

বাগডোগরা, ২৭ এপ্রিল : বালাসন নদীর চর দখলের অভিযোগ ওঠে র‍্যাশন ডিলারের বিরুদ্ধে। শনিবার তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় নিমাইজোতের খালবস্তিতে। নদীর চর আদৌ দখল হয়েছে কি না, সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সোমবার এলাকা পরিদর্শনে যাবে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন।

এই বিষয়ে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, সরকারি জমি কিংবা নদীর চর দখলমুক্ত করতে হবে। কেউ দখল করলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। তারপরেও কিছু অসাধু লোক এই ধরনের অবৈধ কারবার চালাচ্ছে। এসব মেনে নেওয়া যায় না।'

সহ সভাপতির সংযোজন, 'খালবস্তির বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, র‍্যাশন ডিলার বিমল রায় বালাসন নদীর চর দখল করে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিচ্ছেন। অভিযোগ সত্যি কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা ওই এলাকা পরিদর্শন করে নবান্নতে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত জানাব।'

মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'সোমবার পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ওই এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে। সময় পেলে আমিও যেতে পারি। নদীর চর দখল করা হয়েছে কি না সেটা বিএলআরও বলতে পারবেন।' বিশ্বজিতের দিকে বল ঠেলে দিলেও ক্লেমেন্ট সি ভুটিয়া সাফ বলেছেন, 'আমাকে জলপাইগুড়িতে বদলি করা হয়েছে। তাই আমি কিছু বলতে পারব না।'

বিমলের বিরুদ্ধে র‍্যাশন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে বহুবার। বিএলআরও অফিসে হাত করে নদীর চরে ক্র্যাশার বসানোরও অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে খালবস্তিতে নদীর চর দখল করাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘাতে জড়ান বিমল। যদিও বিমল দাবি করেন, ওই জমি নদীর চর নয়, তাঁর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মদনমোহন বর্মন অভিযোগ করে বলেন, '১৮ বিঘার বেশি জমি বিমল দখল করে নিয়েছেন।'

এ নিয়ে বিবাদ বাধে। বিমলের মাথায় আঘাত লাগে। তিনি ১২ জনের বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিমলের বিরুদ্ধেও স্থানীয়রা শনিবার থানায় বিক্ষোভ দেখিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। প্রশাসনের এলাকা পরিদর্শনের পর এই ঘটনার জল কতদূর গড়ায়, সেদিকেই আপাতত নজর দুই পক্ষের।

চাম উৎসব দেখতে পর্যটকদের ভিড়

দার্জিলিং, ২৭ এপ্রিল : সোনাদার তাসি চোলিং গুম্ফায় ছয়দিনব্যাপী চাম উৎসব এবং পুজোপাঠের অনুষ্ঠান রবিবার শেষ হয়েছে। এদিন রঙিন পোশাক এবং মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন করেন উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা। উৎসবের আনন্দে মাতেন পর্যটকরাও। ৯ বছর ধরে এই উৎসব আয়োজিত হচ্ছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

আপার সোনাদার তাসি চোলিং মঠে ২৩ থেকে ২৭ এপ্রিল চাম নৃত্য ও পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। রীতি মেনে এই পুজো অষ্টম গুরু মহাপালকে উৎসর্গ করা হয়। তাঁদের প্রধান সন্ন্যাসী রাবগে চাম্বালার মতে, '২৪ এবং ২৫ এপ্রিল ভোর ৩টা ৩০ থেকে মঠের ভেতরে চামপুজো বা নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার শেষ দিনে চাম নৃত্য ও মহাকালপুজো হয়েছে।'

সর্বোচ্চ পদমর্যাদার সন্ন্যাসী ধ্বংসে রিম্পোচে সকল ভক্তের দীর্ঘায়ু, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য ওয়াং (প্রসাদ) বিতরণ করেন এবং চাম সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

দার্জিলিং যাতায়াতের পথে এদিন প্রচুর পর্যটক এই উৎসব ও নৃত্য দেখতে সোনাদায় নেমে পড়েন। অনেকেই তা ক্যামেরাবন্দি করেন। এদিন পরিবারের সকলকে নিয়ে আসানসোল থেকে দার্জিলিং আসছিলেন আশিস দুলে নামে এক পর্যটক। উৎসব দেখে পথে দাঁড়িয়ে পড়েন। তিনি বললেন, 'প্রথমে আমরা ভিড় দেখে দাঁড়িয়েছিলাম। পরে দেখি, অন্যরকম পোশাক পরে নাচগান হচ্ছে। তাই কৌতূহলবশত নেমে গুম্ফায় ঘুরে উৎসবের ইতিহাস জানার চেষ্টা করলাম। ভীষণ সুন্দর। এভাবে নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ধরে রাখা প্রশংসনীয়।'

তাসি চোলিং গুম্ফায় চাম উৎসবে মুখোশ পরে নৃত্য। রবিবার সোনাদায়। ছবি : মৃণাল রানা

> প্রথমে আমরা ভিড় দেখে দাঁড়িয়েছিলাম। পরে দেখি, অন্যরকম পোশাক পরে নাচগান হচ্ছে। তাই কৌতূহলবশত নেমে গুম্ফায় ঘুরে উৎসবের ইতিহাস জানার চেষ্টা করলাম।
>
> **-আশিস দুলে**
> *পর্যটক*

দু'বছরেও বিচার পেল না মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : যেন চোখের পলকে দুবছর অতিক্রান্ত। ২০২৩ সালের এই দিনের অভিশপ্ত রাতেই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন নিরাপরাধ মৃত্যুঞ্জয়। আজও সেই মৃত্যুর বিচার চেয়ে আদালতের দিকে তাকিয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং স্ত্রী। স্বামীকে হারিয়ে দুই বছর পরেও গৌরীর কানে সেদিনের গুলির আওয়াজ বাজে। চকোলেটের বায়না আর করে না মৃত্যুঞ্জয়ের ছোট ছেলে। রাধিকাপুর অঞ্চলের চাঁদগাঁওয়ের বর্মন পরিবারের চোখের জল আজ শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয়কে এভাবে হারানোর ক্ষত এখনও শুকায়নি তাঁর পরিজনদের কাছে।

রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিস্থলে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা রবীন্দ্রনাথ বর্মন। যন্ত্রণাভরা গলায় বৃদ্ধের অভিব্যক্তি, 'ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তের

মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিস্থলে যজ্ঞ। রবিবার কালিয়াগঞ্জে।

নাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। কই অভিযুক্ত তো গ্রেপ্তার হল না। মামলার গতিপ্রকৃতি ঠাওর করতে পারছি না। তবে কি ছেলেটা আমার বিচার পাবে না?'

এই মুহূর্তে বিধানসভার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর চেষ্টায় বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার কক্ষে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছেন মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী গৌরী। তবে, ছেলের লেখাপড়ার জন্য শিলিগুড়িতে থাকেন তিনি। ক্লেশভরা কণ্ঠে জানালেন, 'সবই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বিচার উনি করবেন।'

এদিন শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। তাঁর বক্তব্য, 'আমার একটাই চেষ্টা থাকবে যাতে, মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার সঠিক বিচার পায়।' উল্লেখ্য, দুবছর আগে এক নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ। সেসময় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জনতা কালিয়াগঞ্জ থানায় ভাঙচুর চালায়। অগ্নি সংযোগ করে। একাধিক পুলিশ জনতার মারের শিকার হন। তারপর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। সেসময় গভীর রাতে পুলিশি অভিযানে গ্রামের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন কালিয়াগঞ্জ থানায় কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিচারের আশায় এখনও দিন গুনছে বর্মন পরিবার।

গোরু চুরি

চোপড়া, ২৭ এপ্রিল : চোপড়া থানার ফ্যাক্টরি মোড় এলাকায় শনিবার রাতে নাজিবুল হকের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায় গোরু। নজিবুল রবিবার চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মান অভিমান।। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ভুয়ো সরকারি নথি দেখিয়ে টাকা আদায়, গ্রেপ্তার গ্রুপ-ডি কর্মী

চাকরি কিনতে গিয়ে প্রতারিত

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৭ এপ্রিল : চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের এক গ্রুপ-ডি কর্মী সাজিদ আলম। সেই ঘটনায় চাঞ্চল্যকর সব তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে।

আধিকারিকের সই জাল করে দপ্তরের স্ট্যাম্প মেরে হুবহু সরকারি নথি বানিয়ে টাকা নেয় সাজিদ। গত ২৩ এপ্রিল এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মহম্মদ নাইয়ার আলম। শনিবার সাজিদকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অভিযোগকারী নাইয়ারের দেওয়া নথি অনুযায়ী, ২০২২ সালের ২৫ জুন একটি বিজ্ঞপ্তিতে তিনজন পেশকার এবং তিনজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের জন্য ছয়জনের নাম রয়েছে। ওয়েটিং লিস্টে নাম রয়েছে চারজন চাকরিপ্রার্থীর। সেই নথিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সই এবং স্ট্যাম্প রয়েছে।

এরপর ২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আরও একটি নথিতে মেমো নম্বর, মহকুমা শাসকের দপ্তরের স্ট্যাম্প, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সই, স্ট্যাম্প সহ পেশকার পদে মহম্মদ শাহনাওয়াজ আজম নামে এক চাকরিপ্রার্থীর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পর কম্পিউটার টেস্ট হওয়ার কথা লেখা রয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের আরও একটি নথিতে জেলা শাসকের সই করা নির্দেশপত্রে সেই শাহনাওয়াজ নামে চাকরিপ্রার্থীর অস্থায়ী পেশকার পদে ২৬,৬৫৩ টাকা বেতনের চাকরি দেওয়ার কথা লেখা রয়েছে। কিন্তু সমস্ত নথি ভুয়ো বলে দাবি করেন শাহনাওয়াজের জামাইবাবু নাইয়ার।

নাইয়ার বলেন, '২০২০ সালের শেষের দিকে সাজিদ আমাকে মহকুমা শাসকের দপ্তরের একটি চাকরির নোটিশ দেখিয়েছিল। সেখান থেকেই আমার বিশ্বাস হয় এবং সে শ্যালককে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে। এরপর একের পর এক সরকারি নথি দেখিয়ে সে আমার এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে ১১ লক্ষ টাকা নেয়।'

এরপর সাজিদ নাইয়ারকে জেলা শাসকের সই করা নির্দেশপত্র দেয়। সেটা নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে নাইয়ার জানতে পারেন, এমন কোনও চাকরির পদই নেই। অভিযোগকারীর কথায়, 'তারপর আমি সাজিদের কাছে টাকা ফেরত চাই। সে আমাকে টাকা ফেরত দেবে বলেও দেয়নি। তাই থানায় অভিযোগ জানাই।'

ঘটনায় নাইয়ারের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন উঠছে। কেউ টাকা নিয়ে চাকরি পাইয়ে দেবে বলল, আর তিনিও টাকা দিয়ে দিলেন। এভাবে টাকা দিয়ে চাকরি কেনা যায়? তিনি নিজেও তো 'পাপের' ভাগীদার হয়ে গেলেন! এ ব্যাপারে অবশ্য তিনি পাশ কাটানো উত্তর দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। পুলিশ তদন্ত করে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে।'

সাজিদ প্রতারণার ফাঁদ পাতা শুরু করেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। এই ফাঁদে ঠিক কতজন পা দিয়েছেন, তার কোনও হিসেব এখনও পর্যন্ত নেই। সকলেই যে ঘুষ দিয়ে চাকরি পেতে চেয়েছিলেন, এ ব্যাপারেও কোনও দ্বিধা নেই। সাজিদের বিরুদ্ধে দুই বছর আগেও চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ করেছিলেন কয়েকজন তরুণী। সেই সময় তাকে করণদিঘিতে বদলি করা হয়। তার কয়েকমাস পর সে পুনরায় ইসলামপুরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে চলে আসে। ফের ফাঁদ পাতা শুরু করে সাজিদ।

নতুন করে অভিযোগ উঠতেই প্রশাসনের ভূমিকাতেও প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাচ্ছে। এই কর্মীর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও কেন তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন? তাহলে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে? উত্তর জানতে মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনাকে ফোন এবং ম্যাসেজ করা হলেও তিনি জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে সন্দেহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশের তদন্তে কী উঠে আসে।

ধৃত সাজিদ আলম।

"সাজিদ আমাকে মহকুমা শাসকের দপ্তরের একটি চাকরির নোটিশ দেখিয়েছিল। সেখান থেকেই আমার বিশ্বাস হয়। এরপর একের পর এক সরকারি নথি দেখিয়ে সাজিদ আমার এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে ১১ লক্ষ টাকা নেয়।
-মহম্মদ নাইয়ার আলম, *প্রতারিত*

বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকেছে বিডিও অফিসের

ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের সীমানা প্রাচীরে বিজ্ঞাপন।

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ এপ্রিল : 'ভাবি আমার মুখ দেখাব, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে এলে মনে হতেই পারে সেই বিখ্যাত কবিতার কথা। প্রশাসনিক অনুমতির তোয়াক্কা না করেই বেসরকারি বিজ্ঞাপনে ঢেকে গিয়েছে ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের দেওয়াল। বেসরকারি স্কুল থেকে ব্যথায় মালিশের জন্য কবিরাজি তেল, কী নেই সেই বিজ্ঞাপনে! শুধু দেওয়াল নয়, অফিসের সামনে থাকা গাছেও একেবারে পেরেক গেঁথে টাঙানো হচ্ছে ফ্লেক্স। অভিযোগ, এসব নিয়ে হুঁশ নেই প্রশাসনের। এই পরিস্থিতি অবশ্য দীর্ঘদিনের।

স্থানীয় বাসিন্দা অনিল ঘোষ বলেন, 'সরকারি অফিসের দেওয়াল এভাবে বেসরকারি বিজ্ঞাপনে ঢাকা পড়বে, এটা মোটেও কাম্য নয়। কিন্তু এই ছবিটা প্রশাসনের লোকজনের জানা নেই, তা বিশ্বাস হয় না।'

কার্যত ফাঁসিদেওয়ার বিডিও অফিস বেসরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়ার উপযুক্ত জায়গা হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে শুরু করে বিডিও অফিস, হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দেওয়ালগুলি এতদিন সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজে ব্যবহার হত। এখন বেসরকারি কোম্পানি মুনাফার জন্য প্রচারের কাজে সেই দেওয়ালই ব্যবহার করছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই ছবিটা বদলানোর জন্য কেন প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না? পরপর বেসরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে বিডিও অফিসের প্রধান গেটের সঙ্গে লাগানো দেওয়ালটিতে। ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা যাতায়াত করার সময় বিষয়টি নজরে পড়ার কথা। তবে কেন তাঁদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে বিষয়টি, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে জানতে চেয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসকে বিকেল ৫টা ২৯ মিনিট নাগাদ ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। পরে ৫টা ৩৩ মিনিট নাগাদ হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে বিষয়টি জানতে চাওয়া হলেও তিনি কোনও উত্তর দেননি।

ফাঁসিদেওয়া

তবে বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস প্রতিক্রিয়া দিতে না চাইলেও ফাঁসিদেওয়ার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়েই আছে পঞ্চায়েত সমিতির অফিস। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা বলেন, 'বিজ্ঞাপন লাগানো হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তবে তার জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। সংস্থা বা কোম্পানিগুলি যদি স্পেস কিনে তারপর বিজ্ঞাপন দেয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের ফান্ড বাড়বে।' সোমবার বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি আরও বলেন, 'বিজ্ঞাপনদাতারা জায়গাগুলি কিনতে চান কি না তা জানতে চাওয়া হবে। নাহলে বেসরকারি বিজ্ঞাপন সরিয়ে সেই জায়গায় সরকারি প্রকল্পের বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে।'

চা শ্রমিকদের পাশে সিপিআই

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : টি ট্যুরিজমের জন্য চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বিভিন্ন বাগানের চা শ্রমিকরা। এই প্রতিবাদে চা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াল সিপিআই। রবিবার এই দলের শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি তরাইয়ের বিভিন্ন চা বাগানে ৫ মে ধর্মতলা সমাবেশের প্রচার করে। ঘোষপুকুরের কমলা চা বাগান, শচীন্দ্র চা বাগান, থানঝোরা চা বাগান ও ফুলবাড়ি চা বাগানে প্রচার চলে। চা শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

এআইটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পার্থ মৈত্র বলেন, 'টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কাজ শুরু করেছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। চা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মতলায় সমাবেশ হবে।' ২০ মে দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের জন্যও এদিন বাগানগুলিতে প্রচার করা হয়।

ব্যাগ ছিনিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীর

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : ফের ছিনতাই নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায়। রবিবার ভরদুপুরে ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড়ে বাইক নিয়ে এক দুষ্কৃতী পথচলতি এক মহিলার ব্যাগ ছিনতাই করে পালায়। ব্যাগে নগদ ছাড়াও আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ বহু প্রয়োজনীয় নথি ছিল। ব্যাগটির মালিক পূর্ব ধনতলার বাসিন্দা অণিমা দাস। তাঁর হাত থেকেই ছিনতাই হয়েছে।

যদিও পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন-১) রাকেশ সিং ফোনে সাড়া দেননি। অন্য এক আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগ জমা না পড়লে আমাদের কিছু করার নেই। অভিযোগ অনুযায়ী প্রত্যেকটি ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।' কার্যত ছিনতাইয়ের অভিযোগ এড়িয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এই প্রথম নয়, নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় একের পর এক চুরি, ছিনতাই হয়ে চলেছে। গত কয়েক সপ্তাহে শুধু ফুলবাড়ি এলাকাতেই প্রায় ২০টি চুরি হয়েছে। বেশিরভাগ চুরির কোনও সুরাহা হয়নি। ফলে পুলিশের সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘরে ফেরার পালা। গোপালধারা চা বাগানে মহিলা শ্রমিকরা। -সংবাদচিত্র

দলিল জালিয়াতিতে ধৃত অস্থায়ী কর্মচারী

চোপড়া, ২৭ এপ্রিল : 'একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর!' চোপড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার (বিএলএলআরও) অফিসে দালালচক্র সক্রিয় বলে অভিযোগ ছিলই। ওই চক্রের বিরুদ্ধে জমিজমার রেকর্ড, দলিল জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। এবার একই অভিযোগে কাঠগড়ায় চোপড়ার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস। এই অফিসের একজন চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী কর্মী এখন দলিল জালিয়াতিতে অভিযুক্ত।

সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের অভিযুক্ত ওই কর্মীর নাম ভাস্কর পাল। চোপড়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে দলিল জাল করার কথা স্বীকার করেছে ভাস্কর। আসল দলিলের স্ট্যাম্প নম্বর, সিরিয়াল নম্বর সহ জরুরি তথ্য পালটে সে নকল দলিল বানাত। তবে শেষরক্ষা হয়নি। দলিল দেখে সন্দেহ হওয়ায় সাব-রেজিস্ট্রারের অভিযোগে গত ১৭ এপ্রিল ভাস্করকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

চোপড়ায় ভূমি দপ্তরে সক্রিয় দালালচক্র

ওই জালিয়াতিতে আরও কেউ জড়িত কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সদর চোপড়ার বাসিন্দা ভাস্কর এখন পুলিশ হেপাজতে। ভাস্করের বাবাও ওই অফিসের অস্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর ভাস্কর অস্থায়ী কর্মী হিসেবে চাকরি পায়। ভালো ব্যবহারের জন্যে তার সঙ্গে অন্য কর্মীদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সহকর্মীদের ধারণা, টাকার লোভ সামলাতে না পেরে জাল দলিল তৈরির চক্রে যুক্ত হয়ে পড়ে সে।

বিএলএলআরও অফিসের কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, দপ্তরে দালালচক্র অত্যন্ত সক্রিয়। এমনকি জমিজমা সংক্রান্ত শুনানির জাল নোটিশ বানিয়ে অসাধু চক্রটি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। জমির দলিল, রেকর্ড নকল করা যেন জলভাত। এনিয়ে গোলমাল প্রায়ই হয়।

প্রস্তুতি বৈঠক

চোপড়া, ২৭ এপ্রিল : আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বৈঠক হল রবিবার। পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে এই বৈঠকে ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শেখর দাস, শ্রমিক ইউনিয়নের উত্তর নেতা দীপক রায় প্রমুখ। আগামী ৫ মে সংগঠনটি শিলিগুড়িতে পিএফ অফিস ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে। এদিন তারই প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে।

কাকাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

ধূপগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : শনিবার রাতে সটান ধূপগুড়ি থানায় হাজির বছর ষোলোর এক কিশোরী। পুলিশের কাছে তার অভিযোগ, দুই কাকা মিলে তাকে ধর্ষণ করার পাশাপাশি তার শ্লীলতাহানিও করেছে। নাবালিকার

বকুনির জের?

মুখে এমন গুরুতর অভিযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত দুই কাকাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে, সেই কিশোরীর অভিযোগ নিয়েও দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা। তার মা থেকে শুরু করে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও দাবি, এসব মিথ্যা অভিযোগ। বাড়ির লোকজনের ওপর রাগ করে নাকি বানিয়ে বানিয়ে এমন অভিযোগ দায়ের করেছে সে। ঘটনাটি ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার।

এব্যাপারে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।'

এবার প্রশ্ন উঠছে, অভিযোগ যদি মিথ্যাই হয়, তবে সেই কিশোরী এমন কাণ্ড ঘটাল কেন? পরিবারের সদস্যদের দাবি, ঠাকুরদার কাছে বকুনি খেয়ে অভিমানে দুই কাকার নামে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছে সে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা গত দুইদিন ধরে বাড়িতে ছিল না। বাড়ির কাউকে না জানিয়েই ময়নাগুড়িতে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সে শনিবার বিকেলে বাড়িতে ফিরেছে। তখনই ঠাকুরদা নাতনিকে বকুনি দিয়েছেন। এভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ির বাইরে থাকা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাতেই নাকি অভিমানে ফুঁসছিল নাবালিকা। রাতেই দুই বান্ধবী ও এক বন্ধুকে নিয়ে থানায় হাজির হয়। নাবালিকা একাই থানার ভেতরে ঢুকে পুলিশকে প্রথমে মৌখিকভাবে জানায় যে, তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। পরে নাবালিকাকে এক মহিলা পুলিশ আধিকারিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো ঘটনা জানতে চাওয়া হয়। কিশোরী জানায়, দুই বছর আগে কাকারা তাকে ধর্ষণ করেছে। বর্তমানে নানাভাবে তার শ্লীলতাহানি করছে। এরপর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

কটাক্ষ তৃণমূলের

ঘরে ত্রিশূল রাখার আহ্বান আনন্দর

নকশালবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : হিন্দুদের ঘরে ঘরে ত্রিশূল এবং তলোয়ার রাখার আহ্বান জানিয়ে বিতর্কে জড়ালেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। রবিবার বিজেপির হাতিঘিসা মণ্ডলের পক্ষ থেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, 'গোটা বাংলায় বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তাই হিন্দুদের আত্মরক্ষার স্বার্থে ঘরে ঘরে তলোয়ার এবং ত্রিশূল রাখতে হবে।' রাজ্য সরকারের শিক্ষা দুর্নীতি, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গ টেনে পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক। তাঁর কথায়, 'বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি নিয়ে টানাটানি চলছে।' যদিও আনন্দর বক্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসকদল তৃণমূল।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'বিজেপি শুধু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। তাদের মুখে উন্নয়নের কথা শোনা যায় না। আমি বিজেপির বিধায়ককে চ্যালেঞ্জ করছি, এলাকার উন্নয়ন নিয়ে সরাসরি আমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে। গত চার বছরে তিনি কী কাজ করেছেন, আর আমরা তিন বছরে কী কী কাজ করেছি, জনসাধারণের সামনে তা তুলে ধরব।' মন্দির থেকে সোনা চুরির ঘটনায় বিজেপি নেতা শ্যামল রায় গ্রেপ্তার হতেই এলাকায় দুই ফুলের মধ্যে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে।

জমি বিবাদে সংঘর্ষ

ইসলামপুর ও শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হলেন বেশ কয়েকজন। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার পণ্ডিতপোঁতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনায় দুই পক্ষের ১২ জন আহত হন। আহতদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খবর লেখা পর্যন্ত দুই পক্ষই থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি।

অন্যদিকে, জমি দখলের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম হাকিম রহমান, সে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার বাসিন্দা। অভিযোগ, হাকিম দীর্ঘদিন ধরে আমাইদিঘির বাসিন্দা মুরশিদ আলি খানের জমি দখল করে রেখেছিল। এ নিয়ে গত শনিবার দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ হয়। রবিবার তাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

প্রত্যাহার

চোপড়া, ২৭ এপ্রিল : চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মীর বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হল রবিবার। গত লোকসভা নির্বাচনে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে পাঁচজনকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করে শাসকদল। ঠিক কেন বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হল, তা অবশ্য জানা যায়নি।

মাছের আঁশে নেলপালিশ, ফুড সাপ্লিমেন্ট

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল : সবে উঠোনটা ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করেছেন, হঠাৎ এক হতচ্ছাড়া কাক কোত্থেকে যেন এক প্যাকেটভর্তি মাছের আঁশ ঝপ করে ফেলল আপনার বাড়ির উঠোনে। ব্যস, গিন্নিমা তো রেগে কাঁই। গজগজ করতে করতে ঢেলে দিলেন এক বালতি জল। হতেই থাকে এরকম, তাই না!

তবে এখন থেকে আঁশবৃষ্টি হলে আর রাগ করার প্রয়োজন নেই। সেই আঁশ বিক্রি করে লাখপতি হতে পারেন আপনিও। ফুড সাপ্লিমেন্ট থেকে শুরু করে নেল পেন্ট, এমনকি রকমারি চুমকি তৈরির ক্ষেত্রেও কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগছে মাছের আঁশ। বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর মাছের আঁশ বিক্রি করেই আয়ের নতুন পথ

আত্রেয়ী নদীর তীরে আঁশ শুকাচ্ছেন মৎস্যজীবী। -সংবাদচিত্র

খুঁজে পেয়েছেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা।

নদীর পাড়েই সার দিয়ে শুকাচ্ছে মাছের আঁশ। তারপরে সেগুলো পাড়ি দিচ্ছে বিদেশের মাটিতে। এরফলে মাছের বাজারও থাকছে পরিষ্কার। আঁশও যে ফেলনা নয়, তা প্রমাণ করছে বালুরঘাটের ধীবর গোষ্ঠী।

কলকাতা থেকে উদ্যোগপতিরা এসে বালুরঘাটের মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে কুইন্টাল কুইন্টাল মাছের আঁশ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। যা একাধিক প্রক্রিয়া পার করে বিভিন্ন কাজের জন্য দেশের বাইরে রপ্তানি হচ্ছে। রবিবার নদীর পাশে শুকোতে দেওয়া মাছের আঁশের যত্ন করতে দেখা গেল মৎস্যজীবী উত্তম সরকারকে। তার মতে, 'এর মাধ্যমে এক বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে পেয়েছি। এক নতুন আয়ের পথ খুলেছে।'

বালুরঘাট

আত্রেয়ী নদীর মাছের স্বাদ নামকরা। নদীর বড় মাছের আঁশও মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থানের হদিস দিচ্ছে। বর্তমানে নদীর পাড়ের প্রায় পাঁচজন মৎস্যজীবী মাছের আঁশ শুকিয়ে বাড়তি আয় করছেন। নদীর পাশে দেখা যাচ্ছে তাঁরা মূলত রুই ও কাতলা মাছের আঁশ শুকাতে দিচ্ছেন। সারাদিন শুকানোর পরে বিকেল নাগাদ তুলে নিচ্ছেন। এভাবে প্রায় ১০ কুইন্টাল শুকনো আঁশ জমা হলে কলকাতা থেকে উদ্যোগপতিরা এসে তা সংগ্রহ করছেন। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রথমে গুঁড়ো করা হয় আঁশগুলোকে।

তারপর পালিশ করা হয় অথবা বিভিন্ন পাউডার লাগিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। শেষে জাহাজে করে তা পাঠানো হয় বিদেশে। সেখান থেকেই তৈরি হয় ফুড সাপ্লিমেন্ট, নেইল পেন্ট, চুমকি, আরও কত কি! ধীরে ধীরে এই কাজের প্রতি অনেকের আকর্ষণ বাড়ছে। প্রতি কুইন্টাল আঁশের দাম চার হাজার টাকা। মৎস্যজীবী শ্যামসুন্দর সরকারের কথায়, 'এতে মাছের বাজার পরিষ্কার থাকছে, আবার আমাদের বাড়তি আয় হচ্ছে।' পরিবেশকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডলের নজরে প্রথমে এই বিষয়টি পড়ে। তাঁর মতে, 'মাছের আঁশে কোলাজেন রয়েছে, যা খাদ্য, ওষুধ, কসমেটিক্স শিল্পে ব্যবহৃত হয়।'

আজ দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী

৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। সেজন্য সোমবারই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ওই এলাকা।

অভিযুক্ত সৎবাবা

মায়ের অনুপস্থিতিতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল সৎবাবার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

স্বামীকে কোপ

পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মেটাতে ডাকা সালিশি সভায় স্বামীকে ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপালেন স্ত্রী। রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

চলবে ঝড়-বৃষ্টি

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিন চলবে ঝড়বৃষ্টি। ৬টি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। বুধবার পর্যন্ত সতর্কতা জারি।

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি আজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের ঘরে-বাইরে অস্থিরতা চলছেই। তারই মধ্যে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি হওয়ার কথা। স্বভাবতই আবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলায় চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত সোমবার এই মামলার শুনানি শুরু হলেও রায় জানা যাবে না। তবুও রবিবার সরকারি মহলের খবর, এ ব্যাপারে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহল।

৭ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই মামলা থেকে সরে যান। ফলে শুনানি পিছিয়ে যায়। মামলা চলে যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে। প্রধান বিচারপতি নতুন করে শুনানির তারিখ সোমবার ঘোষণা করেছেন। এইজন্য নতুন বেঞ্চও গঠন করে দিয়েছেন তিনি। মামলার শুনানি হবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে।

গত ২০১৪ সালের টেট-এর ভিত্তিতে ২০১৬ সালের রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগও হয়। আর সেই নিয়োগ নিয়েই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। শুরু হয় মামলা। ২০২৩ সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে বিজেপি সাংসদ) ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। আর সেই রায়ের বিরুদ্ধেই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে রাজ্য। তারই শুনানি এদিন হওয়ার কথা। আর তাই নিয়েই রাজ্যের শিক্ষামহলে নতুন করে উদ্বেগ, আশঙ্কা, চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে অতিসম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনিতেই বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির পর মামলার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে সরকারি মহলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৪২ হাজার নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের আপিলের পর স্থগিতাদেশ পেয়েছে। এই একই মামলা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ কোন পথে যায় সেদিকে দৃষ্টি রয়েছে রাজ্যের শিক্ষামহলে।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদেরও একাংশের আশঙ্কা, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও যদি প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের রায়কে মান্যতা দেয়, তাহলে সরকারকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। যদিও তা হলে সরকার নিঃসন্দেহে আবার এই বাতিল মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ভিন্নমত

শুভেন্দুর দাবি, নিশ্চিহ্ন করা হোক পাকিস্তানকে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার শুভেন্দু বলেন, 'যেভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে হিন্দু নিধন করা হয়েছে, এর বদলা নিতেই হবে সরকারকে। সমস্ত ভারতবাসী চায় জঙ্গি এবং পাকিস্তান দুটোকেই নিশ্চিহ্ন করে দিক সরকার। পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।'

কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে জেহাদি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যজুড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করল বিজেপি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে এদিন কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারী, বহরমপুর শহরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

কাঁথিতে পহলগাম কাণ্ডে ২৬ জন হিন্দু পর্যটক ও মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত দুই হিন্দু সহ নাগরিকের জন্য মোট ২৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিল হয় উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে শুরু করে স্টার থিয়েটার পর্যন্ত। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, সজল ঘোষ, তমোঘ্ন ঘোষ

> পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

সহ উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা শিবমন্দির থেকে নেতাজিনগর মোড় পর্যন্ত মিছিল হয় বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র নেতৃত্বে। সোনারপুরে মিছিল করেন লকেট।

পাক কাশ্মীর দখল চান অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকি নয়। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার সময় এটা। পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার এটাই প্রকৃত সময় বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত পহলগাম হামলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেও পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার দাবি কেউ তোলেননি। রবিবার অভিষেক এই দাবি তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও অভিষেকের এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'ঘটনার

> এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার।
>
> **-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

পর প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরকার কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানকে যা জবাব দেওয়ার তা কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় দাবি তুলে সস্তায় প্রচার চাইছেন।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, 'কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপকে কংগ্রেস যে সমর্থন করবে তা তাঁরা জানিয়েছেন। এর বেশি আমি কিছু বলব না।'

পহলগামে নিহত ২৮ জনের মধ্যে এরাজ্যের ৩ জন রয়েছেন। ওই পরিবারগুলির পাশে রাজ্য সরকার আছে বলে আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের পাশে তিনি রয়েছেন বলে জানিয়ে দিলেও কী পদক্ষেপ করতে হবে তা নিয়ে মমতা স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু এদিন অভিষেক কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গত কয়েকদিনে আমি সংবাদমাধ্যম ও কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা দেখছি। পহলগামে ওই নজিরবিহীন জঙ্গি হামলার পিছনে যা যা ত্রুটি আছে, তা খতিয়ে দেখার পরিবর্তে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে উপযোগী একটা প্রচার চালাতে বেশি ব্যস্ত। আমাদের এখন এই ধরনের সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার। ব্যাস এটাই।'

বাবা বেবি ও... এসপ্ল্যানেডে রবিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বহিষ্কৃত হয়েই বিস্ফোরক বংশগোপাল

বিজেপির সঙ্গে হাত দলের একাংশের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগ তুললেন সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। দলের মহিলা নেত্রীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদকে বহিষ্কৃত করেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। তারপরেই রবিবার তিনি দাবি করেন, 'দলেরই একাংশ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তৃণমূল আমাকে হয়তো গালিগালাজ করেছে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করেনি। যতটা চক্রান্ত আমার দল আমার বিরুদ্ধে করেছে।'

এদিন দলীয় শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তাঁর অভিযোগ, এক তরুণ নেতার কার্যকলাপ দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়নি দল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বংশগোপাল। তার সংযোজন, 'পার্টির তদন্তে আস্থা রেখেছিলাম। আর আমাকে দল থেকে বহিষ্কারের খবর আমি জানতে পারলাম না। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে হল। তাহলে দলীয় শৃঙ্খলা কোথায়? কলকাতা থেকে এই জেলায় যাঁরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন, তাঁদের সঙ্গে বিজেপির তলে তলে আঁতাত রয়েছে।' তিনি অন্যদলে যোগ দেবেন কি না, সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন,'তৃণমূল, সিপিআই, নকশাল সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। আপাতত সমাজের কাজ করে যাব।'

এদিকে, অভিযোগকারিণী ওই মহিলা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'উনি যা মন্তব্য করছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। আসলে আমাদের দলে সকলে খারাপ নন। বংশগোপালের মতো কয়েকজন রয়েছেন।'

নির্বিঘ্নে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ১ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী এদিন ওএমআর শিট মারফত পরীক্ষায় বসলেন। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রথম পত্রের পরীক্ষা ও দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হয়। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে সারাদিনের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ছিল কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা। পরীক্ষায় ই-চিটিং রুখতে 'রেডিওফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টের' ব্যবহার করার পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের পেনও দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদা ডিভিশন এবং হাওড়া বিভাগের সকল ইএমইউ ট্রেন রবিবার বিকাল ৪টে পর্যন্ত চালানো হয়েছে। পথে বাড়তি সমস্যা সমাধানের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সরকারি বাসের সংখ্যাও এদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গরমে যাতে পরীক্ষার্থীরা অসুস্থ না হয়ে পড়ে, সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের একাধিক রাস্তায় ঠান্ডা জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বীরভূমে দলীয় বৈঠকে সাংসদ শতাব্দী রায় ও অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার। -সংবাদচিত্র

বিতানের বাড়িতে এনআইএ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তভার নিয়েছে এনআইএ। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি নিহতদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চেয়ে নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। রবিবার বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা নিহত বিতান অধিকারীর বাড়িতে যায় এনআইএ-র তিন সদস্যের দল। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে আইজি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করেছে এনআইএ। তাদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে পাওয়া বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিহতদের সঙ্গে ঘটনার সময় যে পরিজনেরা ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। এদিন বিতানের স্ত্রীর থেকে জঙ্গিহানার সময় ঠিক কী কী ঘটেছিল তার বিবরণ জানতে চাওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীর বয়ানও রেকর্ড করা হয়।

শনিবারই এনআইএ-র টিম বাংলায় নিহত পর্যটকদের বাড়িতে যাওয়া শুরু করে। বেহালার বাসিন্দা নিহত সমীর গুহর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। লালবাজারেও খানিকক্ষণের জন্য যায় এনআইএ-র টিম। এদিন বিতানের বাড়িতে পৌঁছেছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পুরুলিয়ায় ঝালদায় নিহত মণীশ রঞ্জনের বাড়িতেও যাবেন তদন্তকারীরা।

পরিবারের পাশে বিএসএফ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাতে আটক হওয়ার পর ৪ দিন কেটে গিয়েছে। তিনবার পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছে বিএসএফ। কিন্তু বিএসএফ জওয়ান হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা পূর্ণমকুমার সাউ এখনও ছাড়া পাননি। পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাত থেকে তিনি কবে ছাড়া পাবেন, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। রবিবারই বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের পদস্থ কর্তারা রিষড়ায় পূর্ণমকুমার সাউয়ের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। বিএসএফ এই পরিবারের পাশে রয়েছে বলে তাঁদের জানায় তারা।

কসবায় সিপিএমের বৈঠকে কামড়াকামড়ি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় শৃঙ্খলাই যেখানে বামপন্থী দলের মূল আদর্শ, সেখানে নেতা-নেত্রীদের কার্যকলাপে ক্রমাগত বিড়ম্বনা বাড়ছে সিপিএমে। রক্তারক্তিতে শেষ হয়েছে কসবায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দলীয় বৈঠক। কারও মাথা ফেটেছে, কারও হাতে সেলাই পড়েছে, আবার কারও কপালে ব্যান্ডেজ পর্যন্ত বাঁধতে হয়েছে। এমনকি জেলা নেতৃত্বকে স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের অশালীন মন্তব্যও শুনতে হয়েছে। এভাবেই কসবায় ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক মাঝপথে ভঙ্গ হয়। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে লাল রক্ত ও ভাঙা জিনিসপত্র। দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও নেতাদের আকচাআকচিতে ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতারা। ইতিমধ্যেই কসবার ঘটনায় অবগত সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে জেলা কমিটির কাছে বিস্তারিতভাবে জানানো হচ্ছে।

শনিবার রাতে ওই এলাকায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক চলছিল। সেই সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা গড়ায় কামড়াকামড়ি পর্যন্ত। আহত হন একাধিক নেতা-কর্মী। এর আগেও কসবায় এরিয়া কমিটির বৈঠকে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক সিপিএম নেতা। সেবার ২০ দিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখতে হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এবার তাঁকে কামড়ানো হয়েছে। বিষয়টি অবশ্য সিপিএমে নতুন নয়। মাস কয়েক আগেই টালিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্মেলনে তরুণ সদস্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জেলা সম্মেলনে নতুন জেলা কমিটি ঘোষণার পর মতপার্থক্যে একদল নেতা-কর্মীদের কমিটি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। এর আগে হুগলি জেলার সম্মেলনে বিবাদের সময় সিপিএম নেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। ফলে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, দল ক্ষমতায় থাকাকালীন নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ দেখা যেত। কিন্তু এখন তুচ্ছ বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছে নেতা-কর্মীদের মধ্যে। দলীয় লাইনচ্যুত হচ্ছেন তাঁরা। যা রীতিমতো বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের। জানা গিয়েছে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জেলা কমিটির কাছে জানানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমি বিষয়টি সম্পর্কে জানি না।' এই বিষয়ে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সোমবার ব্রাত্যর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তা

কালীঘাট অভিযানের ঘোষণা 'অযোগ্য'দের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবাসরীয় সকাল। ঘড়িতে তখন প্রায় ৮টা। আগেই ঘোষিত হওয়া রবিবারের কালীঘাট অভিযান কর্মসূচি তখন স্থগিত করলেন 'অযোগ্য' চাকরিহারারা। তার পরিবর্তে সোমবার এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন? উত্তরে 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম'-এর সদস্যরা বলেন, 'রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে চাকরিপ্রার্থীরা আসবেন। অতি কম সময়ে কালীঘাট অভিযান আয়োজন করা মুশকিল বলেই আমরা সোমবার এই অভিযানের পরিকল্পনা নিয়েছি।' এই কর্মসূচির জন্যই রবিবার রাত থেকে 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের জমায়েত শুরু হয়েছে এসএসসি ভবনের সামনে। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা দুপুর সাড়ে ১২টায় দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের উদ্দেশে পদযাত্রা করবেন। সেই সংক্রান্ত চিঠি তাঁরা ইতিমধ্যেই পুলিশ আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে তাঁদের সোমবারের বৈঠক আদৌ হবে কি না, সেই নিয়ে রবিবার রাত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় রয়েছেন অযোগ্য চাকরিহারারা।

'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬' আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছে রবিবার। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের প্রতিনিধিদল দিল্লিতে আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশন এবং ওকালতনামা স্বাক্ষরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে

গিয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবীদের পরামর্শও তারা নিয়েছে। মঞ্চ জানায়, 'স্বতন্ত্রভাবে যদি কেউ রিভিউ পিটিশন করতে চান তাতে মঞ্চ বাধা দেবে না। তবে পিটিশনারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছড়াচ্ছেন, তাঁদেরকে আমাদের একতা না ভাঙার অনুরোধ করছি।' মঞ্চের মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিদল এদিন নিজেদের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠক করে। জেলাভিত্তিক ক্ষেত্রে ও কলকাতায় শীঘ্রই ওকালতনামা স্বাক্ষর করা শুরু হবে মঞ্চের তরফে । প্রতিটি জেলায় 'যোগ্য' শিক্ষকদের দফায় দফায় বৈঠক চলছে। বেশিরভাগ 'যোগ্য' শিক্ষকই সোমবার থেকে স্কুলে ফিরছেন।

অবশ্য শিক্ষাকর্মীদের ভাতা প্রদানের ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন তুলেছেন, 'কোন অধিকারে টাকা দেওয়া হবে শিক্ষাকর্মীদের? টাকাটা আসবে কোথা থেকে? ৩০-৩৫ বছর বয়সে বেশিরভাগ জনই চাকরি পেয়েছেন। অবসরের বয়স পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হবে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন ততদিন ভাতা দেওয়া হবে?' শিক্ষকদের ভাতা কেন দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়নি সেই নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন দিলীপ।

দিঘার আমন্ত্রণপত্র নিয়ে শুভেন্দুর চিঠি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথধামের উদ্বোধনের আগেই বিতর্ক উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ায় জগন্নাথধাম তথা মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার কথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সরকারিভাবে বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই আমন্ত্রণকে ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আমন্ত্রণপত্রটি বিরোধী দলনেতাকে পাঠিয়েছেন মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে থাকা পশ্চিমবঙ্গ হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (হিডকো) ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এই আমন্ত্রণপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি লিখেছেন শুভেন্দু। একই সঙ্গে সমাজমাধ্যমেও সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। চিঠিতে দ্বিবেদীর কাছে শুভেন্দুর প্রশ্ন, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন, নাকি জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে? হিডকোকে দিঘায় যে নির্মাণের বরাত দিয়েছিল রাজ্য সরকার, সেই সরকারি নথিতে এই নির্মাণকে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। অথচ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে আমন্ত্রণপত্র সরকারিভাবে পাঠানো হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র 'জগন্নাথধাম' কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়টিকেই নির্দেশ করে এদিন শুভেন্দু রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'এই সরকার মিথ্যাবাদীর সরকার। সরকারি নথিতে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে উল্লিখিত থাকলেও আমন্ত্রণপত্রে কৌশলে সংস্কৃতি কেন্দ্র কথাটি উল্লেখ করা হয়নি।'

আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিওতে আমাদের বিশেষ অতিথি

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে

ডাঃ নীতেশ আনন্দ

এমবিবিএস, আইপিজিএমইআর কলকাতা, ডিএনবি, সিএনসিআই কলকাতা, ডিএম মেডিকেল অঙ্কোলজি, আরজিইউএইচএস, বেঙ্গালুরু, এসআইটিসিপি সার্টিফায়েড ইন ক্যানসার ইমিউনোথেরাপি, হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, জটিয়াকালী, ফুলবাড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি

https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ বৈশাখ ১৪৩২

সংকট ও কর্তব্য

জঙ্গি হামলায় পহলগামে ২৬ পর্যটক এবং এক টাট্টুওয়ালার মৃত্যু কাশ্মীর তথা ভারতের ইতিহাসে আরও একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পহলগামকে ভারতের 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বলার যুক্তিসংগত কারণ আছে। নিহতদের মধ্যে সদ্যবিবাহিত এক তরুণ ছিলেন, যিনি ভিসা না পাওয়ায় ইউরোপে না গিয়ে মধুচন্দ্রিমা করতে পহলগামে গিয়েছিলেন। সেখানেই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তাঁর।

নিহতের তালিকায় রয়েছেন আমাদের রাজ্যের তিনজন। কলমা পড়তে পারছে কি না, সেই পরীক্ষা নিয়ে বেছে বেছে পুরুষদের গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ভারতে থাকাকালীন ঘটল এই হামলা। দিনদুপুরে সেনা পোশাকে পাঁচ-ছ'টা লোক হত্যালীলা চালিয়ে বৈসরণের সবুজ গালিচাকে রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল। তারা পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে হেঁটে হেঁটে এল, আবার অপারেশন সেরে নির্বিকার ফিরে গেল।

এখন নিরপেক্ষ তদন্তে রাজি বলে বিবৃতি দিলেও সন্দেহের তির কিন্তু পাকিস্তানের দিকেই। প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিরক্ষা খাতে ফি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, এত জওয়ান-কমান্ডো নিয়োগ হয়, তাহলে প্রয়োজনের সময়ে কেন তার ফল মেলে না? কেনই বা ঘটনার মুহূর্তে একজন জওয়ানকেও সেখানে দেখা যায়নি? দু-এক মিনিটে পুরো গণহত্যাপর্ব সাঙ্গ হয়েছে- এমন তো নয়।

অথচ এখন কড়াকড়ির দরুন পহলগাম সহ গোটা কাশ্মীরে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ টপকে মাছি গলার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পহলগাম ঘুরে এসেছেন। বিহারের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহলগাম কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। দিল্লি, মুম্বই সহ ভারতের বেশ কিছু শহরে এখন চূড়ান্ত সতর্কতা। দেশজুড়ে নজরদারি।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, বিভিন্ন রাজ্যে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে কাশ্মীরি শ্রমিকদের। অন্যদিকে, সীমান্তে তৎপরতা বাড়ছে সেনার। ভারত-পাকিস্তানের প্রায় সবরকম সম্পর্ক আপাতত ছিন্ন। এমাসেই ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের। দুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে একের পর এক ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছে। ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে। পাকিস্তান সিমলা সহ সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখার হুমকি দিয়েছে।

রাস্তাঘাটে সর্বত্র আলোচনা এখন একটিই- যুদ্ধ কী লাগছে! যেন যুদ্ধ লাগাতে পারলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। এর আগেও যতবার জম্মু-কাশ্মীরে বড়সড়ো জঙ্গিহানা হয়েছে, ততবার যুদ্ধের জিগির তোলা হয়েছে। ২০০০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভারত সফরের প্রাক্কালে অনন্তনাগে জঙ্গিহানায় ৩৬ শিখের মৃত্যু, ২০১৬-য় পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে জঙ্গিহানা ও ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে ভয়াবহ হামলার সময়েও পালটা আক্রমণের দাবি উঠেছিল।

পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে হামলা চালালেই বদলার প্রসঙ্গ ওঠে। এটাও ঘটনা যে, একবার প্রত্যাঘাত করতে পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। এবার হামলায় জড়িত ৯ জঙ্গির বাড়ি ইতিমধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছেন জওয়ানরা। আসলে কার্গিল যুদ্ধ হোক বা ২৬/১১-র মুম্বই হানা, পাকিস্তান নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বারবার। সুতরাং পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া অবশ্যই জরুরি।

এ রকম পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সরকারের পাশে থাকে। মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্তে আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশও তীব্র ভারতবিরোধী। একদিকে ঢাকার বিরোধিতা, অন্যদিকে ইসলামাবাদের উপদ্রব। সারাক্ষণ যদি দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সামলাতে হয়, তাহলে ভারতের নিজস্ব উন্নয়ন, বিজ্ঞান গবেষণা, মহাকাশ অভিযান কখন হবে? এই উপমহাদেশে বড় দেশ হিসেবে ভারতের দায়দায়িত্ব বেশি।

পহলগামের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘ দুই দেশকেই সংযম দেখাতে বলেছে। দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছে ইরান। তাই পাকিস্তানকে চাপে রাখার পাশাপাশি ভারতকে কূটনৈতিক বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা দেখাতে হবে। দেশের সংকটের মুহূর্তে এটা মাথায় রাখতে হবে মোদি-শা'দের।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

বনের বাইরে, মানুষের মাঝে কেন বন্যপ্রাণী

ইদানীং গ্রাম-শহরে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড ও ভালুক। হাতি ঢুকল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেন এমন হচ্ছে?

বিমল দেবনাথ

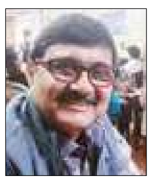

একদিন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ছিলাম শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের উলটো দিকে পাকা নালার পাশে। একটা দাঁড়াশ সাপ বেরিয়ে মানুষের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণে চলে গেল। কেউ দেখল না।

হল্লা করলে হুড়োহুড়িতে জখম হত মানুষ। মারা যেতে পারত সাপটা। অধৈর্য ও অজ্ঞ মানুষের জন্য বন্যপ্রাণ ও মানুষের মধ্যে সংঘাত হয়। কিন্তু সাপটা কেন এল জনবহুল এলাকায়? ইকোলজির ভাষায় কারণ হতে পারে 'নিস'। 'নিস'-এর যথার্থ বাংলা তর্জমা করা কঠিন। বন্যপ্রাণীদের বন থেকে বেরিয়ে আসার পেছনে আছে হ্যাবিট্যাট, নিস, হোমরেঞ্জ ও ইকোলজির গূঢ় তত্ত্ব। ইকোলজি, ইকোসিস্টেম এখন আর অবোধ্য নয়। হ্যাবিট্যাট হল কোনও প্রাণীর আবাসস্থল বা ঠিকানা। হোমরেঞ্জ বলতে বোঝায় আবাসস্থলের চৌহদ্দি। জিনগত বৈশিষ্ট্য ও যাপনের প্রয়োজনে প্রাণীদের আবাসস্থলের চৌহদ্দি ছোট-বড় হয়। বাস্তুতন্ত্রে 'নিস' অতীব সূক্ষ্ম বিষয়।

ধরা যাক শিলিগুড়ির মতো একটা বন লাগোয়া শহরে হঠাৎ শঙ্খচূড় সাপের উপদ্রব বেড়ে গেল। পিছনে থাকতে পারে শঙ্খচূড় সাপের 'নিস'-এর হেরফের। শঙ্খচূড় শুধু সাপ খায়। বনে সাপের সংখ্যা কমে গেলে শঙ্খচূড়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। বিজিতরা বাঁচার জন্য ছোটে এদিক-ওদিক। কে মরতে চায় সুন্দর ভুবনে? ঢুকছে শহর, গ্রামগঞ্জের বাড়িতে। আর একটা হতে পারে শহরে বাড়বাড়ন্ত জঞ্জাল, আবর্জনার জন্য বেড়ে গিয়েছে ইঁদুরের সংখ্যা। গন্ধ পেয়ে বনের সর্পকুল আস্তানা গেড়েছে শহরে। সাপের খোঁজে শঙ্খচূড় ঢুকছে শহরে। এভাবেই গ্রাম বা শহরের খুব কাছাকাছি চলে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড বা ভালুক। ক'দিন আগে কী হইচই হয়ে গেল একটি হাতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে পড়া নিয়ে।

একটা বনে নানা ধরনের বন্যপ্রাণী বসবাস করতে পারে। বাসস্থান এক হলেও প্রত্যেক প্রজাতির 'নিস' আলাদা। তৃণভোজী, মাংসাশীদের খাদ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাখিরা পোকা ও গাছের ফল খায়। কেউ বাচ্চা প্রসব করে, কেউ ডিম পাড়ে। কেউ ডিম পাড়ে গাছের কোটরে, কেউ মাটিতে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক প্রজাতির সম্পর্ক ভিন্ন, পেশা আলাদা। বাসস্থান একটা প্রজাতির ঠিকানা হলে, নিস হল তার পেশা। একটা আবাসস্থলে একই নিস প্রজাতির প্রাণী বেশি সংখ্যায় থাকলে প্রতিযোগিতা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশি হয়। বন্যপ্রাণীরা সন্ধান করতে থাকে নতুন বাসযোগ্য বনভূমির। আবাসস্থল সুঠাম থাকলে প্রাণী হোমরেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মানুষের মতো প্রতিটা প্রাণী নিজের হোমরেঞ্জকে সুরক্ষা দিতে চেষ্টা করে। যার যত বড় হোমরেঞ্জ তার তত বেশি সমস্যা। সব থেকে বেশি সমস্যা পাখিদের। পাখিদের বলা হয় বনের স্বাস্থ্য-সূচক। যত ভালো বন তত বেশি পাখি।

বর্তমানে স্থলজ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে ইউরেশিয়ান লিংক্স-এর হোমরেঞ্জ সর্ববৃহৎ। এটা একটা মাঝারি আকারের বন্য বিড়াল। মর্দা বিড়ালের হোমরেঞ্জ প্রায় ২৬০০ বর্গ কিলোমিটার, মহিলার ১৪০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান স্থাপনের আগে এই এলাকা ছিল অখণ্ড বনভূমি। চা বাগান স্থাপনের পরে গড়ে ওঠে নতুন নতুন বসতি। পতিত জমি যা ছিল হাতিদের উঠোন সেগুলো হয়ে গিয়েছে আবাদি জমি। উন্নয়ন হাতিদের পথ টুকরো টুকরো করে দিলেও সেসব থেকে যায় তাদের স্মৃতিতে। বংশের পর বংশ সেই স্মৃতি ধরে হাতিরা হোমরেঞ্জের মধ্যে হাঁটে। এই পথকে বলা হয় 'করিডর'। উত্তরবঙ্গে হাতিদের মোট করিডর ছিল ৫৯টা। ৪৭টা করিডরের মালিক চা বাগান ও রায়ত। ২৬টা করিডরে বসবাস করে মানুষ। করিডরের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার। মানুষ বসবাস করে প্রায় ৫৮ কিলোমিটারের ওপর এবং প্রায় ৭ কিলোমিটারের ওপরে আছে মিলিটারি ক্যাম্প।

করিডরগুলো বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্বীকৃত হলেও, নেই কোনও আইনি বৈধতা। হাতির রাস্তার মালিক হাতি নয়। স্বাভাবিকভাবে করিডর ব্যবস্থাপনার ওপরে বন দপ্তরের কোনও আইনি অধিকার নেই। জমির মালিকের ইচ্ছায় করিডরে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতি, ঘরবাড়ি, উঁচু বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি। মানুষের জন্য ফোর লেন, সিক্স লেন সড়ক হচ্ছে, ব্রডগেজ রেললাইন বসছে কিন্তু 'ন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যানিমাল'- হাতির করিডরের আইনি বৈধতার দাবি শোনা যায় না।

আইনি বৈধতা না থাকলে, শুধু মাত্র বাস্তুতান্ত্রিকভাবে করিডর চিহ্নিত করে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানো যাবে না। হাঁটতে গিয়ে হাতি মরছে রেল ইঞ্জিনের ধাক্কা খেয়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ও বিষ খেয়ে। হাতির মুখোমুখি হয়ে মানুষ মরছে নিজের ঘরে, রাস্তায়। মৃত্যুর কারণ শুধু উন্নয়ন নয়, উন্নয়নকামীদের সদিচ্ছার অভাব। মানুষ এখনও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহাবস্থানে সচেতন হয়ে ওঠেনি। একটা দাঁড়াশ সাপ শত শত মানুষের পায়ের চাপ থেকে বেঁচে যেতে পারে কিন্তু একটা মানুষ বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হলে নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলে নিজের ভুলে। বন্যপ্রাণীরা প্রকৃতির সুশৃঙ্খল সন্তান। হোমরেঞ্জ ছেড়ে বাইরে যায় না। মানুষই তাদের বাসভূমি দখল করে বসে আছে।

এটা বোঝার জন্য ইতিহাসবিদ হতে হয় না। নিজের এলাকার অতীত খুঁজলেই বোঝা যায়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর...' আমরা পারিনি। বরং গুরুত্ব কমানো হয়েছে বনের। বন্ধ হয়েছে বনে ঢোকার প্রবেশমূল্য। উঠে গিয়েছে স্থানীয় মানুষের হস্তশিল্প গ্রহণ ও লোকসংস্কৃতি উপভোগের বাধ্যতা। কাজ হারিয়ে দরিদ্র মানুষ আবার সরাসরি নির্ভর হচ্ছে বনজের ওপর। নষ্ট হচ্ছে বনের বাস্তুতন্ত্র। উত্ত্যক্ত বন্যপ্রাণী চলে আসছে লোকালয়ে।

সামঞ্জস্যহীন উন্নয়নও সীমিত করছে বন্যপ্রাণীদের হোমরেঞ্জ, হ্যাবিট্যাট। নষ্ট হচ্ছে নিস, বাস্তুতন্ত্র। উন্নয়নের জন্য প্রকৃতির যে ক্ষতি হয় সেটার কিছুটা পূরণ করার কথা বলা থাকে প্রকল্পে। ক্ষতিপূরণের কাজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বন্যপ্রাণীর কথা ভেবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, সেটা কতটা খুঁটিয়ে দেখা হয় জানে না আমজনতা। নিকোবরে যে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ চলছে তার জন্য গ্যালাথিয়া জাতীয় উদ্যানের একটা অংশের তকমা ছিনিয়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে গাছ লাগানো হবে হরিয়ানাতে! রামের ক্ষতিপূরণ পাবে শ্যাম। কী করা যাবে! 'জায়েন্ট লেদারব্যাক টার্টল', 'নিকোবর মেগাপড'-এর মতো অনেক বন্যপ্রাণী তো মানুষের ভাষায় দাবি জানাতে পারে না। শুধু নিকোবর সমুদ্রবন্দর স্থাপন প্রকল্প নয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রায় সব প্রকল্পের পেছনে একই ঘটনা।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান নিয়েও চলছে আজব প্রকল্প। ইকোট্যুরিজমের নামে ভেসে আসছে 'রিয়েল এস্টেট' ব্যবসার কথা। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি হস্তান্তর করার আগে ভাবা হচ্ছে কি হাতির করিডরের বিষয়? করিডর নষ্ট হলে হাতিরা নতুন নতুন করিডর বের করে নেবে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মচারীর অভাবে বনভূমি, বন ও বন্যপ্রাণকে সঠিক সুরক্ষা দিতে পারছে না বন দপ্তর। এই সবকিছুর মধ্যে আছে ছোট-বড় সব বন্যপ্রাণীর নিজ ভূমিতে পরবাসের যন্ত্রণার কারণ। বন্যপ্রাণীরা আছে নিজের জায়গায়, আমরাই ওদের জায়গা দখল করে আছি। কথাটা উপলব্ধি করে বন্যপ্রাণীদের প্রতি সহিষ্ণু হলে মঙ্গল সবার।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৮২

অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের জন্ম আজকের দিনে।

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অনীশ দেব।

আলোচিত

এবার শুধু সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়। যে ভাষা ওরা জানে, সেই ভাষাতেই পাকিস্তানিদের জবাব দিতে হবে। এখন সময় এসেছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখল করার। গত ক'দিন ধরে মূলধারার গণমাধ্যম ও কেন্দ্রের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছে, পহলগামে হামলার গভীর তদন্তের পরিবর্তে তারা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে প্রচারে বেশি মনোযোগী।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পহলগাম নিয়ে যখন দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি, তখনও রিলের ভূত পিছু ছাড়ছে না কিছু মানুষের। এক কাশ্মীরি মহিলা গাছের মগডালে উঠেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে বলিউডের বিখ্যাত 'ঝাল্লা ওয়াল্লা' গানে কোমর দুলিয়ে নাচছেন।

ভাইরাল/২

বিয়েতে কনের সাজে নববধূর দেখা মেলাই স্বাভাবিক। অথচ অনুষ্ঠানে ডাইনোসরের বেশে ঢুকলেন বধূ। বর হাসতে হাসতে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। নাচতেও দেখা যায় তাঁদের। সেই খোলস থেকে বেরিয়ে আসেন বধূ। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

অব্যবস্থা কলকাতা স্টেশনে

আমি প্রায় নিয়মিত জলপাইগুড়ি-কলকাতা যাতায়াত করে থাকি। কলকাতা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ২ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মেও বসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের এসকালেটার ৯০ শতাংশ সময় বিকল থাকে। লিফট নেই। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনও লিফট বা চলমান সিঁড়ি নেই। বয়স্ক মানুষের পক্ষে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২, ৩, ৪, ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য চলমান সিঁড়ি ও লিফটের ব্যবস্থা করা জরুরি।

আরজি করের দিক থেকে স্টেশনে আসার জন্য অটো বা টোটো সার্ভিস নেই। ফলে প্রায় এক কিমি পথ হেঁটে এসে ট্রেন ধরতে হয়। শিয়ালদা বা হাওড়ায় সে অসুবিধে নেই। কলকাতা স্টেশন থেকে বিভিন্ন জনপ্রিয় রুটে বাস চালানোর ব্যবস্থা নেই, যা খুবই জরুরি।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিলে উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।

বিদ্যুৎ রায়, নিউটাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ফেরত চাই ভারতীয় কৃষককে

১৬ এপ্রিল সীমান্ত সংলগ্ন নাগর সিংমারি গ্রামে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানের গুলিতে মৃত্যু হয় এক বাংলাদেশি পাচারকারীর। এই ঘটনার জেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে উকিল বর্মন নামে এক ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। পরবর্তীতে তাঁকে বিজিবি উদ্ধার করে হাতিবান্ধা থানায় তুলে দেয়। পুলিশ ফেরত না পাঠিয়ে অনুপ্রবেশকারী আরোপ লাগিয়ে লালমণিরহাট আদালতে পাঠায় অপহৃত কৃষককে।

অপহৃত কৃষকের প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের এই কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও নির্দোষ অপহৃত কৃষককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়নি। ভারতীয় নাগরিক তথা ওই কৃষককে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুভঙ্কর শর্মা, বামনপাড়া, শীতলকুচি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জার্মানিতে শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী

জার্মানিতে কার্যত সবার অজান্তেই প্রয়াত হলেন নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার। যিনি ৫১ বছর ফিরতে পারেননি বাংলাদেশে।

আলপনা ঘোষ

নির্বাসিত বাংলাদেশি কবি, বন্ধু দাউদ হায়দারের বার্লিনে প্রয়াণের খবর শুনে মনে পড়ে গেল তাঁর 'তোমার কথা' কবিতার সেই স্মরণীয় লাইনগুলো।

'মাঝে মাঝে মনে হয়/ অসীম শূন্যের ভেতর উড়ে যাই।/ মেঘের মতন ভেসে ভেসে, একবার/ বাংলাদেশ ঘুরে আসি/ মনে হয়, মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে/ চিৎকার ক'রে বলি;/ আকাশ ফাটিয়ে বলি-/ দ্যাখো সীমান্তে ওই পাশে আমার ঘর/এইখানে আমি একা, ভিনদেশি'।

১৯৮৩ সালে রচিত 'তোমার কথা' কবিতায় মাতৃভূমির জন্য নির্বাসিত কবি দাউদের যে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে, সেই বেদনার অন্ত ঘটল অবশেষে স্বজনহীন ভিনদেশের মাটিতে।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় আগে দাউদ সেই যে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, আর কোনও দিন ফিরে যাননি ভূমি মায়ের কোলে। শুধু মাত্র একটি কবিতা লেখার অপরাধে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি স্বভূমি থেকে। সেটা ১৯৭৪ সাল। আমৃত্যু নির্বাসনে কাটিয়েছেন। যতদিন কিংবদন্তি সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় জীবিত ছিলেন, কলকাতায় এলে তাঁর জন্য অবারিতদ্বার ছিল কবির আলয়ে। পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করতেন তিনি এই নির্বাসিত তরুণ কবিকে।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দাউদকে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি কলকাতাগামী উড়োজাহাজে। কবির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল মুজিব সরকার। ১৯৭৬ সালে দাউদ পাসপোর্ট নবীকরণের জন্য কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে জমা দিলে

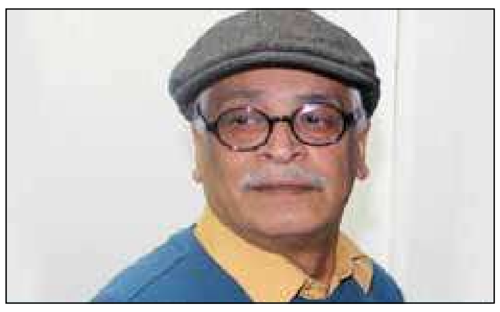

এরশাদ সরকার পাসপোর্ট ফেরত দেওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পাসপোর্ট ছাড়া কোনও দেশই দাউদকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে।

কবির এই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নোবেল বিজয়ী জার্মান কবি গুন্টার গ্রাস। তিনি জার্মান সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে নির্বাসিত কবির রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। রাষ্ট্রসংঘের অনুমতিপত্রই হল তখন কবির দেশান্তরে ঢোকার ছাড়পত্র। জার্মানি যাওয়ার পর থেকে বেশ কিছুদিন তিনি রেডিও চ্যানেল 'ডয়েচে ভেলে'র একজন প্রভাবশালী সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন।

দাউদের সঙ্গে আমার পরিচয় আমার সাংবাদিক স্বামী শংকর ঘোষের সুবাদে। শংকর তখন যে কাগজের সম্পাদক, সেখানে দাউদ বার্লিন থেকে প্রায়শই লিখতেন। কলকাতায় এলে বাঁধাধরা ছিল আমাদের বাড়িতে আসা। ভারী স্নেহ করতেন শংকর অনুজ এই প্রবাসী কবিকে। কত গল্প, কত কবিতা পাঠ হত সে সব দিনে।

২০০৯ সালে যেদিন শংকর চলে গেলেন চিরতরে, তার পরদিন রাতে দাউদ এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। সেদিনই বার্লিন থেকে কলকাতায় ফিরেছেন দাউদ। খবরের কাগজেই পেয়েছিলেন দুঃসংবাদ। তাই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। শংকরের কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলাম, দাউদের চোখ ভর্তি জল।

দাউদ দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন সত্তর দশকের শুরুতে। ১৯৭৩ সালে লন্ডন সোসাইটি ফর পোয়েট্রি দাউদ হায়দারের একটি কবিতাকে 'বেস্ট পোয়েম অফ এশিয়া' স্বীকৃতি দিয়েছিল।

জার্মানিতে কী নেই? সব ছিল। শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী নদী। দেশে ফেরার জন্য শিশুর মতো চোখের জল ফেলেছেন তিনি সকলের অন্তরালে। আজ সে সবের অবসান ঘটল। যেখানেই থাকুন, শান্তিতে থাকুন কবি দাউদ হায়দার।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা বা দোকান ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্য প্রার্থী ১৩। ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য রাখা ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪১২৫

পাশাপাশি : ১। নবোদ্যম ৩। উনুন ৫। নয়ানজুলি ৭। মকুব ৯। খামতি ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সমাহার।

উপর-নীচ : ১। নরোত্তম ২। মলিন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। কুক্কুট ১০। তিরস্কার ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

ঘরে ঢুকে সমাজকর্মীকে খুন করল জঙ্গিরা

পহলগাম হত্যার তদন্তে এনআইএ

শ্রীনগর, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নামল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এনআইএ)। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের হামলার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন তাঁরা। তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিন এনআইএ-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। একজন আইজি, ডিআইজি ও এসপির নেতৃত্বে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তদন্ত চালাবেন এনআইএ আধিকারিকরা।

পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করার পর কাশ্মীরিদের বড় অংশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। উপত্যকার নানা জায়গায় জঙ্গিদের কঠিন শাস্তির দাবিতে মিছিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে দায় স্বীকার করলেও পরে নিজেদের অবস্থান থেকে পিছিয়ে এসেছে জঙ্গিগোষ্ঠী দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন টিআরএফ মঙ্গলবারের হামলার জন্য উলটে ভারতকেই দায়ী করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে এনআইএকে দায়িত্ব দিয়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র।

বিশেষ সূত্রে খবর, পাইনের জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পৌঁছেছিল জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা। দলে সম্ভবত ৫ জন সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে ৩ জন পাকিস্তানের নাগরিক। ২ জন স্থানীয়। হামলা চালানোর সময় তারা ২টি মোবাইল ছিনতাই করে। তার মধ্যে একটি মোবাইল নিয়েছে এক পর্যটকের কাছ থেকে। অপর মোবাইলটি একজন স্থানীয় বাসিন্দার।

পহলগাম তদন্তে গতি আসার সঙ্গে উপত্যকায় যৌথ বাহিনীর অভিযানও তীব্রতর হচ্ছে। চলছে চিরুনি তল্লাশি। একের পর এক জঙ্গির বাড়ি আইইডি বা বুলজোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি। তাদের মধ্যে রয়েছে আদিল ঠোকার ও আসিফ নামে পহলগামে হামলাকারী দলের দুই জঙ্গির বাড়িও। মাথার ছাদ হারালেও ছেলের কাজকে সমর্থন করতে পারেননি আদিলের মা শাহজাদা। তিনি বলেন, '২০১৮'র ২৯ এপ্রিলের পর থেকে আদিলের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। বদগামে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে বলে ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। তিনদিন পরে আমরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করি।' আদিলের কাছে তাঁর কাতর আর্জি, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো। আমাদের এবার অন্তত শান্তিতে থাকতে দাও।'

জঙ্গিদের সাহায্য করার অভিযোগে ১৫ জন কাশ্মীরি 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। জঙ্গি-খোচর সন্দেহে প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সেনা-পুলিশের সক্রিয়তার মধ্যেই উপত্যকায় নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। শনিবার গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক গ্রামবাসীকে গুলি করে মেরেছে তারা। নিহতের নাম রসুল মাগরে। কান্দিখাস এলাকার বাসিন্দা সমাজকর্মী মাগরেকে কেন জঙ্গিরা খুন করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবারও নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। টানা গোলাগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলওসি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে।

একনজরে

- ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণে পৌঁছেছিল জঙ্গিরা
- বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা
- রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি
- জঙ্গি আদিলকে আত্মসমর্পণের আবেদন মায়ের
- সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় সমাজকর্মী

ক্যামেরাবন্দি... রবিবার মুম্বইয়ের বাইকুলা চিড়িয়াখানায় পর্যটকরা।

মোদি-শরিফের সঙ্গে কথা ইরানের প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চরম টানাপোড়েনের মধ্যেই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার সম্ভাবনা ক্রমশ পেকে উঠছে। সেই তালিকায় রাশিয়া, চিনের মতো বড় শক্তির পাশাপাশি ইরানের নামও উঠে আসছে। ইসলামাবাদ এই ব্যাপারে রাজি থাকলেও সেই মধ্যস্থতায় নয়াদিল্লি কতটা সাড়া দেবে তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশা রয়েছে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। পহলগামে নিহতদের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশও করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, জঙ্গি হামলায় দোষী এবং মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা ইরানের প্রেসিডেন্টকে সাফ জানিয়ে দেন মোদি। বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেন মোদি। দুই রাষ্ট্রনেতাই সাফ জানিয়ে দেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একচুল পিছু হটা হবে না। মোদির সঙ্গে কথা বলার খানিকটা পরেই ইরানের প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সেই ফোনালাপে ভারতের তরফে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সরব হন তিনি। শরিফ তাঁকে বলেন, জলকে অস্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। যা পাকিস্তানের পক্ষে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একইসঙ্গে পাকিস্তানও যে সন্ত্রাসবাদের শিকার সেই কথাও ইরানের প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দেন শরিফ।

ইরানের পাশাপাশি রাশিয়া এবং চিনকে পহলগামের ঘটনায় মধ্যস্থতাকারীকে হিসেবে জড়াতে চায় ইসলামাবাদ। রুশ সংবাদমাধ্যমের কাছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'আমি মনে করি, রাশিয়া বা চিন অথবা কোনও পশ্চিমী শক্তি এই সংকটকালে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারত ও মোদি সত্যি বলছে কিনা সেটাও তদন্ত করতে পারে তারা।' পহলগামের ঘটনায় পাকিস্তানের আদৌ হাত রয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই বলেও দাবি করেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

অমৃতসরের কাছে ওয়াঘা-আটারি সীমান্তে পাকিস্তানিদের ভিড়। দেশে ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা। রবিবার। -পিটিআই

আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে ভিড়, ভাঙছে পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : সরকারি হিসাব বলছে গত ৪৮ ঘণ্টায় পঞ্জাব সীমান্তে আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট দিয়ে ২৭২ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে পাকিস্তান থেকে ভারতে ফিরেছেন ৬২৯ জন ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন কূটনীতিক।

পহলগাম হামলার পর ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশই একে অন্যের নাগরিকদের দ্রুত ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তার জেরে ভিড় জমেছে আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে। আর এতে চরম সমস্যায় পড়েছে বেশ কয়েকটি পরিবার। কোথাও স্বামী-স্ত্রী, আবার কোথাও মা-সন্তানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সাধারণ পাকিস্তানিদের অনেকেই চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। একাধিক পাকিস্তানিকে কেঁদে ফেলেছেন।

আবার যে দম্পতিদের একজন অন্য দেশের নাগরিক তাঁরাও পড়েছেন সংকটে। যেসব পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী বিয়ের সূত্রে এদেশে রয়েছেন তাঁদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানবাসী ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও। মাসখানেক আগে ভারতীয় মায়ের সঙ্গে পাকিস্তান থেকে দিল্লিতে মামারবাড়ি এসেছিল ১১ বছরের জৈনব এবং বছর ৮-এর জানিশ। বাবা পাকিস্তানি হওয়ায় জৈনব ও জানিশ জন্মসূত্রে সেদেশের নাগরিক। ভারত পাক নাগরিকদের ভিসা বাতিল করায় জৈনব ও জানিশ পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। যাওয়ার সময় ডুকরে কাঁদতে দেখা গিয়েছে দুই শিশুকে। কাঁদতে কাঁদতে জানিশ বলেছে, 'মাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।' জৈনবের প্রশ্ন, 'মাকে ছেড়ে আমরা কী করে থাকব?' উত্তর মেলেনি।

৫৫ বছর বয়সি ওড়িশার সারদা কুকরেজার সমস্যা বোধহয় আরও জটিল। আদতে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের বাসিন্দা সারদা ১৯৮৭-তে ভারতে চলে এসেছিলেন। বিয়ে করেছেন ওড়িশার এক ব্যক্তিকে। ভারতে ৩৮ বছর কাটিয়ে দিলেও এখনও তাঁর পাকিস্তানি পাসপোর্ট রয়ে গিয়েছে। যদিও সারদার দাবি, এদেশের আধার কার্ড রয়েছে তাঁর। ভোটও নাকি দিয়েছেন। পহলগাম হামলার জেরে সেই সারদাকে পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছে বোলাঙ্গির জেলাপ্রশাসন। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি নিয়ে সংসার করা সারদার আর্তি, 'অনেক বছর আগে পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসেছি। ওখানে আমার কেউ নেই। এত বছরে পাকিস্তানে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। এখন আমাকে সেদেশে ফেরত পাঠালে কোথায় যাব?' প্রশাসনের দরজায় দরজায় হত্যে দিচ্ছে তাঁর পরিবার।

ফেরত পাঠাতে তৎপর কেন্দ্র

দিল্লি-মহারাষ্ট্রে হদিস ১০ হাজার পাকিস্তানির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম হামলার জেরে বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানিদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে কেন্দ্র। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করে দ্রুত ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর ওই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে তৎপরতা। প্রতিটি রাজ্যে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে পাকিস্তানি নাগরিকদের। এর মধ্যেই গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, দিল্লি ও মহারাষ্ট্র মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। দুই জায়গাতেই প্রায় ৫০০০ করে পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। মহারাষ্ট্রের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র নাগপুরেই রয়েছে ২৪৫৮ জন পাকিস্তানি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন দপ্তরের (এফআরআরও) তালিকাটি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে, যা পরে বিভিন্ন জেলার পুলিশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যাচাই ও শনাক্তকরণের জন্য। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব দিল্লির জেলাগুলিতে। ওই স্থানগুলিতে পাকিস্তানি নাগরিকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও আইবি-র আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের এবং দ্রুত তাদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার জন্য। একাধিক পাকিস্তানি নাগরিক ইতিমধ্যেই দিল্লি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে খবর। একটি হিসেব বলছে, দিল্লির মজনু কা টিলা এলাকায় প্রায় ৯০০ এবং সিগনেচার ব্রিজের কাছে ৬০০-৭০০ জন পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, সময়সীমা পেরিয়ে গেলে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে লং টার্ম ভিসাধারী পাকিস্তানি নাগরিকদের ভবিষ্যৎ কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী, বিবাহ সূত্রে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা নাগরিকদের প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য লং টার্ম ভিসা (এলটিভি) প্রদান করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক বা দুই বছরের জন্য সেই ভিসার নবীকরণ করা হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ভারতে স্থায়ী হওয়ার পর তারা তাদের পাকিস্তানি পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব পরিবর্তন না হওয়ায় খাতায়-কলমে তারা এখনও পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত। এখন প্রশ্ন হল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান কতটা নিরাপদ? ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় কি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নাকি বিবাহ সূত্রে আসা এবং দীর্ঘদিন ভারতে বসবাসের কারণে তাদের জন্য আলাদা কোনও নীতি গৃহীত হবে?

> কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারত-বিরোধী মন্তব্যে ধৃত ১৯ : পহলগামের বৈসরনে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী মন্তব্যে গ্রেপ্তার হলেন ১৯ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন অসমের। চারজন ত্রিপুরার ও একজন মেঘালয়ের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে বিধায়ক, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার অসমের এআইইউডিএফ-র বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেছেন, '২০১৯-এর পুলওয়ামার মতো পহলগামের ঘটনা সরকারি চক্রান্ত।' তাঁকে পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। অসম থেকে ধৃতের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক মহম্মদ জাবির হুসেন, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষার্থী মহম্মদ বাহাউদ্দিন, আইনজীবী মহম্মদ জাভেদ মজুমদার প্রমুখ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজনে ধৃতদের ওপর জাতীয় সুরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হবে।'

ত্রিপুরা থেকে ধৃত চারজনের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সজল চক্রবর্তী রয়েছেন। মেঘালয় থেকে ধৃত সাইমন শিল্লার ভারত বিরোধী মন্তব্য গুয়াহাটির একটি নিউজ চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে।

দাবি সিবালের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানালেন রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল। রবিবার তিনি বলেন, 'আমি ২৫ এপ্রিল বলেছিলাম এই শোকের পরিস্থিতিতে দেশ যে ঐক্যবদ্ধ আছে সেটা বোঝাতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আর্জি জানাচ্ছি, তারা যেন সরকারকে মে মাসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য আবেদন জানায়।' পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে বিভিন্ন দেশে শাসক ও বিরোধী সদস্যদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর আর্জিও জানিয়েছেন সিবাল। অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর নিশানা করেছেন পিপিপি চেয়ারপার্সন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে। সিন্ধু নিয়ে ভারতীয়দের রক্ত বইবে বলে যে হুমকি তিনি দিয়েছেন তার জবাবে থারুর বলেন, 'পাকিস্তান যদি কিছু করে তাহলে জবাব পাওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি রক্ত বয় তাহলে আমাদের তুলনায় ওঁদের তরফেই বেশিরভাগ রক্ত বইবে।'

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, নিহত ৯

ভ্যাঙ্কুভার, ২৭ এপ্রিল : ফিলিপিন্সের জাতীয় উৎসব চলার মাঝে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে একটি চারচাকা হুড়মুড় করে ঢুকে পিষে দিল বহু মানুষকে। প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। আহত অনেকেই। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেও পারে। শনিবার রাতে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারের রাস্তায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে একটি কালো রঙের এসইউভি। হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। এই ঘটনা জঙ্গিহানা নাকি দুর্ঘটনা তাও জানা যায়নি।

ভ্যাঙ্কুভার পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাস্তায় ছড়ানো-ছিটোনো অবস্থায় পড়ে রয়েছে একাধিক মৃতদেহ। পুলিশকে উদ্ধৃত করে ভ্যাঙ্কুভারের মেয়র কেন সিম বলেছেন, 'অনেকে মারা গিয়েছেন। আহতও হয়েছেন অনেকে। আমরা মর্মাহত। ব্যথিত। ফিলিপিনো সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

ফিলিপিনোদের জাতীয় বীর দাতু লাপুর স্মরণে স্থানীয় ফিলিপিনো সম্প্রদায় প্রতি বছর এই সময় উৎসবের আয়োজন করে। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছিল উৎসব।

বন্দর-শহরে বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ২৮

তেহরান, ২৭ এপ্রিল : ইরানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক বন্দর শাহিদ রাজাইতে শনিবারের বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮। আহত হয়েছেন ৭৫০ জন। আগুন নেভাতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবল বাতাসের কারণে কর্মীরা আগুন নেভাতে বেগ পেয়েছেন। বাতাসের দাপটে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অকুস্থল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের সরকারি কার্যালয় ও স্কুল চত্বরে ধোঁয়া ঢুকে পড়ায় সেগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। ৫০ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন একটি সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিপজ্জনক ও রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণের ডিপো থেকে আগুনের সূত্রপাত। এক প্রথমসারির মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে সোডিয়াম পারক্লোরেট, যা ক্ষেপণাস্ত্রে কঠিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১০

ভোপাল, ২৭ এপ্রিল : মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১০ জনের। রবিবার বিকেলে মন্দসৌর জেলার কাছারিয়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারকার্যে নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৩ জন যাত্রী সমেত একটি গাড়ির উল্টোদিক থেকে আসা বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

৫১ বছর নির্বাসনে থেকে বার্লিনেই প্রয়াত কবি দাউদ

বার্লিন, ২৭ এপ্রিল : তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছিল 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কবিতা। ঝলসে উঠেছিল, 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়, কালো বন্যায়', যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে কবির বিরুদ্ধে মামলা হয়। আটক হন। পরে মুক্তি পান। বাংলাদেশের সেই বর্ণময় কবি, লেখক ও সাংবাদিক দাউদ হায়দার আর নেই। চিরকুমার দাউদের মৃত্যু হয়েছে জার্মানিতে। বয়স হয়েছিল ৭৩। শনিবার বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী রাত ১টা ৩০ মিনিটে বার্লিনের এক বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

দাউদ হায়দারের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও তাঁর ভাইঝি শাওন্তী হায়দার। বেশ কিছুদিন থেকে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন কবি। গত ডিসেম্বরে সিঁড়িতে পড়ে যান। মাথায় আঘাত লাগে। হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার পর বাড়িতে ফিরলেও আর সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেননি দাউদ হায়দার।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাবনায় জন্ম দাউদ হায়দারের। তিনি একাধারে কবি। অন্যদিকে লেখক, সাংবাদিকও। তাঁর কবিতা 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়...' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন, এমন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ১১ মার্চ গ্রেপ্তার হন। ২০ মে মুক্তি পেলেও কবিকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার। পরের দিন একেবারে শূন্য হাতে বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়ানে কলকাতায় চলে আসেন।

দাউদ এক জায়গায় লিখেছেন, ঢাকা থেকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র ৬০ পয়সা নিয়ে। সঙ্গে ছিল দুটি কবিতার বই, একজোড়া শার্ট, প্যান্ট, চটি ও টুথ ব্রাশ। গুন্টার গ্রাস যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কল্লোলিনী চষেছিলেন দাউদ। তারপরেই চলে যান জার্মানি। সব এখন অতীত।

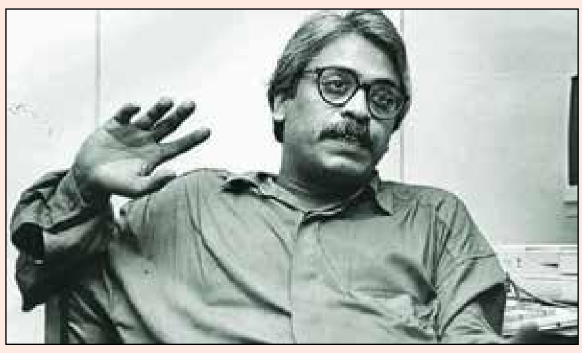

বাংলাদেশের কবি দাউদ হায়দার। -ফাইল ছবি

বাংলাদেশকেও জল বন্ধের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামের ঘটনার জবাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে মোদি সরকার। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি ভুলে ভরা বলে অভিযোগ করেন তিনি। গোড্ডার সাংসদ বলেন, 'গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস সরকারের ভুল ছিল ওই চুক্তি।' তাঁর বিষোদগার, 'আমরা আর কতদিন সাপদের জল দিয়ে যাব? এবার ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গের আপত্তিতে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এখনও আটকে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিশিকান্ত বলেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বারবার বলেছেন, বাংলাদেশকে আমরা যেন জল না দিই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা জলচুক্তির বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত না সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে সাহায্য করা বন্ধ করছে, ততদিন ওদের জল দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত আমাদের।'

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপির এই বিতর্কিত সাংসদ। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।'

ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এবং ভারতবিদ্বেষের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি। ঢাকার তরফে পহলগাম হামলার নিন্দা করা হয়েছে ঠিকই, তবে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা যেভাবে বেড়েছে, তাতে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। পশ্চিম সীমান্তের পাশাপাশি পূর্ব সীমান্তের সুরক্ষা পরিস্থিতিও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় মাথাব্যথা। এই অবস্থায় বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে নিশিকান্ত দুবে নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে তিক্ততা আরও বাড়িয়ে তুললেন বলে মনে করা হচ্ছে।

> বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল।
>
> **নিশিকান্ত দুবে**

বড়দেরও ভ্যাকসিন প্রয়োজন

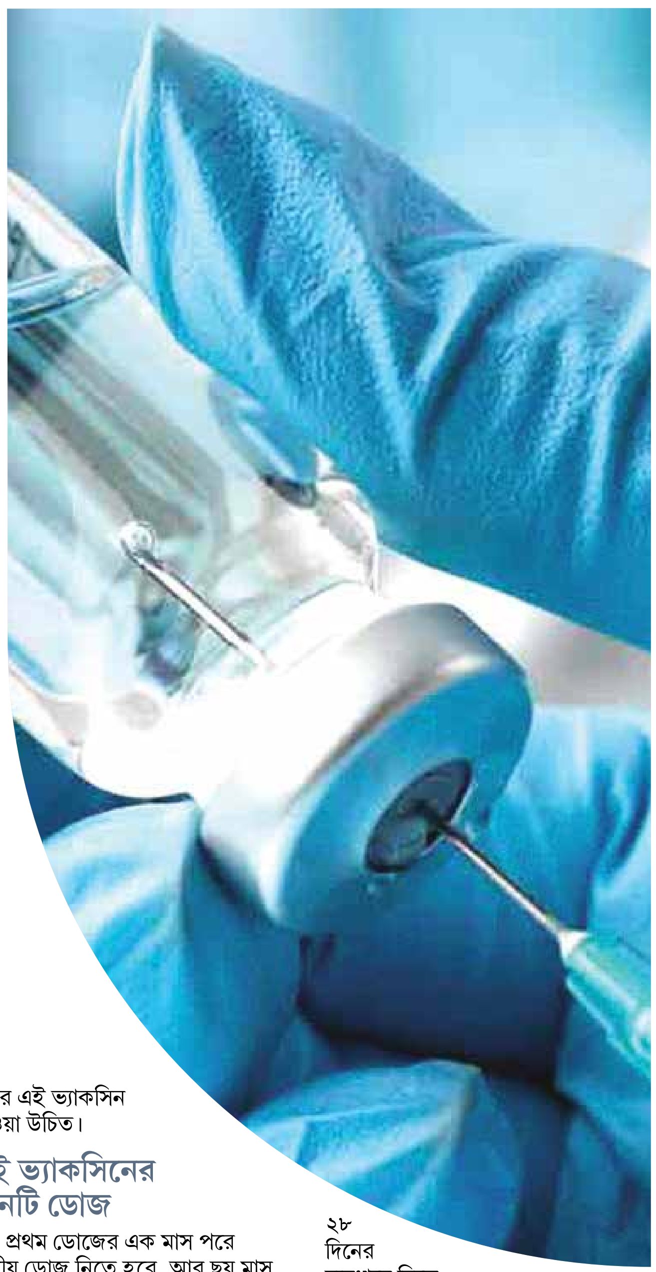

শিশুদের ক্ষেত্রে সচেতনতা অনেকটা বাড়লেও প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার বিষয়ে আমরা এখনও ততটা সচেতন নই। অথচ সময়মতো ভ্যাকসিন দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এরকমই কিছু ভ্যাকসিন নিয়ে লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্রেয়সী সেন

তখন ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ, ব্রিটেনে গুটিবসন্ত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেইবার মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময় ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার লক্ষ করেছিলেন, গোপালকরা যাঁরা একবার গোবসন্ত অর্থাৎ কাউপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের কিন্তু আর গুটিবসন্ত অর্থাৎ স্মলপক্স হচ্ছে না।

গোবসন্ত তুলনায় কম বিপজ্জনক রোগ। ডা জেনার পরিকল্পনা করে কয়েকজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে অল্প পরিমাণে গোবসন্তের জীবাণু প্রবেশ করালেন। সত্যিই তাঁদের মধ্যে গুটিবসন্ত রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠল। এভাবেই তৈরি হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রথম সফল প্রতিরোধক ভ্যাকসিন।

তারপর কেটে গিয়েছে দুই শতাব্দীর বেশি সময়। ১৯৮০ সালে টিকাকরণের মাধ্যমে স্মলপক্স পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পোলিও ভাইরাসও দু'-একটি দেশ বাদে সারা পৃথিবী থেকেই অবলুপ্তির পথে। বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিশুদের মোট ১২টি প্রাণঘাতী রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে যক্ষা, ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস-ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, হাম, রোটাভাইরাস, মাম্পস, জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস, পোলিও এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। প্রতি বছর ২.৯ কোটি গর্ভবতী মহিলা ও ২.৬৭ কোটি নবজাতক এই টিকারকরণ কর্মসূচির আওতায় আসছে।

যাইহোক, প্রাপ্তবয়স্করা যেসব টিকা নিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে -

ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা

৬০ বছরের ঊর্ধ্বে সকলেরই বছরে একবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতি বছরই কিছু না কিছু জিনগত চরিত্র পরিবর্তন করে, তাই প্রতি বছরই নতুন করে ভ্যাকসিন আসে। এই ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় সাম্প্রতিকতম ভ্যাকসিনটিই নিতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই ভ্যাকসিন পরোক্ষভাবে এইসব রোগের থেকেও সুরক্ষা দেয়।

নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (পিসিভি/পিপিএসভি)

এই ভ্যাকসিন শিশু ও বয়স্কদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচিতে এই ভ্যাকসিন অন্তর্গত হলেও বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই টিকা সরকারিভাবে উপলব্ধ নয়। ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে সবারই যদি সম্ভব হয় এই ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার।

বর্তমানে এই ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ দেওয়া হয়। প্রথম বছর PCV13-এর একটি ডোজ এবং এক বছর পরে 23Valent ভ্যাকসিনের একটি ডোজ।

হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন

হেপাটাইটিস-বি'এর জীবাণু শুধু জন্ডিসের জন্য দায়ী নয়, দীর্ঘস্থায়ীভাবে লিভারের ক্ষতি করে, লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

যাঁরা ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তারি বা নার্সিংয়ের ছাত্রছাত্রী, ল্যাবরেটরি বা ব্লাড ব্যাংকে যাঁরা কর্মরত, সবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

এই ভ্যাকসিনের তিনটি ডোজ

প্রথম ডোজের এক মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে, আর ছয় মাস পরে তৃতীয় ডোজ। যাঁরা উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন তাঁদের এই ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে HbsAg পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। এই পরীক্ষা করে বোঝা যায় তাঁরা ইতিমধ্যেই হেপাটাইটিস-বি'তে আক্রান্ত কি না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সব মানুষের এই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক নয়।

চিকেনপক্স বা ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন

যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি জীবনে কখনও চিকেনপক্সে আক্রান্ত হননি বা ছোটবেলায় এর টিকা নেননি, তাঁরা এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন। এর দুটি ডোজ। এই দুই ডোজের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২৮ দিনের ব্যবধান রাখতে হবে।

চিকেনপক্সে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ এই ভ্যাকসিন নিয়ে নেন, তাহলে তাঁর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

এমএমআর (মাম্পস-মিজেলস-রুবেলা) টিকা

এই ভ্যাকসিন তিনটি রোগ থেকে রক্ষা করে – হাম, মাম্পস এবং জার্মান মিজলস (রুবেলা)। এই ভ্যাকসিন সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই নিতে পারেন, যদি শৈশবে এই টিকা না পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও দুটি ডোজ অন্তত ২৮ দিনের ব্যবধানে নিতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে সন্তানদের মধ্যে কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গর্ভস্থ শিশু রুবেলায় আক্রান্ত হলে শিশুটির চোখ, কান ও হার্টের বিভিন্ন জন্মগত ত্রুটি থাকে।

সার্ভিকাল ক্যানসার ভ্যাকসিন

বর্তমানে অনেক কন্যাসন্তানের অভিভাবকরা এই ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। প্রতি বছর ভারতে গড়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মহিলা সার্ভিকাল ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যা হিসেবে এটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

৯ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই টিকা নেওয়া যায়। ১৫ বছরের আগে নিলে দুটি ডোজ এবং তার বেশি বয়সে নিলে তিনটি ডোজ লাগে। আমরা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিলেও এটি পুরুষদেরও কিছু কিছু ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে।

টাইফয়েড ভ্যাকসিন

এই ভ্যাকসিন প্রধানত বড়দের ক্ষেত্রে ট্রাভেলার্স ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগরমেলা প্রভৃতি যেসব জায়গায় প্রচুর জনসমাগম হয়, সেখানে যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন।

এছাড়া আরও কিছু ভ্যাকসিন প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া যায়। যেমন, মেনিনগোকক্কাল ভ্যাকসিন, হারপিস-জস্টার ভ্যাকসিন, কলেরা, জলাতঙ্কের টিকা, টিডিএপি ভ্যাকসিন প্রভৃতি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়।

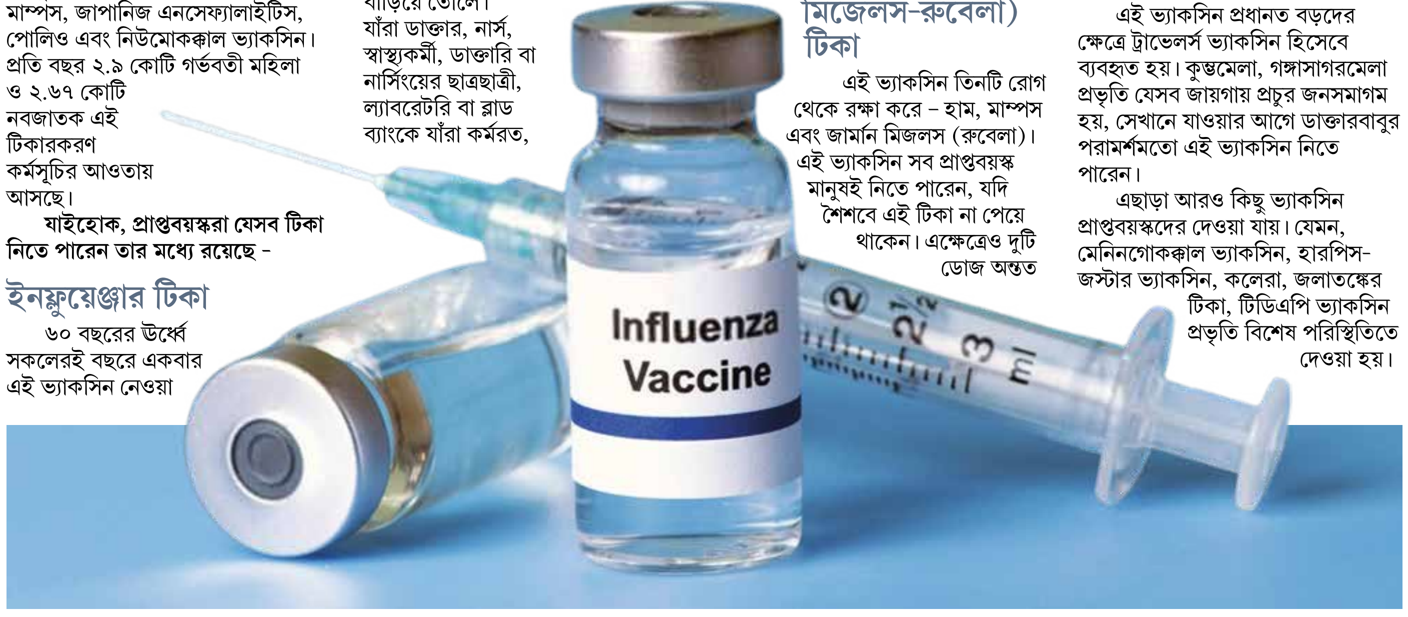

গরমে হাতের চামড়া ওঠার সমস্যা

আমাদের ত্বকের বাইরের দিককার সূক্ষ্ম স্তর প্রতি ২৮ দিন পরপরই বদলে যায়। অর্থাৎ আমাদের সবারই চামড়া ওঠে ২৮ দিন অন্তর। তবে তা এতটাই সূক্ষ্মভাবে যে আমরা বুঝতে পারি না। তবে বিভিন্ন কারণে কখনও চামড়া ওঠার হার স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।

গরমে রোদের তীব্রতা ও জলশূন্যতার প্রভাবে ত্বক শুষ্ক হতে পারে। চামড়া উঠতে পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত ঘামের কারণে রোমকূপ বন্ধ হয়ে ত্বকের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হতে পারে। এই কারণেও চামড়া ওঠার হার বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া জুতো-মোজার ভেতরে অনেকেরই পায়ের তালু ঘামে। কারও বাঁ হাতের তালু খুব ঘামে। গরমের সময় হাত-পায়ের তালুর চামড়াও উঠতে পারে অতিরিক্ত।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের হাওয়ায়ও ত্বক শুষ্ক হয়ে বেশি বেশি চামড়া উঠতে পারে। তার ওপর শীতকাল চলে গেলে অনেকেই ময়েশ্চাইরাইজার ব্যবহার করেন না। তাই ত্বকের শুষ্কতা ও চামড়া ওঠার সমস্যা হতেই পারে।

অতিরিক্ত চামড়া ওঠার অন্য কারণ

বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া হলে কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে চামড়া উঠতে পারে বেশি। পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহারের পরোক্ষ প্রভাবেও এমনটা হতে পারে। স্নানের জলে জীবাণুরোধী রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা হলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সোরিয়াসিস, কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস ও এগজিমা আক্রান্তদেরও চামড়া ওঠার সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিকারের উপায়

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন অবশ্যই। এমন ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন, যা মাখার পর চিটচিটে হবে না। সেরামাইডযুক্ত ময়েশ্চারাইজার ভালো। ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন।

পর্যাপ্ত জল খাবেন। ত্বকের সুরক্ষায় ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। সবুজ শাকসবজি, তাজা ফলমূল, নানা ধরনের বাদাম, বীজ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবার খাবেন। প্রতিবার হাত পরিষ্কার করার পর হ্যান্ড ক্রিম লাগিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ঘাম হলে মুছে ফেলুন। ত্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

এসব বিষয় মেনে চলার পরেও সমস্যা না মিটলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গরমে বেল কেন খাবেন

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে বেলের শরবত বেশ উপকারী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পাকা বেলে আছে মেথানল নামের একটি উপাদান, যা ব্লাড সুগার কমাতে দারুণ কাজ দেয়। এছাড়া অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান, ভিটামিন-এ, সি সহ প্রচুর খনিজ উপাদান রয়েছে। প্রচণ্ড গরমে এক গ্লাস বেলের শরবত শরীরকে ঠান্ডা ও মনকে চাঙ্গা করতে পারে।

খাওয়ার উপকারিতা

- বেল কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, নিয়মিত খেলে পেট পরিষ্কার থাকে
- আলসারের ওষুধ হিসেবে বেলের জুড়ি মেলা ভার
- বেলের শরবত শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি অ্যাসিডিটির ঝুঁকি কমায়
- নিয়মিত বেল খেলে মুক্তি পাবেন আরথ্রাইটিসের সমস্যা থেকে
- এনার্জি বাড়াতে বেল কার্যকরী। ১০০ গ্রাম বেল ১৪০ ক্যালোরি এনার্জি দেয়
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে বেল
- বেলে মেথানল নামে একটি উপাদান রয়েছে, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে
- ত্বকে কোলাজেন গঠনে সহায়তা করে বেলের শরবত। ফলে ত্বক অকাল বার্ধক্য থেকে সুরক্ষিত থাকে

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

আমার শহর

ছোট্ট তারা

ঘোগোমালি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া শিল্পা বর্মন যোগে পারদর্শী। একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতেছে সে।

টুকরো খবর

হোর্ডিং চুরি

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং চুরির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শনিবার একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা ভক্তিনগর থানায় হোর্ডিং চুরির অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ সিসিটিভির সূত্র ধরে বিভিন্ন ভাঙাড়ির দোকানে অভিযান চালায়। এরপর শালুগাড়া এলাকায় একটি ভাঙাড়ির দোকান থেকে চুরি যাওয়া হোর্ডিং উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ওই দোকানের মালিক শম্ভু সাতনামিকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অজয় বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বাসিন্দা অজয় হোর্ডিং চুরি করে শম্ভুকে বিক্রি করেছিল। ধৃতদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

যৌন হেনস্তা

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পালসাং শেরপা। চলতি মাসের শুরুর দিকে ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকার বাড়িতে ঢুকে যৌন হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। সেই সময় নাবালিকার বাড়িতে আর কেউ ছিল না। এই সুযোগেই পালসাং বাড়িতে ঢোকে বলে জানা যাচ্ছে। জানাজানি হতেই পালসাং পালিয়ে যায়। থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। শেষমেশ শনিবার রাতে পালসাংকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ধৃত ব্যবসায়ী

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গত বছর সেপ্টেম্বরে বিহারের পূর্ণিয়ার এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার জিনিস কিনেছিল শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ী। কিন্তু সে টাকা মেটায়নি বলে অভিযোগ করেন বিহারের ব্যবসায়ী। পূর্ণিয়া সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। শনিবার শিলিগুড়িতে এসে প্রদীপ শর্মা নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পূর্ণিয়া থানার পুলিশ। ভক্তিনগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় প্রদীপকে ধরতে সমর্থ হয় পড়শি রাজ্যের পুলিশ। রবিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেবক রোডে প্রদীপের একটি দোকান রয়েছে।

সম্মেলন

বাগডোগরা, ২৭ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ক্লাবে রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। উদ্বোধন করেন অধ্যাপক সীতাংশু বিমল করঞ্জাই। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন অধ্যাপিকা রত্না রায় সান্যাল।

আলো আলো আরও আলো...

মহানন্দাঘাটে আরতি (বাঁদিকে)। কাশ্মীরের পহলগামে নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন। শিলিগুড়ির হাসমি চকে। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

সম্প্রসারিত অংশেও দখলদারি

এসএফ রোড নিয়ে মেয়রের পরিকল্পনায় সংশয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : রাস্তার কাজের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে চলছে দখলদারি। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার (এসএফ) রোডটি চওড়া করে পাতা হচ্ছে পেভার্স ব্লক। যতটুকু কাজ হয়েছে, সেই অংশে বসছে অস্থায়ী দোকান। দাঁড় করানো হচ্ছে যানবাহন। সেদিকে নজর নেই প্রশাসনের। ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন, এ তো সরকারি অর্থ অপচয়ের সমান। দখলই যদি হতে হয়, তবে সম্প্রসারণ করে কী লাভ?

এ প্রসঙ্গে নর্থবেঙ্গল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলছেন, 'এসএফ রোডের সম্প্রসারণ খুব ভালোভাবে হচ্ছে। কাজ শেষ হলে এই রাস্তায় যানজট, দুর্ঘটনা অনেকটা কমবে। তবে, কেউ যাতে সেখানে দোকান না বসান কিংবা সামগ্রী না রাখেন, সেই আবেদন প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছে করা হবে। ওখানে যানবাহন পার্কিংও করা যাবে না।'

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'এসএফ রোডকে আমরা গ্যাংটকের এমজি রোডের ধাঁচে সিগনেচার রোড হিসেবে তৈরি করতে চাই। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাই চওড়া করা হচ্ছে। আমরা কোনওভাবে ওই রাস্তা দখল করতে দেব না। সম্প্রসারণ হয়ে গেলে দু'পাশে ৫০-৬০টি গাছ লাগানো হবে।'

কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে এসএফ রোডের দু'পাশে পৌনে চার মিটার করে চওড়া করা হচ্ছে। এই কাজের জন্য পূর্ত দপ্তর ৫ কোটির বেশি টাকা বরাদ্দ করেছে। অগাস্টের মধ্যে

লাভ কার?

- কয়েক কোটি ব্যয়ে এসএফ রোডের দু'পাশ সম্প্রসারণ চলছে
- পেভার্স ব্লক বসানো অংশে কোথাও গাড়ি পার্কিং, কোথাও বসেছে দোকান
- এর আগে শিলিগুড়ির বর্ধমান ও হিলকার্ট রোড চওড়া করা হয়েছিল
- সেই সম্প্রসারিত অংশটি আজও দখলমুক্ত করতে পারেনি পুরনিগম

কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এক আধিকারিক আশ্বাস দিলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসএফ রোডের সম্প্রসারণ শেষ হবে।'

রাস্তাটি দু'পাশে সম্প্রসারণের জন্য প্রথমদিকে কিছু গাছ কাটা হয়েছিল। সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই বন্ধ হয় বৃক্ষচ্ছেদন। আগামীতে ফের আরও গাছ কাটা হবে, নাকি মাঝে গাছ রেখেই কাজ চলবে তা নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারছেন না পূর্ত আধিকারিকরা। তবে, আপাতত গাছগুলো রেখে পেভার্স ব্লক পাতা হচ্ছে।

রবিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, এসএফ রোডের দু'পাশে যে অংশে পেভার্স ব্লক পাতা হয়েছে, সেখানে কোথাও বসেছে দোকান কিংবা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দু'-চারচাকার গাড়ি।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ মনে করছেন, যদি রাস্তা চওড়া করতেই হয়, তবে পেভার্স ব্লক না বসিয়ে বিটুমিনাস ব্যবহার করলে ভালো হত। বাস্তবে ফুটপাথ আরও একটু চওড়া করে পেভার্স ব্লক দিয়ে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্ধমান রোডের মতো এই রাস্তাটিও সম্প্রসারণের পরে অঘোষিত পার্কিং জোন আর ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে, আশঙ্কা তাঁদের। তাতে আখেরে লাভ হবে না কারও।

অতীতে হিলকার্ট রোডও চওড়া করা হয়েছিল। ফুটপাথ সহ সেই বর্ধিত অংশের পুরোটা ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। পরবর্তীতে আর সেই দখল উচ্ছেদ করতে পারেনি পুরনিগম।

দখলে স্টেশন ফিডার রোডের সম্প্রসারিত অংশ। শিলিগুড়িতে রবিবার।

পাড়ায় পাড়ায়

জলসমস্যা নিরঞ্জননগরে

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : এলাকায় একটি মাত্র জলের কল। সেটিও বছরখানেক বিকল। ফলে জল আর আসে না শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জননগর ক্ষুদিরাম বসু রোডে। এতে দুর্ভোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। সমস্যাটি স্বীকার করে স্থানীয় কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা বলেন, 'দক্ষিণ শান্তিনগর মেইন রোডের পূর্ব দিকেও একই সমস্যা। পুরনিগমে বারবার জানালেও কোনও সমাধান হয়নি।'

শিলিগুড়ি

স্থানীয় বাসিন্দা সুমন মণ্ডলের বক্তব্য, 'আশপাশে প্রচুর মানুষ এই জলের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আগে কল দিয়ে সুতোর মতো জল পড়ত। বছরখানেক আগে রাস্তার কাজ হল। তারপর কী যে হল জানি না, এখন কল দিয়ে একটুও জল পড়ে না। আমাদের জল আনতে অন্য জায়গায় যেতে হয়।'

আরেক বাসিন্দা সরস্বতী দাস বলেন, 'এই এলাকায় সবার বাড়িতে জলের কল নেই। পুরনিগমের জল এমনিতেই মাঝেমধ্যে আসে। আবার আসেও না। তার ওপর এই কলটি বিকল হয়ে যাওয়ায় খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

বেহাল পথ, ভাঙা কালভার্ট

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : বহু বছর ধরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলা বাজার রোডের বেহাল দশা। চেকপোস্ট ও বাংলা বাজারের সংযোগকারী রাস্তাটি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। রাস্তার পিচের প্রলেপ উঠে গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে কালভার্টের একাংশ। রাস্তাটি বাজার সংলগ্ন হওয়ায় প্রতিদিন বহু মানুষের চলাচল। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা অমিত দাস বলেন, 'রাস্তাটির অবস্থা এত খারাপ যে চলাচল করাই দায়।'

শিলিগুড়ি

এই রাস্তার সংস্কার হবে কি না, তা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। একই মত এলাকার আরেক বাসিন্দা বিনয় দাসের। তিনি বলেন, 'চার মাসের বেশি হয়ে গেলেও কালভার্টের সংস্কার হয়নি।' এলাকার ব্যবসায়ীদের কথায়, রাস্তাটির বেহাল অবস্থার জন্য তাঁদের সমস্যা হচ্ছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলর শোভা সুব্বা বলেন, 'রাস্তা ও কালভার্ট সংস্কার এখন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

টাকা চেয়ে হুমকি মাদকাসক্তদের

কাঁদতে কাঁদতে থানায় ছুটলেন ব্যবসায়ী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : নেশার টাকা চেয়ে দোকানদারদের হুমকি দিচ্ছে মাদকাসক্তরা। এমনকি টাকা না দিলে কখনো-কখনো ঠ্যালা উলটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কখনও আবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াচ্ছে নেশাগ্রস্তরা।

মাদকাসক্তদের এমন উপদ্রবে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন ফাস্ট ফুডের দোকানদাররা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক ব্যবসায়ী। আতঙ্কিত ওই দোকানদার শিলিগুড়ি থানায় এসে রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েন।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার ধারে দোকানদারদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই মাদকাসক্তরা ঝামেলা করছে বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, মাঝেমধ্যে টাকা না দিলে রাস্তার ধারে বসানো ঠ্যালা উলটে ফেলে দিচ্ছে ওই নেশাগ্রস্তরা। যোগেন্দ্র প্রসাদ নামে ওই ব্যবসায়ী এদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'ঠ্যালার ওপরই আমার ও আমার ছেলের সংসার চলে। ঠ্যালাই যদি না লাগাতে পারি, তাহলে কোথায় যাব?'

নেশাগ্রস্তদের দাপাদাপির বিষয়টা কারও অজানা নয়। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মার বক্তব্য, 'ওই এলাকায় নেশাগ্রস্তদের দাপট অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালাচ্ছে। তবে ওটা রেল আইনের আওতায় চলে যাচ্ছে। তাই রেল পুলিশকেও এব্যাপারে সক্রিয় হতে হবে।' বিষয়টি নিয়ে রেল পুলিশের কাছে ওয়ার্ড কমিটির তরফ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলার।

প্রতীকী -এআই

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন এলাকায় মাদকাসক্তদের দাপট দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন সময় এবিষয়ে টাউন স্টেশনে থাকা রেলকর্মীরা

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য

- শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মাদকাসক্তদের উপদ্রব
- মাদক দ্রব্য কেনার টাকা চেয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হুমকি, অভিযোগ
- টাকা না দিলে ঠ্যালা উলটে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি
- ব্যবসায়ীকে আশ্বস্ত করে পুলিশ, মোবাইল নম্বর দিয়ে প্রয়োজনে ফোনের পরামর্শ

বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তবে এই দাপট এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে টাউন স্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় ঠ্যালা নিয়ে বসা ব্যবসায়ীদের ওপর কোপ পড়ছে।

অশোক মাহাতো নামে এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'প্রতিদিন আমাদের থেকে ওই নেশাগ্রস্তরা ৫০ বা ১০০ টাকা করে চাইছে। টাকা না দিতে পারলে আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকিও দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে টাকা না দিতে চাইলে ওরা আমাদের সঙ্গে ঝামেলা করছে।'

তাঁদের ঠ্যালাও উলটে দেওয়া হয় বলে জানান যোগেশ মাহাতো নামে আরেক ব্যবসায়ী। তাঁর বক্তব্য, 'ওদের কিছু বলতে ভয় লাগে। ওরা যদি ওখান থেকে সরিয়ে দেয়, তাহলে আমরা যাব কোথায়? আমাদের পাশে কেউ নেই।'

বাধ্য হয়ে এদিন শিলিগুড়ি থানায় গিয়েছিলেন যোগেন্দ্র। নিজের সমস্যা বলতে গিয়ে এক সময় তিনি কেঁদেই ফেললেন। যোগেন্দ্রকে কেঁদে ফেলতে দেখে, তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন পুলিশকর্মীরা। পুলিশের তরফে তাঁকে একটি ফোন নম্বর দেওয়া হয়। বলা হয়, কোনও সমস্যা হলেই ওই নম্বরে ফোন করার জন্য। চোখের জল মুছতে মুছতে নিজেকে শান্ত করে থানা থেকে চলে যান ওই ব্যবসায়ী।

আজ শহরে

- বিশ্ব নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, শিলিগুড়ি অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ও শিলিগুড়ির সমস্ত নৃত্য শিক্ষায়তনের সহযোগিতায় তিনদিনের অনুষ্ঠান। দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠান হবে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

বাগডোগরা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার ট্রেনে কাটা পড়ে এক প্রৌঢ়ার মৃত্যু হল। রেল পুলিশ জানায়, এদিন বেলা ১২টা নাগাদ মাটিগাড়া-বালাসন সেতুর ওপরে মাটিগাড়া লেনিন কলোনির বাসিন্দা ঊষা রায় (৬৪) নামে ওই প্রৌঢ়া ট্রেনে কাটা পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই সময়ে রাধিকাপুর ডেমু ট্রেন গিয়েছিল। ঊষার পরিবারে কেউ নেই। ভিক্ষা করে দিন চলাতেন। কানেও কম শুনতেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, কানে কম শোনার জন্য ট্রেনের শব্দ শুনতে পাননি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সংঘের বর্ষপূর্তি

ইসলামপুর, ২৭ এপ্রিল : রবিবার ইসলামপুর ভারত সেবাশ্রম সংঘের ৪২তম বর্ষপূর্তি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘের তরফে একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। এদিন বিশ্ব শান্তি কামনায় যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। সংঘের সম্পাদক পরিতোষ দাস বলেন, 'কাশ্মীরের ঘটনার কারণে এবারের অনুষ্ঠান সাদামাঠাভাবে করছি। দীক্ষাদান হল। একাধিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও পালিত হয়েছে।'

পানীয় জল ঘোলাটে, দুর্গন্ধ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : শনিবার বিকেলের পর দুর্ভোগ অব্যাহত রইল রবিবারেও। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় এদিন পরিস্রুত পানীয় জল পাননি মানুষ। অভিযোগ, কোথাও স্ট্যান্ডপোস্ট দিয়ে বেরিয়েছে ঘোলাটে জল, কোথাও আবার দুর্গন্ধের জেরে পান করাই গেল না তা। যদিও পুরকর্তাদের দাবি, এদিন সকাল থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। কোথাও কোনওরকম সমস্যা হয়নি। পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'শনিবার খানিকটা অসুবিধে হয়েছিল। রবিবার সেটা মিটে গিয়েছে।'

তবে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে দেখা ছবি অন্য কথা বলছে। শহরবাসীর অভিযোগ, এদিন সকাল-বিকেল, দু'বেলাই পানীয় জল নিয়ে সমস্যা হয়েছে। তবে বিকেলে তুলনামূলকভাবে কম। পিডব্লিউডি মোড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মী সরকারের ব্যাখ্যায়, 'সকালে সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি, ঘোলাটে জল বের হচ্ছে। খাওয়ার সময় গন্ধ পেলাম। নালা থেকে যে পচা গন্ধ বের হয়, অনেকটা তেমন। ওই জল দিয়ে জামাকাপড় ধুয়ে ফেলেছি। পরে জল কিনে এনে খেলাম।'

সিকিমে বৃষ্টি ও ধসের জেরে তিস্তার জলে পলির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। এ কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে ঘোলাটে জল আসছিল। সেই পরিস্থিতিতে চাহিদার তুলনায় অনেক কম পরিমাণে জল উত্তোলন করতে পারছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এমনকি পরিশোধনের পরেও জলের ঘোলাটে রং আর পচা গন্ধ রয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। কম জল উত্তোলনের ফলে শনিবার শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করতে পারেনি পুরনিগম। ফলে সেদিন বিকেলে ৩১, ৩২, ১৮, ২০ ও ২৪ সহ একাধিক ওয়ার্ডে পানীয় জল পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে।

রবিবার সকালেও সরবরাহ করা জলের রং ঘোলাটে ছিল এবং তা থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়েছে। এদিন বিকেলে একাধিক জায়গায় একই ঘটনা ঘটে। খাওয়ার বদলে জল দিয়ে কেউ জামাকাপড় কেচেছেন, কেউ গাছের পরিচর্যা করেন। দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা পাপড়ি ভৌমিক বললেন, 'সকালে জল ভরে নিয়ে আসার পর দেখছি ঘোলা কাদাজল। সব জল গাছে দিয়ে দিয়েছি। ওগুলো কি মানুষ খায়?'

পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তিস্তায় ঘোলা জল আসার কারণে শনিবার সকালে জল উত্তোলন হয়নি। তাই বিকেলে বেশ কিছু এলাকায় জল সরবরাহ সম্ভব হয়নি। তবে শনিবার রাতে জল তুলে রবিবার সকালে সরবরাহ করা হয়। ঘোলা জল আসা বন্ধ হওয়ার পরেই নাকি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর জল উত্তোলন করে পরিশোধনের পর সরবরাহ করেছিল। সত্যিই যদি ঘোলাটে জল উত্তোলন করা না হয় তবে এদিন সকালে কেন শক্তিগড়, নৌকাঘাট, পিডব্লিউডি মোড়, শীতলাপাড়া, ফুলেশ্বরী, দক্ষিণ ভারতনগর সহ একাধিক এলাকায় ঘোলা জল পেলেন মানুষ, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই পুরকর্তাদের কাছে। এখন এমন পরিস্থিতি হলে, ভরা মরশুমে কী হবে? সে প্রশ্নও উঠছে।

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

মানুষ-কুকুরের সহাবস্থান বিশ্রামাগারে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : সবুজ টাইলস বসানো সিমেন্টের স্ল্যাবের ওপর কম্বল ভাঁজ করে তার ওপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন এক ব্যক্তি। তাঁর পায়ের সামনে হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আরও একজন। এদিকে, স্ল্যাবের নীচে বিশ্রামরত দুটো কুকুর। মানুষ আর সারমেয়র এমন সহাবস্থানের ছবি রবিবার ধরা পড়ল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বিশ্রামাগারে।

চারপাশে পান-গুটখার পিকের দাগ। পাশ দিয়ে শৌচালয় থেকে জল পাইপলাইনের মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে। এককথায় চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তারমধ্যেই রোগীর আত্মীয়পরিজনরা বিশ্রাম নিচ্ছেন। বলা ভালো, নিরুপায় হয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই নিয়ে জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষের সাফাই, 'বিশ্রামাগার নিয়ে আবাসন দপ্তরে একটি প্রোপোজাল পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালের মধ্যে আরও বড় আকারে বিশ্রামাগার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তবে সেটা অন্য জায়গায় করা হবে।'

২০১২ সালে শিলিগুড়ির তৎকালীন বিধায়ক ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দে হাসপাতালের

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বিশ্রামাগারের ছবিটা উদ্বেগজনক। রবিবার।

বিশ্রামাগারটি নির্মাণ হয়েছিল। সেটার ভেতরে আবার টিকিট কাউন্টারও রয়েছে। এছাড়া হাসপাতাল চত্বরে বসার জন্য কয়েকটি বেঞ্চ পাতা হয়। যদিও ঝড়-বৃষ্টি বা চড়া রোদে মানুষ বিশ্রামাগারেই আশ্রয় নেন।

বাবাকে ভর্তি করার পর থেকে দু'দিন ধরে সেখানে রাত কাটাচ্ছেন শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের বাসিন্দা রাকেশ সরকার। রাকেশের অভিজ্ঞতা, 'সিমেন্টের স্ল্যাবের ওপর শুয়ে রাত কাটাচ্ছি। বৃষ্টি নামলে কুকুরগুলো ভেতরে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে মশার উৎপাত তো বাড়তি পাওনা। আমার মতো অনেকে কষ্ট করে থাকছেন এখানে। এত বড় হাসপাতালে যদি বিশ্রামাগারের এমন দশা হয়, তবে তা ভীষণ লজ্জার।'

হাসপাতালে রাকেশের মতো অনেকেই (রোগীর পরিজন) রোজ রাত কাটাচ্ছেন। চিকিৎসক বা নার্সরা তাঁদের কাছাকাছি থাকতে বলেন। জরুরি প্রয়োজনে যেন তাঁদের কাছে পাওয়া যায়। তেমন একজন জ্যোতিনগরের বাসিন্দা রিম্পা দাস দিদিকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। রিম্পার কথায়, 'কখন কী দরকার পড়ে, তাই বাড়ির কেউ না কেউ থাকেন হাসপাতালে। এখানে মশারি টাঙিয়ে অনেকে ঘুমোন। উন্নতমানের একটি বিশ্রামাগার তৈরি হলে সকলের সুবিধা হয়।'

> সিমেন্টের স্ল্যাবের ওপর শুয়ে রাত কাটাচ্ছি। বৃষ্টি নামলে কুকুরগুলো ভেতরে ঢুকে পড়ে। মশার উৎপাত বাড়তি পাওনা। অনেকে কষ্ট করে থাকছেন এখানে। এত বড় হাসপাতালে যদি বিশ্রামাগারের এমন দশা হয়, তবে তা ভীষণ লজ্জার।
>
> **রাকেশ সরকার**
> *ইস্টার্ন বাইপাসের বাসিন্দা*

নালার ওপর বাঁশের মাচায় পসরা

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : সরকারি জমি দখল করে রাস্তার দু'পাশে অবাধে গজিয়ে উঠছে একের পর এক ছোট ছোট দোকান। আবার অন্য জায়গায় ফুটপাথে বাঁশ ও ত্রিপল দিয়ে অস্থায়ী দোকান বানিয়ে ব্যবসা করছেন অনেকে। এতে উভয়ক্ষেত্রেই যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে পথে। তাতে যানজট বাড়ছে। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া বেশকিছু এলাকায় এই সমস্যা চরম আকার নিয়েছে।

এই সমস্যায় জেরবার এলাকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভালোবাসা মোড়, জোড়পাকুড়ি, সিপাহিপাড়া, ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড, মাইকেল মধুসূদন কলোনি, সাউথ কলোনি ইত্যাদি। আবার ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা চলছে উত্তরকন্যা সংলগ্ন সেভেন্টি মোড়, ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ান মোড়, অম্বিকানগর ইত্যাদি জায়গায়। ফুটপাথ দখল হচ্ছে ভালোবাসা মোড়েও।

ফুলবাড়ি ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় নেতাদের মদতে চলছে দখলদারি। গোড়া মোড়-ভোলা মোড় রোডে মাসখানেক আগে প্রশাসন অস্থায়ী দোকান তুলে দিয়েছিল। ফের একই জায়গায় স্থায়ী, অস্থায়ী দোকান বানিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও প্রশাসন বা পুলিশের নাকি এসব জানা নেই। নাম প্রকাশে নারাজ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগ এলে তো আমরা ব্যবস্থা নিয়েই থাকি।'

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলামের বক্তব্য, 'আমার কানে কিছু অভিযোগ এসেছে। আমি দু'দিনের মধ্যে বিতর্কিত জায়গাগুলো ঘুরে দেখে প্রশাসনের নির্দিষ্ট বিভাগে অভিযোগ জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলব।' স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসন ও শাসকদলকে দায়ী করেন। একই অভিযোগ বিরোধীদের।

ফুলবাড়ির বাসিন্দা সফিকুল হক বলেন, 'প্রথমে খালি জায়গা দেখে অস্থায়ী দোকান তৈরি করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে সেই দোকানগুলি পাকা হয়ে যায়। ভোলা মোড়, গোরা মোড় সহ দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক জায়গাতে তাই হয়েছে।' ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে অস্থায়ী দোকান গড়ে মাংস বিক্রি করেন একজন। তিনি নাম বলতে রাজি হলেন না। তাঁর বক্তব্য, 'চাকরি চলে গিয়েছে। তারপর থেকে ফুটপাথে ব্যবসা করছি। সরকারের প্রয়োজন হলে জায়গা ছেড়ে দেব।'

উত্তরের ৬ জেলায় ১৯২ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ এপ্রিল : গত কয়েক বছর ধরেই ধাপে ধাপে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের কাজ চলছে। এতে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা নানা বাড়তি সুযোগসুবিধার আওতায় আসছেন। এবার চলতি আর্থিক বর্ষে উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার ১৯২টি গ্রামীণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার প্রশাসনিক অনুমোদন মিলল। গোটা রাজ্যের ২০ জেলা মিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৪৪। এজন্য প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ গোটা রাজ্যের সবক'টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ৫২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে ২৪টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি, জিটিএ-তে ৩টি, জলপাইগুড়িতে ৭টি, মালদায় ৯২টি ও উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হবে।

বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে কী কী কাজ করতে হবে সেটাও স্বাস্থ্য দপ্তরের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন শাখার তরফে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মেরামতি, ইউপিএস-রেফ্রিজারেটরের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দায়িত্বে থাকা কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের (সিএইচও) বসার কেবিন, টিউবওয়েল ও জলের পাম্প সহ নানা কাজ হবে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে অন্তঃসত্ত্বা, প্রসূতিদের পরিচর্যা, শিশুদের টিকাকরণ, নানা রোগের প্রতিষেধক প্রদানের মতো নিয়মিত পরিষেবা তো রয়েইছে। বাড়তি হিসেবে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থাও চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার রোগীরা তাঁদের বাড়ির আশপাশের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে অনলাইনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে পারবেন।

জলপাইগুড়ি জেলার মোট ৩৮৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে বেশিরভাগ আগেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এবার যে ৭টিকে নতুন করে বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে নাগরাকাটা ব্লকের ৫টি ও রাজগঞ্জ ব্লকের ২টি। মালদার কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকে ১৭টি, দুই নম্বর ব্লকে ১৩টি, তিন নম্বর ব্লকে ১২টি, মালদা (পুরাতন) ব্লকে ৬টি, মানিকচক ব্লকে ১২টি, রতুয়া এক নম্বর ব্লকে ১৬টি, রতুয়া দুই নম্বর ব্লকে ১১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের তালিকায় রয়েছে।

এছাড়া, কোচবিহার মেখলিগঞ্জ ব্লকে ৫টি, সিতাইয়ে ৫, শীতলকুচিতে ২, তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে ১১টি ও দুই নম্বর ব্লকে ১টি রয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকে ২টি, জিটিএ এলাকার সুকনায় ১টি, রংলি রংলিয়টে ১টি, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে ৯টি, হেমতাবাদে ১টি, ইসলামপুরে ১৭টি, ইটাহারে ১২টি, কালিয়াগঞ্জে ১টি, করণদিঘি ব্লকের ২৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রও সংস্কার করা হবে।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'সত্যিই প্রশংসনীয় কাজ। তবে পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টেলিমেডিসিন পরিষেবা। -ফাইল চিত্র

উন্নীতকরণের তালিকায়

- কোচবিহারে ২৪টি
- দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি
- জিটিএ-তে ৩টি
- জলপাইগুড়িতে ৭টি
- মালদায় ৯২টি
- উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি

মাকে পিটিয়ে খুন ছেলের

গৌতম দাস

গাজোল, ২৭ এপ্রিল : নৃশংস হত্যা, তাও আবার নিজের মাকে। গোটা এলাকা, আত্মীয়পরিজনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে মাকে পিটিয়ে মেরে হত্যার ওই ঘটনা। যে কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ছেলে।

এমন ঘটনা ঘটেছে এমন একটি পরিবারে যারা জমিদার হয়েও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেছিলেন। সেজন্য ইংরেজ শাসকের রোষানলেও পড়েন দাস সরকার পরিবারের তিন ভাই। মহেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। বিভিন্ন সময় তাঁরা বন্দি ছিলেন জেলে। বংশের সকলেই ছিলেন প্রজাবৎসল। আর সেই পরিবারের এক সন্তান মাকে পিটিয়ে মেরে পুলিশের হাজতে। ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়।

গাজোলের আলালে ওই হত্যাকাণ্ডে পড়শিরা হতবাক। মা সংগীতা দাস সরকারকে নৃশংস হত্যায় জড়িত ছেলে অভিষেক। অভিযোগ পাওয়ার পর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। আপাতত আদালতের নির্দেশে সে পুলিশি হেপাজতে। আগামীকাল তাকে আবার আদালতে তোলা হবে। পরিবারের সকলেই চাইছেন ওই জঘন্য ঘটনার জন্যে কঠিনতম সাজা হোক অভিষেকের।

অভিষেকের কাকা পীযূষ দাস সরকারের বক্তব্য, 'দাদা অমরজ্যোতির একমাত্র ছেলে অভিষেক। প্রায় বছর ১৪ আগে তিনি মারা যান। তারপর থেকে বৌদি সংগীতা দাস সরকার ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। দিনের পর দিন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল অভিষেক। প্রায় প্রতিদিনই আকণ্ঠ মদ্যপান সঙ্গে ছিল বেহিসাবি জীবনযাপন। দাদা বেঁচে থাকতে তাঁর উপরেও অত্যাচার করত। দাদা মারা যাওয়ার পর মায়ের উপর চলতে থাকে অত্যাচার। গত বছর প্রায় ২৮ লাখ টাকা দিয়ে একটি জমি বিক্রি করেছিল বৌদি। তা থেকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা নিজে নিয়েছিল অভিষেক। কিন্তু সেই টাকাও নানাভাবে উড়িয়ে দেয়। এরপর টাকার জন্যে মাঝেমধ্যে মাকে মারধর করত।'

পীযূষের আরও অভিযোগ, 'ছেলের অত্যাচারের ভয়ে বৌদি পালিয়ে বেড়াত। বিভিন্ন লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিত। গত ২২ এপ্রিল সকালে তাঁকে বেধড়ক মারে অভিষেক। হাত-পা ভেঙে দেয়। প্রচণ্ড রক্তপাত হয়। প্রমাণ লোপাটের জন্য সেই রক্ত ধুয়ে ফেলে। এরপর কয়েকজনের সহযোগিতা নিয়ে মালদা মেডিকেলে মাকে ভর্তি করে। আমার সেজো ভাই দিবাকরকে ফোন করেছিল অভিষেক। বলেছিল মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মালদা মেডিকেল কলেজ থেকে বৌদিকে রেফার করা হয় কলকাতায়। আমরা তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলাম। সেইসময় খবর আসে বৌদি মারা গেছে।

ক্ষুব্ধ কাকার কথায়, 'জমিদার বংশ হলেও আমাদের কেউ এরকম বেহিসাবি জীবনযাপন করে না। যে ধরনের জঘন্য অপরাধ ও করেছে, তার জন্য সে উপযুক্ত শাস্তি পাক।'

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিষেককে। আদালতের নির্দেশে আপাতত পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঘটনার কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। সোমবার তাকে আবার আদালতে পেশ করা হবে।

নাবালিকা উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : যৌনপল্লি থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় দুজন মহিলা দালালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ১৮ মার্চ মুজফফরপুরের মুসহরী থানা এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকা নিখোঁজ হয়। থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন নাবালিকার বাবা-মা। এরপর খোঁজখবর শুরু করে পুলিশ। শেষমেশ শনিবার রাতে খাগড়ার ওই যৌনপল্লি থেকে উদ্ধার করা হয় নাবালিকাকে। পুলিশের ধারণা, মেয়েটি নারী পাচারচক্রের শিকার হয়েছিল। রবিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ওয়াকফ জমির অর্ধেকেই দখল

দখলকারীদের সহজ টার্গেট যেন জলপাইগুড়ি জেলায় ওয়াকফ এস্টেটের জমি। কোথাও বাড়িঘর গড়ে উঠেছে, কোথাও চাষাবাদ চলছে। কোথাও আবার বিঘার পর বিঘা জমিতে চা বাগান। দখলমুক্তির উদ্যোগ যে নেওয়া হচ্ছে না, তা নয়। তবে সেই উদ্যোগ কি যথেষ্ট? খতিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম কিস্তি।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : ওয়াকফ আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে ঠিকই। কিন্তু জেলায় জেলায় ওয়াকফ এস্টেটের নামে থাকা জমি বছরের পর বছর ধরে বেদখল হয়ে রয়েছে। খোদ জলপাইগুড়ি জেলাতেই সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোট ৮৩৩ একর জমি থাকার কথা। তার মধ্যে এখনও প্রায় ৪০০ একর জমি দখলমুক্ত করা যায়নি।

প্রশাসন যে সমস্যার কথা জানে না, তা নয়। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের উত্তরাধিকারী সূত্রে যাঁদের অধীনে জমিগুলি রয়েছে, তাঁদের মোতোয়ালি বলা হয়। এই জমি দখল নিয়ে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের কাছে মুন্সি মহম্মদ সোনাউল্লার পরিবারের তরফে এবং সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়ালিদের পক্ষ থেকেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ওয়াকফ বোর্ড ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের করা এক সমীক্ষা থেকেই শহর এলাকায় ১৫ একর ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখলের তথ্য উঠে এসেছে। তাসত্ত্বেও জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের দাবি, জেলায় কোথাও কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওয়াকফ বোর্ডের জমিতে কী কী হয়েছে? কোথাও শপিং মল বা মার্কেট কমপ্লেক্স হয়েছে। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমিতে বড় ও ক্ষুদ্র চা বাগান গড়ে উঠেছে। পড়ে থাকা ফাঁকা জমিতে ফ্ল্যাট সহ অন্য নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। জমি দখল করে কোথাও খেলার মাঠ গড়ে উঠেছে। বহু মানুষ সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের অনাবাদি জমিতে দীর্ঘবছর ধরে চাষাবাদ করে নিজেরাই ভোগদখল করছেন।

সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার, এমজি রোড, পুরোনো পুলিশলাইন, শিল্পসমিতিপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, কদমতলা বাস টার্মিনাস এলাকায় প্রচুর জমি দখল হয়ে গিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন নির্মাণকাজ করা হয়েছে। শহরতলির পাহাড়পুরের চৌরঙ্গি এলাকা, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে, তার কাছাকাছি জমিও বেদখল হয়ে রয়েছে।

> দেশভাগের সুযোগ নিয়ে ওয়াকফ এস্টেটের জমি অনেকে হাতিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে ওয়াকফ এস্টেটের জমি হস্তান্তর করা যায় না। অনেক তথ্য ও নথি নষ্ট করেও দখলকারীরা পার পাবেন না।
>
> লুৎফর রহমান

সরকারি বিভিন্ন অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত গড়ে উঠেছে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখল করে। মোহিতনগর এলাকায় ওয়াকফ এস্টেটের ৫০০ বিঘা জমি দখল করে রমরমিয়ে চলছে চা বাগান। সবচেয়ে বেশি জমি দখল হয়ে গিয়েছে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এখানকার চৌরঙ্গি এলাকা, প্রধানপাড়ায় এস্টেটের জমিতে চাষাবাদ চলছে, বাড়িঘর পর্যন্ত বানানো হয়েছে।

মালবাজারে তো ১৪০০ বিঘা জমি দখল করে বড় চা বাগান বানানো হয়েছিল। যারমধ্যে ৭০০ বিঘারও বেশি জমি পুনরুদ্ধার করেছে বোর্ড ও সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেট।

বর্তমানে লুৎফর রহমান ও মুস্তাফিজুর রহমান এই দুজন সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়ালি। ১৯২৬ সালে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেট গঠন করা হয়। লুৎফরের অভিযোগ, 'দেশভাগের সুযোগ নিয়ে ওয়াকফ এস্টেটের জমি অনেকে হাতিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে ওয়াকফ এস্টেটের জমি হস্তান্তর করা যায় না। অনেক তথ্য ও নথি নষ্ট করেও দখলকারীরা পার পাবেন না।'

মোতোয়ালি লুৎফর আরও বলেন, 'সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি পুনরুদ্ধার করে আমাদের ভোগদখল করার ইচ্ছা নেই। আমাদের পরিকল্পনা হল, সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের অধীনে জমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে জনকল্যাণমূলক কাজ করা হোক। সেখানে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা হোক। অবশ্যই সেখানে গরিব মানুষকে প্রাধান্য দিতে হবে পরিষেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে।' রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড একমাত্র সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমির পূর্ণাঙ্গ হিসেব ঘোষণা করেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে আরেক মোতোয়ালি মুস্তাফিজুর বলেন, 'জমি পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে ওয়াকফ বোর্ড ও জেলা প্রশাসনের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা

প্রথম পাতার পর

তারা বাণিজ্য বন্ধ করায় সেই আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানে জীবনদায়ী ওষুধের প্রবল ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওষুধ সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন পাক আধিকারিকরা।

বিকল্প হিসাবে কানাডা, চিন ও ইউরোপ থেকে ইসলামাবাদ ওষুধ আমদানির পরিকল্পনা করলেও এর ফলে ওষুধের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাকিস্তানের ওষুধ সংস্থাগুলিই এজন্য উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অস্বস্তি আরও বেড়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদে বন্যা পরিস্থিতি জটিল হওয়ায়। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে ঝিলমের জল। হাত্তিয়ান বালি এলাকায় তাই লাল সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আসিফকে উদ্ধৃত করে পাক সংবাদমাধ্যম খবর দিয়েছে, মুজফফরাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে হাত্তিয়ান বালিতে ঝিলমের গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা একাধিক গ্রামে রবিবার ভোর থেকে দ্রুত বাড়তে থাকে ঝিলমের জলস্তর। গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকে বাসিন্দাদের সতর্ক করার পর কার্যত এক কাপড়ে তাঁরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আসিফের কথায়, 'আগে কিছু জানানো হয়নি। ঘর থেকে কিছু বের করতে পারিনি। সব ভেসে গিয়েছে।'

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চের গবেষক ঘাশারিব শওকত বলেন, 'ভারতের পদক্ষেপের ফলে এমন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, যা হওয়া উচিত ছিল না। অথচ এই মুহূর্তে আমাদের কোনও বিকল্প নেই। সিন্ধু চুক্তির আওতায় থাকা নদীগুলির ওপর শুধু পাকিস্তানের কৃষি নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কোটি কোটি মানুষের জীবন নির্ভর করছে।' ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এমন সমস্যা আর হয়নি।স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পাকিস্তানে। দেশের অর্থনীতিবিদ ভাকার আহমেদের মতে, ভারতের সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের প্রভাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেনি পাকিস্তান। বন্যার সময় সিন্ধুতে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিকাঠামো এখনও ভারত তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু চুক্তি না থাকায় ভবিষ্যতে ভারত সিন্ধুতে বাঁধ দিলে পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। ব্যাহত হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও। সিন্ধু ও পঞ্জাবের শহরগুলিতে পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে।

গণপিটুনিতে মৃত

জয়গাঁ, ২৭ এপ্রিল : চোর সন্দেহে এক তরুণকে ধরে এমন মারধর করল এলাকার লোকজন যে, শেষপর্যন্ত মৃত্যু হল তার। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জয়গাঁর রামগাঁও এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অজয় গোয়ালা। যেখানে মারধরের ঘটনা ঘটেছে, তারই লাগোয়া এলাকায় বাড়িভাড়া করে থাকত সে। গণপিটুনির ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এলাকা থমথমে।

জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় যারা জড়িত তাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হবে।'

রামগাঁওয়ের বাসিন্দাদের দাবি, এলাকায় নাকি ওই তরুণের আগে থেকেই কুখ্যাতি ছিল। অভিযোগ, একটি বাড়িতে সে চুরি করতে ঢুকেছিল। অন্ধকারে তাকে দেখে ভয় পেয়ে যান গৃহকর্তা। তার চিৎকার শুনে বাড়ির সামনে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। এদিক অজয়ও পালাবার চেষ্টা করলেও সুযোগ পায়নি। এলাকাবাসীরা ঘিরে ধরে অজয়কে জুতোপেটা, কিল, ঘুসি, লাথি মারতে থাকে। ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে চলে মারধর। মার খেতে খেতে একটা সময় মাটিতে পড়ে যায় অজয়। কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে এলাকার বাসিন্দাদেরই একাংশ অজয়কে তুলে নিয়ে যায় জয়গাঁ থানায়। পুলিশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানায় আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

৬ নাবালক উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : কাজ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ছয়জন নাবালককে। কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগেই শনিবার রাতে কিশনগঞ্জ স্টেশনে উদ্ধার হল ছয়জন। রাতেই নাবালকদের চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রবিবার ছয়জনকে তাদের অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে চাইল্ড লাইন। কীভাবে উদ্ধার করা হল তাদের? পুলিশ জানিয়েছে, রাতে ছয়জন উদ্দেশ্যহীনভাবে স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের ওপর নজর রাখছিল এক তরুণ। রেল পুলিশের বিষয়টি নজরে আসে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুরো বিষয়টি সামনে আসে। ততক্ষণে পালিয়ে যায় ওই তরুণ। নাবালকরা কিশনগঞ্জ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা।

বার্তা মোদির

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের হুমকির জবাবে ভারত আরব সাগরে ভারতীয় নৌসেনা ব্রহ্মোস অ্যান্টি শিপ এবং অ্যান্টি সারফেস মিসাইল উৎক্ষেপণের মহড়া চালিয়েছে। নৌসেনা যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানে, যে কোনওভাবে দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ সুরক্ষা করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণাও করেছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পহলগামে গিয়ে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এসেছিলেন। মোদির গলাতেও রবিবার শোনা গিয়েছে ঐক্যের কথা।

তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের ঐক্য আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। এই একতা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াইয়ে আমাদের আধার। আমাদের উচিত, সংকল্পবদ্ধভাবে দেশের সামনে আসা এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া। আমাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রদর্শন করা উচিত।'

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, 'কাশ্মীরে যখন শান্তি ফিরছিল, স্কুল-কলেজে পড়াশোনার ছন্দ ফিরছিল, নির্মাণকাজে গতি আসছিল, গণতন্ত্র মজবুত হচ্ছিল, পর্যটকের সংখ্যায় রেকর্ড হচ্ছিল, মানুষের আয় বাড়ছিল, তরুণদের নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছিল, তখন দেশের শত্রুদের সেটা ভালো লাগেনি। জঙ্গি ও তাদের মদতদাতারা চায় কাশ্মীর যেন আবার ধ্বংস হয়। তাই এত বড় চক্রান্তকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে।'

বিশ্বের সমর্থন ভারতের দিকে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে মোদি বলেন, 'ভারতের মানুষের মধ্যে যে আক্রোশ রয়েছে, সেটা সারাবিশ্বেই রয়েছে। এই হামলার পর দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নেতারা আমাকে ফোন করে, চিঠি লিখে এই জঘন্য হামলার নিন্দা করেছেন।'

তুষারপাত

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : রবিবার বিকেলে পূর্ব সিকিমে ফের ভারী তুষারপাত হল। রাস্তা থেকে শুরু করে বাড়িঘর, গাড়ি- সবই সাদা বরফে ঢেকে যায়। তুষারপাতের কারণে ছাঙ্গু লেকের সামনের রাস্তায় প্রায় দুশোর মতো গাড়ি আটকেছিল। তবে ভিড়ে ঠাসা সিকিমে যাতে পর্যটকদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রশাসন দ্রুত বরফ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। ফলে সকালের দিকে তাপমাত্রা মনোরম থাকলেও দুপুরের পর নামতে শুরু করে।

বাইপাসে বিকল্প

প্রথম পাতার পর

তবে গত ৫-৬ বছরে সেই ছবি নাকি অনেকটাই পালটেছে বলে মত তাঁদের। কাঠের কাজ করতে করতেই সিকুল হালদার বলছিলেন, 'আশপাশের কাঠের দোকানের কাজের বরাত তো এখন এদিকেই আসে। তাই এখন আর বসে থাকার সময় হয় না। এত কাজ তো এক-দুজনের পক্ষে করাও সম্ভব নয়। তাই আশপাশে বহু লোক এই কাজ করছেন।' যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আগে থেকে কাঠের কাজ করতেন। আবার কেউ কাজ শিখে নিচ্ছেন।

গোপাল সূত্রধর যেমন দীর্ঘদিন ধরে কাঠের কাজের সঙ্গে যুক্ত। বলছিলেন, 'আগে কাজের জন্য দিল্লি, মুম্বই সহ অনেক জায়গায় যেতে হত। তবে এখন অত দৌড়ঝাঁপ করতে হয় না। এখানে যা কাজ পাই তাতে ভালোভাবে চলে যায়।'

স্টিলের সামগ্রীর ব্যবসা করেন রতন ভৌমিক। স্থানীয়দের দিয়ে কাজ করানোর সুবিধার কথা বললেন তিনি। রতনের কথায়, 'স্থানীয়দের দিয়ে কাজ করালে ওরাও উপকৃত হয় আর আমরাও সবসময় হাতের কাছেই কর্মীদের পাই।'

ইস্টার্ন বাইপাস এখন আর কেবল যান চলাচলের রাস্তা নয়, উপার্জনের একটা রাস্তাও বটে।

২৯ মোষ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : রবিবার ভোরে নেপাল সীমান্তে ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে গলগলিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে নাকা চেকিংয়ের সময় দুটি হরিয়ানা নম্বরের ট্রাক থেকে ২৯টি মোষ উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ট্রাক দুটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের নাম গোবিন্দ সিং, বলরাজ সিং, অক্ষয় সিং, মহম্মদ তসলিম এবং পাপ্পু কুমার।

সিকিমে অ্যাডভেঞ্চার

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : শনি ও রবিবার সিকিমের সোরেংয়ে হয়ে গেল 'ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভাল'। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ২৫০ জন রাইডার স্টান্ট দেখালেন। এই স্টান্ট দেখার জন্য দেশ-বিদেশের প্রচুর অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী ভিড় জমান। বন দপ্তরের উদ্যোগে শ্রীবাদমে আবার আয়োজন করা হয়েছিল 'আপহিল সাইক্লিং চ্যালেঞ্জ'। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের মোট ৩৬ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সিকিমের বনমন্ত্রী পিন্টসো এন লেপচা। এছাড়া সিকিমের সিডকেয়ং তুলকু পাখি উদ্যানে 'পাখি উৎসব'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধন করেন সিকিমের শ্রমমন্ত্রী ভীম হ্যাং লিম্বু। সিকিমের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রাজ্যের সংস্কৃতি, খাবার, পর্যটন ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে তুলে ধরা হচ্ছে। গোটা মে মাস ধরে চলবে এই উদযাপন। বেশিরভাগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং (গোলে)।

হতাশ চেয়ারম্যান

প্রথম পাতার পর

অভিযুক্ত রঞ্জনের শাস্তির দাবিতে শিলিগুড়িতে মিছিল পর্যন্ত করে। কিন্তু তারপরেও রাজ্য বা জেলা থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। যা নিয়ে হতাশ সংসদ সভাপতি। শিলিগুড়িতে তৃণমূলের অনেকেই বলছেন, রঞ্জন শীলশর্মার এই ধরনের কাজকর্ম দলেরই ক্ষতি করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসে থাকা দিলীপ রায়ও দলেরই নেতা। এসব দেখেশুনে অনেকেই খিল্লি করছেন। কিন্তু নেতৃত্বের হুঁশ ফিরছে না। সামনেই বিধানসভা ভোট। রাজ্য অথবা জেলা নেতৃত্বের রঞ্জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল বলেও মনে করছেন দলের একাংশ। তবে এখনও রঞ্জন শীলশর্মা নিজের অবস্থানে অনড়। কোনও ভুল করেছেন বলে তিনি মানতে নারাজ। রঞ্জন বলেন, 'ওই ঘটনার পরে আমাকে দলের রাজ্য বা জেলা থেকে কেউ কিছু বলেননি।'

খুনে জেরবার উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গত দু'বছরে নথিভুক্ত পকসো মামলার মধ্যে ১৫টি মামলায় অভিযুক্তদের সাজা দিয়েছে আদালত।

পুলিশ যথাসময়ে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছে। এই বছর কয়েকমাসে একটি ডাকাতি ও চারটি খুনের ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করে আদালতে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছে পুলিশ। সময়মতো আদালত সাজাও ঘোষণা করেছে।

তবে পকসো মামলা কেন বাড়ছে, কীভাবে মানুষকে সচেতন করা যায় তা নিয়ে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি।'

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মধ্যে সাধারণ ও রাজনৈতিক খুনের ঘটনার নমুনা সবচেয়ে বেশি আসছে মালদা ও কোচবিহার থেকে। এই দুটি জেলাতেই জনবিন্যাস মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনের। পুলিশের এক পদস্থ অফিসার জানান, সর্বত্র সামাজিক অবক্ষয় ক্রমাগত বাড়ছে। নমনীয়তা ও সহনশীলতার মতো বিষয়গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে হিংসা, পারিবারিক বিবাদ।

সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সাধারণ মানুষের বড় অংশ প্রভাবিত হচ্ছে। শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বাড়ছে। শুধুমাত্র অভিযুক্তকে সাজা দিলেই সামাজিক অবক্ষয় আটকানো যাবে না। প্রয়োজন সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র বলেন, 'পকসো মামলা উদ্বেগজনকভাবেই সর্বত্র বাড়ছে। এটার অন্যতম কারণ অবশ্যই সামাজিক অবক্ষয়। ৫-৭ বছরের শিশুর সঙ্গে বয়স্ক যারা যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধমূলক কাজ করছে তারা বিকৃত মানসিকতার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খারাপ কিছু দেখে অনেক বয়স্ক লোকও প্রভাবিত হচ্ছে। এমন ঘটনা যাতে না বাড়ে তার জন্য আমরাও প্রচার করছি।'

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই

প্রথম পাতার পর

বিচার ব্যবস্থা- কত ধরনের রক্ষাকবচ কোনওকিছুই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমষ্টিগত হানাহানি বন্ধ করাতে পারেনি। এটা এক নিষ্ঠুর সত্য। ২০০৩ সালে প্রকাশিত পল ব্রাসের লেখা 'দ্য প্রোডাকশন অফ হিন্দু-মুসলিম ভায়োলেন্স ইন কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া' এবং ২০০৪ সালে প্রকাশিত আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার-এর অসামান্য লেখা- 'স্বাধীনতার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : একটি বিস্তৃত বিবরণ'; দুটো বইয়ের ছত্রে ছত্রে দাঙ্গার করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। বইগুলি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আমাদের অসহায়তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের সহিংসতার আবহে সামগ্রিকভাবে গোটা উত্তরবঙ্গ এক ব্যতিক্রমী ধারা নিয়ে সময়ের স্রোতে এগিয়ে চলেছে। এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিষয়টিকে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারার সঙ্গে যেন মেলানো যায় না। ৫০০ বছর ধরে চলা স্বাধীন কোচবিহার রাজ-শাসনের সময় সেইভাবে কোথাও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ইতিহাস চোখে দূরবিন দিয়ে দেখতে হবে। ২০১৭ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশজুড়ে যেখানে ২৯০০টি দাঙ্গার ঘটনা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়েছে, সেখানে উত্তরবঙ্গের অবদান বলতে গেলে শূন্য।

বিভিন্ন সময়ের বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বাদ দিলে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঙ্গা থাবা বসাতে পারেনি। নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত বিশিষ্টতা নিয়ে উত্তরবঙ্গে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংগঠিত হলেও তার মধ্যে 'ধর্ম' মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাতামাতি, উন্মাদনা, আবেগ থাকলেও এর প্রকাশের মধ্যে এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলজুড়ে সেই ধরনের মৌল উগ্রতা নজরে আসেনি। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিবাদ পর্যায়েও উত্তরবঙ্গ সেই অনুপাতে শান্তই ছিল।

ঠিক কী কারণে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই সহিষ্ণুতা, তার প্রকৃত সামাজিক কারণ সম্পর্কে সমাজবিদরাই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করতে পারবেন। তবে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য, পরম্পরার মধ্যে আবহমানকাল ধরে এক বহুত্ববাদের চর্চা বিরাজমান যা ভারতের অন্যস্থানে বলতে গেলে নেই। গোটা উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সজুড়ে মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি এখনও নজরে পড়ে।

যারজন্য এই অঞ্চলে এখনও প্রবলভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটেনি। যুগের পর যুগ ধরে এই অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন নানা সম্প্রদায়ের মানুষজন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করছেন। মাঝে মাঝে রাজনীতির সুড়সুড়ি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত না করলে উত্তরবঙ্গের এই সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান যে কোনও দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে।

ইংরেজ শাসনকালে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স জুড়ে চা বাগানের বিস্তার এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের এখানে বসবাস, তার মধ্য দিয়ে যে জীবনশৈলী এখানে সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার শিকড় অনেক গভীরে। ধর্ম ও তার থেকে সৃষ্ট আবেগ এই সম্প্রীতির বন্ধনটাকে নষ্ট করতে পারেনি। যে ধরনের সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা সকলের অজান্তেই এই ভৌগোলিক এলাকায় গড়ে উঠেছে, সেই বোধ উত্তরের সমাজজীবনে ধর্মকে রক্তক্ষয় করতে বাধা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের লাখো লাখো জনজাতি তথা মূল নিবাসীর প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বর খোঁজা ও তাঁর সহজ-সরল উপাসনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত সমন্বয়বাদী ঐকতান সৃষ্টি করেছে। যার আবহ এখনও সক্রিয় বলে ধর্মের নামে এখানে রক্তক্ষরণ কম। ঘৃণা, বিভেদ, ধর্মীয় হিংসা, উগ্রতা এখানে কম।

এই কম থাকাটাই সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় হানাহানিকে বারবার রুখে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সমাজের প্রচ্ছন্ন এই ঐক্যের বাতাবরণকে ভেঙে ফেলবার চক্রান্ত যে হচ্ছে না, তা বলা যাবে না। তবে তিস্তা-তোর্ষা, কালজানি, মহানন্দা, রায়ডাক, জলঢাকা, কুলিক, আত্রেয়ী পারের অসংখ্য সাধারণ মানুষের আবহমানকাল ধরে লালিত সহিষ্ণুতা বিভেদের আগুনকে রুখবেই রুখবে।

পিচ বুঝি না বলে দেয় যুযিভাই প্রিয়াংশ

সুনীল নারায়ণ, হর্ষিত রানাদের দারুণভাবে সামলে নজর কেড়েছেন প্রিয়াংশ আর্য।

সম্পদ প্রভসিমরান, একসুর যুবি-রিকির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : অর্শদীপ সিং, শুভমান গিল, অভিষেক শর্মার পর কি প্রভসিমরান সিং? পাঞ্জাব থেকে ভারতীয় দলে কি পা রাখা আরও এক তারকা? শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সেই প্রতিশ্রুতিই যেন রেখে গেলেন পাঞ্জাব কিংসের ওপেনিং ব্যাটার প্রভসিমরান।

অতীতে শুভমান, অভিষেককে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যুবরাজ সিং। বলেছিলেন, দুইজনেই ভারতীয় দলে খেলবেন। সেই যুবরাজের মুখে প্রভসিমরানকে নিয়ে প্রশস্তি। একই সুরে দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ হয়ে উঠবে টিম প্রীতি জিন্টার এই ওপেনার।

হেডকোচ রিকি পন্টিংয়ের কাছেও প্রভসিমরান হল রত্ন। ইডেন ম্যাচের আগেই যা নাকি বলেছিলেন প্রাক্তন সতীর্থ ম্যাথু হেডেনকে। কিংবদন্তি অজি ওপেনার জানান, আইপিএলের আগে রিকি পন্টিংই তাঁকে বলেন, দলে একজন রত্ন পেয়েছেন। কাউকে নিয়ে এরকম কথা সাধারণত বলে না রিকি। কিন্তু প্রভসিমরানের প্রতিভা, দক্ষতা নিয়ে এতটাই মুগ্ধ, বলার সময় রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

কালবৈশাখী ঝড়ে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচেই ঐতিহাসিক ইডেনে সেই প্রশংসার প্রমাণ প্রভসিমরানের ব্যাটে। কিছুটা মন্থর পিচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের শক্তিশালী বোলিংকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন ৮৩ রানের ইনিংসে। প্রভসিমরান যদি হয় নায়ক, তবে

> যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।
>
> **প্রিয়াংশ আর্য**

দোসর তাঁর ওপেনিং পার্টনার প্রিয়াংশ আর্য। নিজের যে ইনিংসের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন দলের লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালকে!

প্রিয়াংশের সাফ কথা, পিচের আচরণ কী হতে পারে, এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেন না। এই ব্যাপারে যুযিভাই তার 'গুরু'। যুযবেন্দ্র চাহালই তাঁকে ইডেন পিচের হালহকিকত সম্পর্কে অবহিত করেন। সেইমাফিক ব্যাটিং পরিকল্পনা এবং সুফল।

ইডেন দ্বৈরথ শেষে প্রিয়াংশ বলেছেন, 'ম্যাচের আগে যুযিভাইয়া আমাকে এসে পিচ কীরকম আচরণ করবে, তা বুঝিয়ে দেয়। যা আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। কারণ, আমি পিচ বোঝার ব্যাপারে এখনও ততটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।'

চাহালের পিচ-রিপোর্ট কী ছিল, সেটাও তুলে ধরেন প্রিয়াংশ। ৯ ম্যাচে ৩২৩ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে নবম স্থানে উঠে আসা বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।'

পন্টিংও জানান, ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা আদর্শ উইকেট ছিল না ইডেনে। তাই পাওয়ার প্লে-তে পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগে জোর দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে নাইট স্পিন-চ্যালেঞ্জ সামলানোকে অগ্রাধিকার দেন। পন্টিং বলে দিয়েছিলেন, ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে টপ অর্ডারকেই যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। হেডস্যারের সেই অঙ্ক মেলানোর কাজটা ১২০ রানের ওপেনিং জুটিতে সেরে দেন প্রভসিমরান-প্রিয়াংশ।

ভেঙ্কিকে ওপেনিংয়ে চাইছেন কুম্বলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : 'রোগ'টা সবারই জানা। রোগের পথ্যও অজানা নয়। কিন্তু সঠিকভাবে সেই ওষুধের প্রয়োগটা কীভাবে হবে, সেটা অজানা কলকাতা নাইট রাইডার্সের।

আর অজানা বলেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে এখনও দিশাহীন ক্রিকেট খেলে চলেছে আজিঙ্কা রাহানের দল। প্রথম একাদশের সঠিক কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা ও বিতর্ক। দলের ব্যাটারদের ছন্দ বলে কিছু নেই। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের কুড়ির ক্রিকেটের মঞ্চে টেস্টের ব্যাটিংও করতে দেখা গিয়েছে।

গতরাতে ইডেন গার্ডেন্সে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। এক পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্টির কথা রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন দলের অন্যতম জোরে বোলার বৈভব অরোরা। তাঁর কথাতেই প্রমাণ, নাইটদের অন্দরে ক্রিকেটীয় আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে। এমন মনোভাব নিয়েই আজ রাত সাড়ে আটটার কিছু পরে কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নাইটদের পরের ম্যাচ মঙ্গলবার। সেই ম্যাচে আবার প্রাক্তন নাইট মিচেল স্টার্ক নাইটদের সংসারে কাঁটা হিসেবে হাজির হতে চলেছেন। শেষ মরশুমে স্টার্কের দুর্দান্ত পারফরমেন্স ছাড়া ট্রফি জয় সম্ভব ছিল না কেকেআরের। সেই স্টার্ক মঙ্গলবারের ম্যাচে বল হাতে বিপক্ষ শিবিরের ভরসা হিসেবে নামবেন মাঠে।

৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টের কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে নাইটরা সফল হতে পারেন, আজ তার দিশা দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অনিল কুম্বলে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কুম্বলে নাইটদের সাফল্যের দাওয়াই দিয়ে জানিয়েছেন, ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো হোক। ভেঙ্কি সুনীল নারায়ণের সঙ্গে কেকেআর ইনিংসের শুরুটা করুক। ভেঙ্কির মতো ব্যাটার শুরুর পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে পারলে নাইটদের অনেক সমস্যা মিটে যাবে বলে মনে করছেন কুম্বলে। তাঁর কথায়, 'চলতি মরশুমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন

সুনীল নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ওপেনিংয়ে চান অনিল কুম্বলে।

কেকেআর তাদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশনটাই ঠিক করতে পারেনি। আমার মনে হয়, নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কিকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো উচিত। আর অবশ্যই স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার লুভনিথ সিসোদিয়াকে খেলানো উচিত। ও দুর্দান্ত প্রতিভা।'

কুম্বলের পরামর্শ কেকেআর

দিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা

টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে নেবে, বাস্তবে এমন পরামর্শ কাজে লাগানোর কথা ভাববে কিনা- মঙ্গলবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অক্ষর প্যাটেলের দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচেই বোঝা যাবে। কিন্তু তার আগে অষ্টাদশ আইপিএলে একেবারেই স্বস্তিতে নেই গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। গতরাতের ইডেনে প্রথম একাদশে জোড়া বদল হয়েছিল। চেতন সাকারিয়া ও রোভমান পাওয়েলরা খেলেছিলেন প্রথম একাদশে। চেতনকে বল হাতে দেখা গেলেও বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার কারণে রোভমানের ব্যাটিং দেখা হয়নি ক্রিকেটমহলের। তাই দলের প্রথম একাদশের জোড়া বদল বাস্তবে কতটা কার্যকরী ছিল, সেটাও বোঝা যায়নি।

কালবৈশাখীর প্রভাবে রাতের ইডেনে পাঞ্জাবের ২০২ রানের চ্যালেঞ্জ নাইট ব্যাটাররা কীভাবে সামলাতেন, সেটাও আর জানা যাবে না। তার মধ্যেই গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বৈভব অরোরার কথা শুনে অবাক ক্রিকেটমহল। বৈভব বলেছিলেন, 'কোনও পয়েন্ট না পাওয়ার চেয়ে এক পয়েন্ট পাওয়া ভালো।' তারকাখচিত একটা চ্যাম্পিয়ন দলের সেরা বোলারের যদি এমন মনোভাব হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে খেলা হলে ম্যাচ হারের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল কেকেআর। আসলে নয়টি ম্যাচ খেলে ফেলার পরও এখনও দলের কম্বিনেশনটাই তৈরি করতে পারেননি অধিনায়ক রাহানে, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা। যার খেসারত দিতে হচ্ছে কেকেআরকে।

আজ হারলেই বিদায় দ্রাবিড় ব্রিগেডের

জয়পুর, ২৭ এপ্রিল : কথায় আছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

'বিদায় ঘণ্টা' কার্যত বেজে গিয়েছে। ৯ ম্যাচে মাত্র দুইটি জয়, শেষ পাঁচ ম্যাচে টানা হার। যদিও অঙ্কের নিরিখে এখনও 'বিদায়' বলা যাচ্ছে না। যে অঙ্কে ক্ষীণ আশাটুকু নিয়েই ফের ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালসের।

প্রতিপক্ষ লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা গুজরাট টাইটান্স। ৮ ম্যাচে হাফ ডজন জয়ে ইতিমধ্যেই ১২ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। সোমবার নড়বড়ে প্রতিপক্ষ রাজস্থানের 'বিদায়' নিশ্চিত করে নিজেদের পায়ের নীচের জমিটা আরও শক্ত করে নিতে বদ্ধপরিকর শুভমান গিলরা। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনকে সম্ভবত পাচ্ছে না রাজস্থান। রিয়ান পরাগই শুভমানের সঙ্গে টস করতে নামবেন। তবে শুধু সঞ্জু নয়, রাজস্থানের সমস্যার তালিকা রীতিমতো লম্বা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই ফিকে গোলাপি ব্রিগেড।

৫ এপ্রিল শেষ জয় পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। তারপর গত পাঁচ

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : জয়পুর

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ম্যাচে টানা হার। এরমধ্যে একাধিক জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করার খেসারত দিতে হয়েছে। যে হারের পিছনে কেউ কেউ বেটিংয়ের গন্ধও পেয়েছেন।

মাঠ এবং মাঠের বাইরে, ব্যর্থতা, সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হাল। যে ক্ষতে মলম লাগাতে বাকি পাঁচ ম্যাচে জয় দরকার রাজস্থানের। তারপর বাকি দলগুলির ফলাফল, একঝাঁক অঙ্ক মেলানোর প্রার্থনা। তবে হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়ের মূল চ্যালেঞ্জ দলের হারানো আত্মবিশ্বাস ফেরানো।

যশস্বী জয়সওয়াল গত কয়েক ম্যাচে রান পেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জু থেকে রিয়ান-ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানা, ধ্রুব জুরেলরাও মাঝারিয়ানায় আটকে। বোলিংয়ে জোফ্রা আর্চারকে সরিয়ে রাখলে বাকি ছবিটা হতাশার।

উলটো দিকে, টগবগিয়ে ছুটছে গুজরাট। শুভমান, বি সাই সুদর্শনদের সঙ্গে যে দৌড়ে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন স্বয়ং রাজস্থানের প্রাক্তন তারকা জস বাটলার। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ নিয়ে বাটলার নামবেন চেনা সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজে ছড়ি ঘোরাতে।

শুভমান-সুদর্শনরা তো প্রতি ম্যাচে বোঝাচ্ছেন টি২০ মানে শুধু আড়া ব্যাটে চালানো নয়। সোজা ব্যাটে, ক্রিকেটীয় শটেও রং ছড়ানো সম্ভব। বাটলার সেখানে ফিনিশারের ভূমিকা। বাটলারদের সংগত দিচ্ছে বোলিং ব্রিগেডও। নেতৃত্বে প্রসিধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজদের সঙ্গে বুড়োঘোড়া ইশান্ত শর্মা। আছেন ছন্দে ফেরা রশিদ খান। যে চ্যালেঞ্জের সামনে রাজস্থান টিকে থাকবে নাকি চলতি আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে আগামীকালই ছুটি হবে, সেটাই দেখার।

এল ক্লাসিকো জিতে চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা

সেভিয়া, ২৭ এপ্রিল : রইল বাকি দুই।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোপ ডেল রে-এর শিরোপা ঘরে তুলল বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের দল যেভাবে এগোচ্ছে তাতে অঘটন না ঘটলে লা লিগার শিরোপাটাও আসছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও আর মাত্র তিনটি ম্যাচে এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। ত্রিমুকুট জয়ের দৌড়ে থাকা এই বার্সেলোনাকে থামাবে কে? শনিবার ফাইনালে পিছিয়ে পড়ার পরেও দলটা যেভাবে প্রত্যাবর্তন করল তাতে আরও জোরালো হল এই প্রশ্নটা।

২৮ মিনিটে পেড্রির গোল। প্রথমার্ধটা দেখার পর মনে হয়েছিল বিগত দুই এল ক্লাসিকোর মতোই একপেশেভাবে ম্যাচটা জিতে নেবে বার্সা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কিলিয়ান এমবাপে মাঠে নামার পর ধার বাড়ে রিয়ালের আক্রমণে। তারই প্রতিফলন

থ্রিলারের রাতে তিন লাল কার্ড রিয়ালের

সাত মিনিটে দুইটি গোল। ৭০ মিনিটে মাদ্রিদ জায়েন্টদের এগিয়ে দেন এমবাপে। পরেরটি অরলিয়েন চৌয়ামেনির। তবুও নাছোড় বার্সা গোলশোধ করল ৮৪ মিনিটে। কাতালান জায়েন্টদের হয়ে গোল ফেরান টোরেসের। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচের ফল ২-২। এরপর অতিরিক্ত সময়ের ১১৫ মিনিট পেরোতেই টাইব্রেকারের প্রহর গোনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার ঠিক পরই রিয়ালকে মোচড়টা দিল ফ্লিকের বার্সেলোনা। প্রায় পঁচিশ গজ দূর থেকে জুলেস কুন্দের শট জালে ঢুকতেই উৎসব শুরু বার্সেলোনা শিবিরে।

শেষলগ্নে আরও উত্তপ্ত হল পরিস্থিতি। ম্যাচের আগেই রেফারিকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দেড়েক আগে ফ্রি কিক না পাওয়ার ক্ষোভে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে রেফারির দিকে তেড়ে যান রিয়ালের অ্যান্টোনিও রুডিগার। পরের মুহূর্তেই রেফারির উদ্দেশে কিছু ছুড়ে মারা হয়। কে মেরেছেন তা বোঝা না গেলেও রুডিগারকেই লাল কার্ড দেখানো হয়। এরপর লাল কার্ড দেখেন লুকাস ভাস্কুয়েজ ও জুডে বেলিংহামও।

স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতলেও বার্সেলোনা কোচ হিসাবে এটাই ফ্লিকের

জয়সূচক গোলের পর লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে উচ্ছ্বাস জুলেস কুন্দের।

প্রথম বড় কোনও খেতাব জয়। সেখানে এই পর্বে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসাবে ট্রফি জয়ের এটাই সম্ভবত শেষ সুযোগ ছিল কার্লো আন্সেলোত্তির সামনে। মাদ্রিদের ক্লাবটি থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন। ফলে তাঁর ব্রাজিলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো হল।

কোপা ডেল রে জয়ের পর ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন বার্সেলোনার। সেভিয়ায় শনিবার রাতে।

আই লিগ ঘিরে 'নাটক' অব্যাহত

ক্যাসের স্থগিতাদেশ, তবুও ট্রফি পেল চার্চিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : আই লিগ ঘিরে নাটকের পর নাটক। একদিকে ইন্টার কাশী যখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসছে তখন তড়িঘড়ি ট্রফি তুলে দেওয়া হল চার্চিল ব্রাদার্সের হাতে।

দীর্ঘ টালবাহানার পর ১৮ এপ্রিল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চার্চিলের নাম ঘোষণা করে ফেডারেশনের আপিল কমিটি। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কোর্ট অফ অরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস অর্থাৎ ক্যাসে মামলা করে ইন্টার কাশী। সেই আদালতই এবার এআইএফএফ-এর সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করল। বলা হয়েছে, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চার্চিলের হাতে খেতাব তুলে দেওয়া যাবে না। যদিও রবিবার দুপুরেই গোয়ায় এক অনুষ্ঠান করে চার্চিলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে ফেডারেশনের দাবি, ওই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ক্যাসের নির্দেশ তাদের হাতে এসেছে।

এদিকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে ফেডারেশন, চার্চিল ব্রাদার্স ও নামধারি এফসি-র বক্তব্য জানতে চেয়েছে ক্যাস। তারপরই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এদিন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের এই ঘোষণার পর ইন্টার কাশীর তরফে দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'ক্যাসের নির্দেশকে স্বাগত জানাই। নিরপেক্ষ রায়ের অপেক্ষায় রইলাম আমরা।'

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় হরমনপ্রীতদের

কলম্বো, ২৭ এপ্রিল : ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার কলম্বোয় শ্রীলঙ্কাকে ৯ উইকেটে হারাল তারা। এদিন পহলগাম হামলার প্রতিবাদে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিলেন হরমনপ্রীত কাউররা।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করা হয়েছিল। টসে জিতে প্রথমে ভারতীয় দল ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র ১৪৭ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ওপেনার হাসিনী পেরেরা ৩০ রান করেন। স্নেহ রানা ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। দীপ্তি শর্মা ও নল্লাপুরেড্ডি শ্রী চারানি ২টি করে উইকেট পান। এদিন কাশভি গৌতম ও শ্রী চারানির জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয় ভারত। ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল ৫০ ও হার্লিন দেওল ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন। তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা করেন ৪৩ রান।

চাপ না নিতে সালাউদ্দিনকে পরামর্শ সাহাল-আশিকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : জুনিয়ার দলের পারফরমেন্সে খুশি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

সেমিফাইনালে এফসি গোয়া। ম্যাচ সহজ নয় জেনেও সবুজ-মেরুন শিবিরে মানসিকতার কোনও বদল নেই। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর নিজের ফুটবলারদের মানসিকতাকে দোষারোপ করেছেন কেরালা ব্লাস্টার্স কোচ ডেভিড কাটালা। আর ঠিক এটাই সম্ভবত সবথেকে বড় অস্ত্র বাস্তব রায়ের। দাদাদের দেখানো পথেই সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে বাজিমাত বাগানের রিজার্ভ দলের। এমনিতেও হেড কোচ মোলিনার পরিকল্পনারই সফল প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন বাস্তব। ডিফেন্স নিশ্ছিদ্র রেখে প্রতিপক্ষের অমনোযোগের সুযোগ নেওয়া। সঙ্গে ওই চ্যাম্পিয়নশিপ মানসিকতা। ম্যাচের পর আশিক কুরুনিয়ান বলেও দেন, 'মরশুমের শুরু থেকেই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ট্রফি জয়। আমরা ম্যাচ নিয়ে আলাদা করে স্নায়ুর চাপে ভুগি না। বরং আমাদের মাথায় থাকে যে, ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে। এটাই গোটা দলের মানসিকতা।' বড়দের দেখে দেখে এই মানসিকতা নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছেন দীপেন্দু বিশ্বাস-সৌরভ ভানওয়ালা-সালাউদ্দিন আদনানরা।

শনিবার কেরালার বিপক্ষে তিন কেরালাইট এবং এক কাশ্মীরির সম্মিলিত আক্রমণেই শেষ নোয়া সাদাউরা। দুই সিনিয়ার সাহাল আব্দুল সামাদ ও কুরুনিয়ান গোটা ম্যাচে যেন দারুণভাবে পাশে থেকে পথ দেখালেন সুহেল আহমেদ বাট ও সালাউদ্দিনকে। এঁদের মধ্যে সুহেল অবশ্য গত মরশুম থেকেই সিনিয়ার দলে খেলছেন। কিন্তু এবারই রিজার্ভ দল থেকে সুপার কাপের জন্যই দলের সঙ্গে অনুশীলন করা সালাউদ্দিনকে দেখে মুগ্ধ বিশেষজ্ঞরা। সাহালকে দিয়ে শুধু গোল করানোই নয়, ক্রমাগত ঝামেলায় ফেলেছেন কেরালা ডিফেন্সকে। অল্পের জন্য গোল পাননি। তাঁর সম্পর্কে যাচ্ছিল না। আইএসএলের শেষদিকেই মনবীরের চোটের সময়ে সাহাল ও পরে লিস্টন কোলাসোকে দিয়ে ওই জায়গায় কোনওক্রমে কাজ চালাতে হয় মোলিনাকে। হয়তো সালাউদ্দিন শেষপর্যন্ত মনবীরের সত্যিকারের পরিবর্তই হয়ে উঠতে চলার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন এই ম্যাচে।

আরেক জুনিয়ার সুহেল আবার তাঁর গোল উৎসর্গ করেন পহলগামে মৃত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে। তিনি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'সেইসব মানুষের প্রতি যাঁরা কাশ্মীরে গিয়ে প্রাণ হারালেন, এই গোল তাঁদের অতুলনীয় সাহসিকতার প্রতি

মৃতদের গোল উৎসর্গ সুহেলের

সাহালের মন্তব্য, 'কী বলব, খুবই উচ্চমানের পারফরমেন্স সালাউদ্দিনের। এরকম জুনিয়ারদের পাশে থাকতে হবে আমাদের। ওদের পাশে আমরা আছি। সত্যিই খুব খুশি যে ওর কাছ থেকে ফাইনাল টাচটা এসেছে। একটাই কথা বলব, কোনও চাপ না নিয়ে এগিয়ে চলো।' আশিকও বললেন, 'সালাউদ্দিন এর থেকেও ভালো খেলতে পারে। পরের ম্যাচে আরও ভালো খেলার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' মোহনবাগানের প্রতিটি পজিশনে দুইজন কী তিনজন রাখার ভাবনা থাকেই। এতদিন রাইট উইংয়ে মনবীর সিংয়ের পরিবর্ত সেভাবে খুঁজে পাওয়া আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।' প্রথমবার মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে খুশি নুনো রিজও। যদিও সেভাবে পরীক্ষিত হননি। তাছাড়া দীপেন্দু এবং ধীরাজ সিং মৈরাংথেম অসাধারণ খেলেন এই ম্যাচে। আর জুনিয়ার ফুটবলারদের এই পারফরমেন্সে খুশি মোলিনাও। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, এই কথা নিজেই জানিয়েছেন বাস্তব। নিশ্চিতভাবেই সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার মোকাবিলা করতে স্প্যানিশ কোচের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নিয়েই এবার সেমিফাইনালের জন্য দলকে তৈরি করবেন তিনি এবং দেগি কার্ডোজো।

সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে উল্লাস মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

প্রয়াত প্রাক্তন ব্রাজিল তারকা

ব্রাসিলিয়া, ২৭ এপ্রিল : প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা জের ডা কোস্টা শনিবার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ডা কোস্টা কেরিয়ারের একটা বড় সময় খেলেছিলেন ইন্টার মিলানের হয়ে। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে ইতালিয়ান ক্লাবটির ইউরোপিয়ান কাপ (বর্তমানে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) জেতার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯৬৪ সালের ফাইনালে তিনি গোল করেছিলেন। এছাড়াও ইন্টারের হয়ে চারটি সিরি আ খেতাব জিতেছেন কোস্টা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৯৬২ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য ছিলেন কোস্টা। যদিও একটা ম্যাচেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি তাঁর। কোস্টার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন।

বুমরাহ-বোল্ট বিদ্যুতে পাঁচে পাঁচ মুম্বই

এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে ফুটছেন জসপ্রীত বুমরাহ। মুম্বইয়ে রবিবার।

ব্যর্থ ঋষভ, ফিরলেন মায়াঙ্ক

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২১৫/৭
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৬১

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল : কেউ হতে চায় 'মহিলা ক্রিকেটের' জসপ্রীত বুমরাহ। কেউ বা রোহিত শর্মার সঙ্গে হাত মিলিয়েই খুশি। মুম্বইয়ের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা খুদে ক্রিকেটারদের স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে বিশেষ উদ্যোগ। মাঠে হাজির ১৯ হাজার এমনই সব খুদের দল। গায়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নীল জার্সি। হাতে পতাকা। দুই চোখে আগামীর স্বপ্ন। যাদের উপস্থিতিতে লখনউ সুপার জায়েন্টস-মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে গ্যালারির চেহারা বদলে গেল।

হাজারো খুদে সমর্থকদের হতাশ করেননি হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডও। প্রথম পাঁচে মাত্র ১টা জয়। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের শুরুতেই বাতিলের তালিকায় ফেলে দিয়েছিলেন অনেকেই। সেখান থেকেই শেষ পাঁচ ম্যাচে জয়! দিল্লি ক্যাপিটালস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (দুইবার) পর আজ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউও উড়ে গেল মুম্বইয়ের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন স্ক্রিপ্টের সামনে।

মুম্বইয়ের ২১৬ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা লখনউ ১৬১-তেই গুটিয়ে যায়। ৫৪ রানের বড় জয়ের হাত ধরে পাঁচ থেকে একলাফে দ্বিতীয় স্থানে (দিল্লি-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে পর্যন্ত) মুম্বই (১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট)। ঋষভ পন্থের লখনউ সেখানে ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে।

জয়ের মঞ্চ গড়েন ওপেনার রায়ান রিকেলটন (৩২ বলে ৫৮), সূর্যকুমার যাদব (২৮ বলে ৫৪)। এদিনের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অরেঞ্জ ক্যাপও সূর্যের মাথায়। রোহিত (১২) বড় রান না পেলেও রিংটোন সেট করে দেন মায়াঙ্ক যাদবকে মারা জোড়া ছক্কায়। ডেথ ওভারে নমন ধীর (২০) ও নবাগত করবিন বশ (২০) কার্যকর ইনিংসের হাত ধরে দুশো পার মুম্বই।

মুম্বই ইনিংসের সময় সবার চোখ ছিল মায়াঙ্কের দিকে। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছেন। প্রত্যাবর্তনে দেড়শো কিলোমিটার গতি এদিন দেখা না গেলেও জোড়া উইকেট নিয়ে লখনউ টিম ম্যানেজমেন্টকে আশ্বস্ত করলেন মায়াঙ্ক (৪০/২)। আবেশ খানও দুই উইকেট নেন। তবে কমজোরি এবং অনভিজ্ঞ বোলিং যে মাথাব্যথার কারণ লখনউয়ের, তা এদিনের দুপুরের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে পরিষ্কার।

মুম্বইয়ের বিজয়রথ থামাতে হলে ২১৬ দরকার ছিল ঋষভদের। বদলে জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টের যুগলবন্দির ধাক্কায় শুরু থেকে ব্যাকফুটে লখনউ। দুজনের মিলিত সংগ্রহ ৪২ রানে ৭ উইকেট। বুমরাহর ঝোলায় চার, বোল্টের তিন। এরপর লখনউই জিতবে আশা করা বাড়াবাড়ি। আজকের পারফরমেন্সের সুবাদে লসিথ মালিঙ্গাকে (১৭০ উইকেট) পিছনে ফেলে মুম্বইয়ের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের নজির গড়লেন বুমরাহ। টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য সপ্তম ওভারে উইল জ্যাকসের জোড়া শিকার। পাওয়ার প্লে-তে ৬০/১। আইডেন মার্করাম (৯) ফেরার পর ক্রিজে জমে যাওয়া মিচেল মার্শ (৩৪)। সঙ্গী নিকোলাস পুরান (২৭)। কিন্তু জ্যাকসের জোড়া ঝটকায় ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। প্রথমে ফেরেন পুরান। তারপর ঋষভ (৪)। যার সুবাদে ম্যাচের সেরার সম্মানও জ্যাকসের।

ক্রিজে নেমে প্রথম বলেই বাউন্ডারি মারেন ঋষভ। পরের বলে দুঃসাহসী রিভার্স সুইপে উইকেট উপহার। মাথার ওপর চাপটা আরও বাড়িয়ে ডাগআউটে ফেরা। যেখানে বসে থাকা টিম মেন্টর জাহির খানের গুরুগম্ভীর চোখ-মুখে অধিনায়ক ঋষভকে হতাশার প্রতিফলন।

বাকি সময়ে প্রতিরোধ বলদে আয়ুষ বাদোনি (৩৫) ও আব্দুল সামাদের (২৪) ইনিংস। নিটফল, ১৬১ রানে লখনউকে গুটিয়ে দিয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচে পঞ্চম জয় মুম্বইয়ের। চ্যাম্পিয়নের মেজাজে প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়া। কেউ কেউ তো ষষ্ঠ খেতাবের গন্ধও পাচ্ছেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বাধিক উইকেট

উইকেট	বোলার
১৭৪	জসপ্রীত বুমরাহ
১৭০	লাসিথ মালিঙ্গা
১২৭	হরভজন সিং
৭১	মিচেল ম্যাক্লানাঘান
৬৯	কায়রন পোলার্ড

ক্রুণালের দাপটে শীর্ষে আরসিবি

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬২/৮
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৬৫/৪ (১৮.৩ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : রাজধানীতে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ অনেকের কাছেই হয়ে গিয়েছিল লোকেশ রাহুল-বিরাট কোহলির দ্বৈরথ। যেখানে দুই মহাতারকাই রান পেলেও ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে ম্যাচের ভবিষ্যৎ গড়ে দিলেন ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৮/১ ও ৪৭ বলে অপরাজিত ৭৩)। দিল্লির বিরুদ্ধে রবিবার ৬ উইকেটে জয়ের সুবাদে আরসিবি এবার অ্যাওয়ে ম্যাচে টানা ছয় জয় পেয়ে গেল। ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে উঠে এসেছে।

এদিন দিল্লিকে প্রথম ধাক্কা দেন জোশ হ্যাজেলউড (৩৬/২)। নিজের প্রথম ওভারে হ্যাজেলউড তুলে নেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েলকে (১১ বলে ২৮)। আউট হওয়ার আগে পর্যন্ত অভিষেক আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছিলেন। চোট সারিয়ে এদিন ফিরেছিলেন ফাফ ডুপ্লেসি (২২)। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারেননি। অক্ষর প্যাটেলও (১৫) হ্যাজেলউডের শিকার হন। এদিন চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে গেলেন হ্যাজেলউড (১০ ম্যাচে ১৮ উইকেট)।

সপ্তাহ দুয়েক আগে বেঙ্গালুরুতে বিরাটদের হাসি কেড়ে নেওয়া লোকেশ (৪১) একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রুণাল, সুযশ শর্মাদের (২২/০) স্পিনের সামনে লোকেশ রানের গতি বাড়াতে ব্যর্থ হন। কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ট্রিস্টান স্টাবস (১৮ বলে ৩৪)।

ফিরতি স্পেলে দিল্লিকে আরও কোণঠাসা করে দেন ভুবনেশ্বর কুমার (৩৩/৩)। ১৭ তম ওভারে এসে দ্বিতীয় বলে তিনি ফিরিয়ে দেন রাহুলকে। তিন বল বাদে ভুবি পেয়ে যান আশুতোষ শর্মাকে (২)। এখানেই ১৮০-১৯০ স্কোরের আশা শেষ হয়ে যায় দিল্লির। ২০ নম্বর ওভারে মাত্র ৪ রান খরচ করে স্টাবসকে ফিরিয়ে দেন ভুবি। দিল্লি থামে ১৬২/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে অক্ষরের (১৯/২) জোড়া ধাক্কায় চাপে পড়ে যায় আরসিবি-ও। জ্বরের জন্য এদিন নামতে পারেননি বেঙ্গালুরুর ওপেনার ফিল সল্ট। তাঁর বদলে অভিষেক হয় জেকব বেথেলের। কিন্তু আইপিএল জার্নির শুরুটা ভালো হল না বেথেলের (১২)। দ্রুত ফিরে যান রজত পাতিদারও (৬)। চাপের মুখেই বিরাটকে (৫১) নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ১১৯ রানের জুটি গড়েন ক্রুণাল। বিরাট ফেরার পর টিম ডেভিড ৫ বলে ১৯ রান করে ১৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৫ রানে পৌঁছে দেন বেঙ্গালুরুকে।

অর্ধশতরানের পর ক্রুণাল পান্ডিয়া। নয়াদিল্লিতে।

গম্ভীরকে মৃত্যুহুমকি

গ্রেপ্তার হলেন গুজরাটের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হানার পর ভারত বদলা নেবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। তারপরই তিনি মৃত্যুহুমকি পেয়েছিলেন। ২৪ এপ্রিল ভারতীয় দলের কোচের অভিযোগ দায়েরের তিনদিনের মাথায় হুমকি দেওয়া ব্যক্তিটিকে দিল্লি পুলিশ ধরে ফেলল। দিল্লি পুলিশকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গম্ভীরকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গুজরাটের ২১ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র জিগনেশ সিং পারমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও জিগনেশের পরিবারের দাবি, তিনি মানসিক রোগে ভুগছেন। দিল্লি পুলিশ তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা খতিয়ে দেখছে।

২২ এপ্রিল বিকেল ও সন্ধ্যায় গম্ভীর দুইটি ই-মেল পেয়েছিলেন। দুটোতেই লেখা ছিল আই কিল ইউ। হুমকি দেওয়া ব্যক্তি নিজেকে আইসিস কাশ্মীরের সদস্য বলে দাবি করেন।

গোল করে স্মৃতির সরণিতে রোনাল্ডো

জেড্ডা, ২৭ এপ্রিল : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গোল করলেন। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল তাঁর দল আল নাসের। শনিবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ইয়োকোহামা এফ মেরিনোসকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল সিআর সেভেনের দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল নাসেরের। তারই ফসল ২৭ মিনিটে জন ডুরানের গোল। সাদিও মানের ক্রস বিপন্মুক্ত করতে নিয়ে নিজেদের পোস্টে মারেন ইয়োকোহামার এক ডিফেন্ডার। ফিরতি বল ফাঁকা গোলে ঠেলে দেন ডুরান। এর মিনিট চারেক পর দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন মানে। এরপর ৩৮ মিনিটে গোল করেন সুযোগসন্ধানী রোনাল্ডো। গোলের পর পরিচিত সিইউ সেলিব্রেশনের পরিবর্তে গোলপোস্টের পিছনে বিলবোর্ডের ওপর বসে গ্যালারির দিকে তাকান সিআর সেভেন। যে সেলিব্রেশন তিনি করতেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বা রিয়াল মাদ্রিদে খেলার সময়। এদিকে প্রথমার্ধে তিন গোল হজমের পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি জাপানের ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নাসেরের হয়ে আরও একটি গোল করেন ডুরান।

মিশন ইংল্যান্ডের অপেক্ষায় প্রসিধ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : খেলছেন আইপিএল। নিচ্ছেন নিয়মিত উইকেট। আর মনের অন্দরে জুন মাসে আসন্ন বিলেত সফরের প্রত্যাশা বাড়ছে।

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। প্রত্যাবর্তনের পর গতি আগের তুলনায় বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে বৈচিত্র্যও। যার প্রমাণ, চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে আট ম্যাচে ১৬ উইকেট। দিন কয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচেও জোড়া উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকায় জোশ হ্যাজেলউড আজই টপকে গিয়েছেন প্রসিধকে। কিন্তু তাতে কী? গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরার নজরদারি ও পরামর্শ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে প্রসিধকে। রবিবার রাতের দিকে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসিধ জানিয়েছেন তাঁর আগামীর স্বপ্নের কথা। বলেছেন, 'শেষ এক-দুই বছর সময়টা ভালো যায়নি আমার। মাঝের এই সময়ে ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছি বারবার। ক্রিকেটে ফেরার পর অনেকের থেকেই সাহায্য, পরামর্শ পেয়েছি। যার মধ্যে আলাদাভাবে গুজরাটের কোচ আশিস নেহেরার কথা বলতেই হবে আমায়। দলে সুযোগ দেওয়ার পাশে সবসময় আমায় ভরসা দিয়ে চলেছেন উনি।'

আইপিএলের পরই জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড রয়েছে। বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের আসন্ন সেই সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজদের পাশে প্রসিধের যাওয়াও প্রায় নিশ্চিত। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল প্রসিধ নিজেও। কিন্তু এখনই তিনি মিশন ইংল্যান্ড নিয়ে স্পষ্টভাবে মন্তব্যে নারাজ। প্রসিধের কথায়, 'আপাতত আইপিএলে একটি করে ম্যাচ ধরে এগিয়ে চলেছি। জুন মাসে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের দলে সুযোগ পাওয়া আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি শুধু বল হাতে উইকেট নিতে পারি। মাঠে পারফর্ম করতে পারি। সেটাই করে চলেছি।' বছরখানেক আগে যখন প্রসিধ চোটের কবলে পড়েন, তখন তাঁর নামের সঙ্গে 'লাল' বলের বোলার, তকমা ছিল। চোট সারিয়ে মাঠে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের পর সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া প্রসিধ। তাঁর কথায়, 'বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফরম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

করোনা পরবর্তী পর্বে চলতি আইপিএলে বলে থুতুর নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। ফলে বোলাররা অতীতের তুলনায় বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। বাকি দুনিয়ার মতো এই কথা আজ মেনে নিয়েছেন প্রসিধ। বলেছেন, 'বলে থুতুর ব্যবহার সবসময় বোলারদের কিছুটা সুবিধা দেয়। বিশেষ করে বল একটু পুরোনো হলে সেটা ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

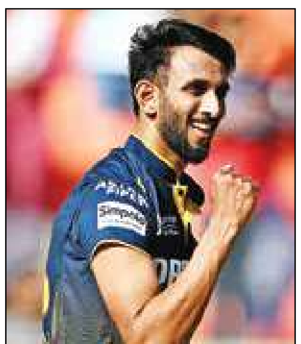

> বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফরম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
>
> **প্রসিধ কৃষ্ণা**

খেলা চলাকালীন মৌমাছির হানা

সুপার কাপের শেষ চারে মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপার কাপের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেল মুম্বই সিটি এফসি। রবিবার তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার কাশীকে। ম্যাচের ৭১ মিনিটে মুম্বইয়ের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন লালরিনজুয়ালা ছাংতে।

ম্যাচের ৩৫ মিনিটে মৌমাছির হানায় খেলা প্রায় দশমিনিট বন্ধ থাকে। মৌমাছির আক্রমণ থেকে বাঁচতে মাটিতে শুয়ে পড়েন লাইন্সম্যান। পরে প্রথমার্ধের শেষে ১৪ মিনিট সংযোজিত সময় দেওয়া হয়। এই ঘটনা কিন্তু আদপে প্রতিযোগিতার বেহাল দশাই তুলে ধরেছে।

অন্যদিকে সেমিফাইনালে উঠল জামশেদপুর এফসি। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

রানার্স জেম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‍্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে আয়োজক সংস্থার জেম মহালানবিশ। তুফানি সংঘের রেইনবো অ্যাকাডেমিতে রবিবার ফাইনালে তাকে হারিয়ে দেয় হাওড়ার আরিভ দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কলকাতার হিমনকুমার মণ্ডল। রানার্স উত্তর ২৪ পরগনার প্রাঞ্জল চক্রবর্তী।

৫ বছর পর ইংল্যান্ড সেরা লিভারপুল

লিভারপুল, ২৭ এপ্রিল : ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল চেলসির বিরুদ্ধে স্টিভেন জেরার্ড পিছলে না পড়লে সেবারই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জমানায় প্রথমবার খেতাব ঘরে তুলতে পারত লিভারপুল। সেই আক্ষেপ ২০২০ সালে মিটিয়েছিল তারা। ৫ বছরের ব্যবধানে আবার ইংল্যান্ড সেরা হল রেডস শিবির। রবিবার ঘরের মাঠে টটেনহাম হটস্পারকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে ফের ইপিএল চ্যাম্পিয়ন হল লিভারপুল। এই নিয়ে সর্বাধিক ২০ বার ইংল্যান্ড সেরা হয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ছুঁয়ে ফেলল তারা।

বৃহস্পতিবার রাতে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে আর্সেনাল ২-২ গোলে ড্র করায় এদিন ১ পয়েন্ট পেলেই লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত। তবে ড্র নয়, জয়ের লক্ষ্যেই নেমেছিলেন আর্নে স্লটের ছেলেরা। যদিও ১২ মিনিটে লিভারপুল পিছিয়ে পড়েছিল। এরপর আর থামানো যায়নি স্লট ব্রিগেডকে। ৪ মিনিট বাদে সমতা ফেরান লুইস দিয়াজ। বাকি সময়টায় অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, কোডি গাকপো, মহম্মদ সালাহরা স্কোরশিটে নাম তুললেন। শেষদিকে রেডদের চাপ সামলাতে না পেরে আত্মঘাতী গোল করে বসেন টটেনহামের ডেস্টিনি উডোগি।

খেতাব জয়ের দিনে সালাহ রেকর্ড গড়লেন। সের্জিও আগুয়েরোকে টপকে বিদেশি স্ট্রাইকারদের মধ্যে ইপিএলে সর্বাধিক গোল হয়ে গেল সালাহর (১৮৫ গোল)।

এদিকে, রবিবার ইপিএলে শেষমুহূর্তের গোলে হার বাঁচাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এদিন এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের ২৩ মিনিটে অ্যান্টোনিও সেমেনিওর গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রেড ডেভিলস। ৭০ মিনিটে বোর্নমাউথের এভিলসন লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টারের হার বাঁচান রাসমাস হোজলুন্ড। এদিন ম্যাচ ড্র করার ফলে ৩৪ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৪তম স্থানেই থেকে গেল তারা।

টটেনহাম হটস্পারকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত হতেই উচ্ছ্বাস লিভারপুলের কার্টিস জোন্স, কোডি গাকপো, রায়ান গ্রাভেনবার্চদের। রবিবার। - এএফপি

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দৈবগনাপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দৈবগনাপুর - এর একজন বাসিন্দা রাকেশ মুরমু - কে

31.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84J 06650 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে এবং ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে যে টাকা জিতেছি তা দিয়ে আমার সমস্ত আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে চাই। আমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হওয়ায় এখন আমার অনেক স্বস্তি লাগছে। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন পুরনিগমের অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গোয়ালপোখরে নন্দঝাড় ফুটবল উৎসবে অনূর্ধ্ব-১৩ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে হলদিবাড়িকে। পুরনিগমের অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে দার্জিলিংকে ও পরে টাইব্রেকারে ২-০ গোলে ময়নাগুড়িকে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নেয়। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা আয়ুষ্মান দেবনাথ। প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে প্রান্তিক রায়ের হাতে। এর আগে একই প্রতিযোগিতায় পুরনিগমের অ্যাকাডেমি অনূর্ধ্ব-১০ দল রানার্স হয়।

ট্রফি জিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়রা।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে ভিএনসি মর্নিং সকারের প্রদীপ বর্মন।

সেমিতে উইনার্স, ভিএনসি মর্নিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ, সুজিত সেনগুপ্ত ও গৌতম গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে গ্রুপ 'এ' থেকে সেমিফাইনালে উঠল ভিএনসি মর্নিং সকার ও উইনার্স কোচিং ক্যাম্প। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ভিএনসি মর্নিং ৪-০ গোলে হারিয়েছে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। ম্যাচের সেরা প্রদীপ বর্মন ছাড়াও সপ্তক শীল, প্রভাস ছেত্রী ও ফুন্টশোক ওয়াঙ্গিয়াল লামা গোল পেয়েছে। উইনার্স ১-০ গোলে জিতেছে হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। একমাত্র গোলটি ম্যাচের সেরা মহম্মদ শাহিদের।

মঙ্গলবার দুপুর ২.১৫ মিনিটে প্রথম সেমিফাইনালে ভিএনসি মর্নিং সকার মুখোমুখি হবে শালুগাড়া নেত্রবিন্দু এফসি-র। দুপুর ৩.১৫ মিনিটে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে নবাঙ্কুর সংঘ এফসি ও উইনার্স।